মুরলা

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ।)

প্রথম অভিনয়-রজনী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল ।

শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি, এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত ।

বালি ।

 [মূল্য ৸৹ বার আনা ।

পরম পূজনীয়

৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ, সি, এস,

শ্বশুর মহাশয়ের

[illegible]

শ্রীচরণ কমলোপান্তে

আমার সাধের

"মুরলা"

ভক্তিভরে অর্পিত হইল।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রবৃন্দ।

পুরুষগণ।

কুমারসিংহ	...	...	রাঠোর-যুবরাজ।
ভীমসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি (বর্ত্তমান রাজা)।
তেজসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
অমরসিংহ	...	...	কুমারসিংহের বন্ধু।
দেবীসিংহ	...	...	বৃদ্ধ সামন্ত।
ভজনরাম	..	...	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
শালিকসিংহ	..	...	ভজনের প্রতিবেশী।
জয়সেন	...	...	কারাধ্যক্ষ।
ব্রহ্মচারী।			

সেনাপতি, হত্যাকারীদ্বয়, সেনাগণ, দূত, প্রহরী, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মীবাই	..	...	বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা ও মুরলার মাতা।
মুরলা	..	...	বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।
মাধুরী	...	...	ভীমসিংহের কন্যা।
সুষমা	...	...	কুমারের ভগ্নী।
কল্যাণী	...	...	ভজনরামের স্ত্রী।
পাগলিনী।			

সখীগণ, গ্রাম্যস্ত্রীলোকগণ, ইত্যাদি
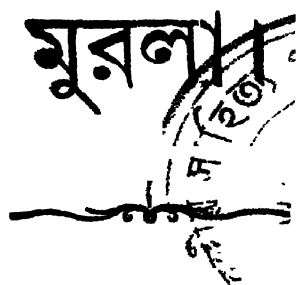
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

ভীমসিংহ, কুমারসিংহ ও তেজসিংহ

কুমার। আর্য্য!
নিবেদন আছে এক নরপতিপাশে,
অনুমতি দেহ দেব, জানাই বারতা।

ভীম। কহ বৎস!
অভীষ্ট তোমার কিবা কহ প্রকাশিয়া
তুষিতে তোমারে অদেয় কি মোর?

কুমার। ঋণী দাস রাজপদে;

পাইনু পরম প্রীতি অভয় বচনে।
রাজদ্রোহ অপরাধে,
কারারুদ্ধ বীরেন্দ্র রাজন,
প্রাণভিক্ষা দেহ নরনাথ!

তেজ। ক্ষমা!—রাজদ্রোহ অপরাধে?
অসম্ভব—অসম্ভব কথা!
রাজদ্রোহীজন কে কোথায় লভিয়াছে ক্ষমা?

কুমার। ভিক্ষা মম নৃপতিসকাশে,
যুক্তি নাহি চাহি অন্যপাশে,
অযাচিত মন্ত্রণার প্রার্থী কভু নহি।

ভীম। বৎস! রাজপুত্র তুমি,
হেন অনুচিত বাণী না সাজে তোমায়,
রাজদ্রোহ অপরাধ অতি গুরুতর।

কুমার। তারকাশোভিত নীল নভস্থলে,
পুর্ণিমার শশধর শোভন যেমন,
মানবের অগণন গুণরাশি মাঝে,
ক্ষমাগুণ প্রধান তেমতি
মহত্ত্ব দেখাও দেব শত্রুরে ক্ষমিয়া।

তেজ। জ্ঞানশিক্ষা কর রাজা বালকের পাশে।

ভীম। সত্য বটে ক্ষমাগুণ অতীব মহৎ;
কিন্তু পাত্রভেদে কালভেদে বিধেয় সকলি,
রাজদ্রোহ অপরাধে ক্ষমা নাহি সাজে!

কুমার। নহে কভু রাজদ্রোহী বীরেন্দ্র রাজন,
রাজভক্ত-অগ্রগণ্য তিনি,

খলের রসনা শুধু বিষ উদ্গারিয়া,
কলুষিত করিয়াছে বিমল সলিল,
সংশয় এনেছে তব সরল অন্তরে।
রাজধর্ম্ম সুবিচার,
সুবিচার মাগি আমি রাজধর্ম্মপাশে।

তেজ। মহারাজ! নহে একি রাজসভা?
রাজদ্রোহী গুণগাথা তাই সভামাঝে?
আপনি শুনিলে মহারাজ!
অক্ষম নৃপতি তুমি প্রজার শাসনে!
অকর্ম্মণ্য নৃপমণি, অকর্ম্মণ্য সভা,
বালকে শিখায় তাই রাজনীতি কথা!

ভীম। ক্ষমিলাম তোমারে কুমার!
পুন যেন কভু নাহি শুনি
এ হেন অসার বাণী মম সভাস্থলে!

কুমার। প্রার্থী নহি ক্ষমার রাজন!
সমরসিংহের পুত্র নহে ত ভিক্ষুক,
ক্ষমাভিক্ষা লবে তব পাশে?
মুক্তকণ্ঠে কহি সভামাঝে
রাজদ্রোহী কভু নহে বীরেন্দ্র রাজন!
তেজসিংহ সনে তাঁর ছিল মনোবাদ,
সেই হেতু প্রতিহিংসা করিতে সাধন,
বিদ্রোহকলঙ্ক আজ অকলঙ্কশিরে!
ন্যায়ের আসনে বসি
নারকীকুটিলচক্রে কেন অভিভূত?

তেজ। ওহো!
সর্পশিশু শিখিয়াছে প্রসারিতে ফণা!
ভীম। কুমার! ভুলেছ নিশ্চয় কেবা তুমি, আমি,
কাহার সকাশে কহ প্রলাপ বচন!
কুমার। জানে সভাজন,
পিতার চরণ করিয়া লেহন,
বুভুক্ষু কুক্কুরসম পালিত যে জন,
সিংহাসন করিয়া হরণ,
সর্পসম আচার যাহার,
তাহার সকাশে,
ন্যায় বাক্য হ'তে পারে প্রলাপ বচন।
ভীম। কৃতঘ্ন ভিক্ষুক!
পুত্রসম এতদিন পালিনু যতনে,
এই বুঝি প্রতিদান তা'র?
কুমার। কৃতঘ্নতা অধিক কাহার?
স্মর একবার নিজ আচরণ!
সিংহাসন করেছ হরণ,
কুলে দেছ কালি—
ভগিনীরে সমর্পিয়া নরকের কীটে।
ভীম। কে আছ এখানে?
এই দণ্ডে রাজ্য হ'তে দাও দূর ক'রে
বাতুল ভিক্ষুকে।
কুমার। কার সাধ্য স্পর্শ করে কেশাগ্র আমার!
এই দণ্ডে যাব চলি রাজ্যের বাহির;

পারি যদি অসিকরে পুন প্রবেশিব
দেখিব তখন সব নারকীয় জীবে,
পিতৃরাজছত্রছায়ে হইয়ে বঞ্চিত,

ইহজন্মে পরজন্মে কিবা,
যদি কভু থাকে হে বিচার,
ফল তবে অবশ্য ভুঞ্জিবে।
পিতার পবিত্র নাম করিয়ে গ্রহণ,
অসিকরে করি এই পণ,
যতদিন কুলের কালিমা
তোমা দু'জনার রক্তে না হবে ক্ষালন
যাবৎ না উদ্ধারিব পিতৃ-সিংহাসন,
রাজ্যসুখে ততদিন দিলাম বিদায়।
হৃদয়মাঝারে মোর অনলঅক্ষরে
লেখা রবে এই অপমান,
প্রতিহিংসা -
প্রতিহিংসা হবে শুধু মূলমন্ত্র মোর।

ভীম। একি উন্মাদ লক্ষণ ?

তেজ। মহারাজ! কেন হ'লে বিষণ্ণ বদন
উদ্ধত যুবক,

নাহি আছে হিতাহিত জ্ঞান,
প্রলাপবচনে তার চিন্তা কিবা তব ?

ভীম। কোথা হতে নাহি জানি,
কুমারের উগ্রবাণী,
পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইল মোর হৃদিপটে।
তেজসিংহ ! এই কিরে রাজ্যসুখ ?
পাপপন্থা সরল এমন,
পরিণাম কেন তা'র এত বিষময় ?

তেজ। বৃথা এ আশঙ্কা দেব !
দাস আমি তব,
চিন্তারাশি দেহ শিরে মোর।

ভীম। সৎযুক্তি করহ বিধান,
তবোপরি নির্ভর আমার।
যাই অন্তঃপুরে,
পাই যদি বিশ্রাম তথায়,
পারি যদি চিন্তারে ত্যজিতে।

(প্রস্থান।

তেজ। নির্জ্জীব মানব ! যাও অন্তঃপুরে,
বিলাসে মাতহ তথা,
নাহি মোর বিলাস বৈভব,
দেখি কিসে হয় স্বকার্য্য সাধন।

(প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—०—

রাজঅন্তঃপুরস্থ প্রমোদকানন।

মাধুরী ও সখীগণ।

গীত।

দেখলো সখি মলয় ভরে দুলছে কত ফুল,
মরি কেমন চারু চিকণ সুবাসে আকুল।
চুপি চুপি অলি আসি হাসিয়ে মধুর হাসি,
লুটিছে সুধার রাশি আঁখি ঢুলুঢুল।
দেখলো প্রকৃতিদেবী ধরিয়ে মোহন ছবি,
হাসিতেছে মৃদু মৃদু এলাইয়ে চুল।

মাধুরী। সত্য সখি!

কি সাজে সেজেছে আজ প্রকৃতিসুন্দরী,
বসন্তের আগমনে নবকিশলয়দলে,
অপরূপ রূপ কিবা ধরে তরুবর!
সোহাগে বিভোরা লতিকাসুন্দরী
বেঁধেছে তাহারে সই প্রেমের প্রতানে।
ফুলরাণী মধুদানে তুষি'ছে ভ্রমরে,
পরি নীহারের হার মুক্তামালাপ্রায়,
দুলিতেছে মানিনী নলিনী,
সরসীর সুনীল হিল্লোলে।
ধীর বায়ু বয়, আমোদে মাতায় প্রাণ।
কহ'লো সজনি।
এ শোভার তুলনা কি হয়?

১মা সখী। সত্য বটে প্রমোদকানন, মোহন সাজে আজ সেজেছে,
রূপের ছটা উথলে পড়ে, যেন ফুলের হার পরেছে।
তমালডালে কোকিল বসে, প্রাণমাতান সুর তুলেছে,
ভোমরা গুলো গুন্‌গুনিয়ে, ফুলের মধু সব লুটেছে।
ধীরপবনে উদাসপ্রাণে, সুখের স্মৃতি সব জেগেছে,
যে দিকে চাই হাস'ছে যেন, আমোদভরে সব মেতেছে,
কবেলো নাগর এসে সোহাগভরে কর্‌বে আদর,
দেখে মোরা চোখ জুড়াব খেলবে প্রাণে সুখের লহর

মাধুরী। বৃথা রঙ্গ কর সখি!
রঙ্গের সময় এ ত নয়,
ধরা দেখ মেতেছে শোভায়।
দেখ চেয়ে নীলিম গগনে,
পাখীকুল প্রেমভরে করে বিচরণ।
দেখ পুন ধরার মাঝারে,
সজীবতাপূর্ণ যেন প্রকৃতিবদন।

২য়া সখী। চললো আনি ফুল তুলিয়ে গাঁথবো মালা সযতন,
ফুলের সাজে সাজবে ভাল মাধুরীর অঙ্গ চিকণ।

গীত।

মনের মতন প্রেমিক রতন কবে সখি পাবে লো
হৃদয় খুলে আপন বলে নয়ন ভরে চাবে লো।
তুলিয়ে কুসুম গাঁথিয়ে হার যতনে পরাবে গলেতে তার,
প্রণয়বন্ধনে বাঁধিব দুজ'ন মধুরমিলনে মাতি নিশিদিনে
সুখ সরোবরে ভাসিবে লো।

মাধুরী। এ হেন শোভার মাঝে
প্রাণ কেন হ'তেছে চঞ্চল ?
হাসিখুসি ভাল নাহি লাগে,
আমোদে না সরে মন।
কুমার কোথায় ?
হেরিলে আমায় ফিরা'য়ে নয়ন,
কেন চলি যায় স্থানান্তরে ?
কেন নাহি হেরি সদা প্রফুল্ল বদন ;
কি যাতনা প্রাণে তার ?

(কুমারসিংহের প্রবেশ।)

একি ভাব নেহারি কুমার !
উচ্ছৃঙ্খলবেশ, অযতনকেশ,
সচঞ্চল আঁখিতারা তব,
উন্মাদের সম আজ কিসের কারণ ?

কুমার। নহে অকারণ।
কত স্নেহ কত যত্ন ক'রেছ আমায়,
বিস্মৃত হ'বনা কভু।

মাধুরী। কুমার ! কুমার !!

কুমার। শোন কথা হ'য়োনা অধীর,
পিতা তব নির্ব্বাসিত করেছেন মোরে।

মাধুরী। যাব আমি পিতার সকাশে
পায়ে ধরি তাঁর ফিরাব আদেশ।

কুমার। ভগ্নীসম এতদিন করেছ যতন
উচিত আমার সদা তুষিতে তোমায়।

কিন্তু বড় ব্যথা বেজেছে মরমে
অপমান হইয়াছি রাজসভাস্থলে
এক দণ্ড নাহি রব আর।

মাধুরী। মনে কর সুষমারে
কার মুখ চেয়ে রহিবে অভাগী?

(সুষমার প্রবেশ।)

সুষমা! সুষমা!!
মোর সনে ধরি পায়
কুমারেরে করলো মিনতি।

কুমার। বোন্! বোন্!!
বিদায় লইতে এবে আসিয়াছি হেথা।

সুষমা। বিদায়! কোথা যাবে দাদা?

কুমার। জানিনা ত তাহা।
রাজ্যের বাহিরে যথা আখি লয়ে যায়।
আজ হ'তে বনফল হইবে আহার,
দূর্ব্বাদল সিংহাসন মোর,
বৃক্ষচ্ছায়া রাজছত্র হইবে আমার,
আজ আমি নির্ব্বাসিত!

সুষমা। নির্ব্বাসিত নিজ রাজ্য হ'তে!

কুমার। কই আর নিজরাজ্য?
শঠ প্রবঞ্চক তাহা করেছে হরণ,
দরিদ্র ভিক্ষুক এবে আমি।

সুষমা। ভাই! ভাই! অনাথিনী অভাগিনী আমি

কে আছে আমার ?
কে রহিবে বল ভাই তুমি গেলে চলে ?

কুমার। তা কি'রে জানিনা আমি ?
পিতা যবে পড়েন সমরে,
মাতা যবে পিতৃদেব সনে
চিতামধ্যে করেন প্রবেশ,
ছিনু মোরা দোঁহে দুটী বালকবালিকা,
দু'জনায় দু'জনার মুখ চাহি।
বাল্যস্মৃতি—
ঘৃতাহুতিসম বাড়ায় আগুন।
সিংহাসন অপরে হরিল,
তেজসিংহ তোমা ধনে—

সুষমা। কি কায এখন ভাই পূর্ব্বকথা স্মরি ?
থাকি এস মোরা ভাইবোনে,
সংসারের কোলাহল ছাড়ি'
ডুবিয়া বিস্মৃতিনীরে।

কুমার। যেতে মোর সরে কি চরণ ?
আশৈশব পালিত যেখানে,
অতীতের স্মৃতি যথা রয়েছে জড়িত,
পিতৃগৃহ—পিতৃরাজ্য ছাড়ি,
তোমা হেন ভগিনীরে নিরাশ্রয়া ফেলি
যেতে মোর সরে কি চরণ ?
সব দুখ পাশরিয়া ছিনু এত দিন।
কিন্তু আর ত সহে না,

অপমানে পুড়িছে অন্তর!
বীরেন্দ্র সমরসিংহসুতা!
রাঠোর-দুহিতা! বল বল,
অপমান নীরবে কেমনে স'ব?
পুত্র হয়ে পিতৃনামে
এ ঘোর কলঙ্ককালি কেমনে লেপিব?

সুষমা। পিতার সুনাম সদা রক্ষ সযতনে।

কুমার। তবে আসি আমি।

সুষমা। এস।

কুমার। বাঁচি যদি দেখা হ'বে পুন।
পিতৃ-সিংহাসন করিব উদ্ধার,
প্রতিহিংসা করিব সাধন,
আবার যতনে তোর,
মুছাইব নয়নের নীর।
মাধুরি!
ভ্রাতা বলে রেখ মোরে মনে।

(প্রস্থান।

মাধুরী। সুষমা! সুষমা! কোন প্রাণে
পাষাণ হইয়ে দিলিলো বিদায়?
হৃদয় কি তোর লৌহ-বিনির্ম্মিত?

সুষমা। অভাগিনী আমি।
কোথা গো মা ভক্তমনোরমা!
দেখ মাগো বিপদহারিণি!
আদ্যাশক্তি শঙ্করি মা দুর্গতিনাশিনি!
কেহ নাহি দাদা বিনা মোর।

রণে, বনে, দুর্গমে, বিপদে,
রক্ষিও যতনে মাগো অনাথকুমারে।

মাধুরী। স্নুষমা! কোথা গেল কুমার মোদের?

স্নুষমা। এস বোন।
গলাধরি ঢালি দোঁহে প্রাণের এ জ্বালা।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপুরীস্থিত পথ

ভজনরাম।

ভজন। হ্যাঁরে দুনিয়া—গ্রন্থকার লিখ্‌লেন, প্যাঁচার সকলি উল্টা। কেন বাবা? সে দিনের বেলা কাকের জ্বালায় লুকিয়ে থাকে ব'লে? আমায় বলা হয় পাগল? কেন, ওঁরা যাতে হাসেন, আমি তাতে কাঁদি; আর ওরা যাতে কাঁদেন, আমি তাতে হাসি। কুমার রাজ্য থেকে চলে গেল, যার যেমন সাধ্য চোখ থেকে জল বার করিলেন! আমার চক্ষু মরুভূমি, মুখে বরং হাসির আভাস দেখালুম। তাই দেখে কেউ বলেন, পাগল,

কেউ বলেন শত্রুর চর, কেউ বলেন স্রোতের কুটো — যখন যে দিকে টান তখন সেই দিকে যান। এক মুরুব্বি বলে বসলেন, মহারাজ সমরসিংহ ওকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, সকলের নিকট বলতেন ভজনের মত বুদ্ধিমান কম দেখা যায়, তাই তাঁর পুত্র নির্ব্বাসিত হলো, আর ও একটুও দুঃখ করলে না। এতক্ষণ বরং একটু চেপে ছিলুম, মুরুব্বির কথা শুনে একদম হাসির ফোয়ারা উড়িয়ে দিলুম। আরে আহাম্মুখ, ভীমসিংহ যে তেজসিংহের পোষা ভাল্লুক, নাকে দড়ি দিয়ে যেমন নাচাচ্চে তেম্‌নি নাচ্চে। দেখনা, বীরেন্দ্রসিংহের মুণ্ডটা দেহ থেকে সটান তফাৎ করে দিল। মূর্খ লোক বোঝেনা যে কুমার যদি সিংহশিশু হয়ে শৃগালের প্রসাদপ্রার্থী হয়ে থাকত, তাহলে যে ওর মন প্রাণ সমান আপদের অধীন হতো। তাই বলি, একটু সমঝে দেখ—তোমরা পাগল না আমি পাগল।

(শালিকসিংহের প্রবেশ।)

শালিক। কি রকম?

ভজন। বেজায় জখম।

শালিক। তবু?

ভজন। কাটা ঘায়ে নেবু।

শালিক। কিহে হঠাৎ কবি হ'য়ে পড়লে যে দেখতে পাই।

ভজন। কি করি সোণারচাঁদ! প্রাণের দায় বড় দায়

তাই দেখচি যদি কবি টবি একটা হতে পারি, তাহলে রাজ্যে যদি কেউ পৈতৃক প্রাণটার দিকে কৃপাদৃষ্টি করেন, অন্য রাজ্যে পালিয়ে গেলে অন্নের সংস্থান হতে পারে।

শালিক। সে তখন যা হবার হবে। এখন তোমার কথার ভাব যে গলাধঃকরণ করতে পারলুম না ভায়া! "কাটা ঘায়ে লেবুর" অর্থ কি?

ভজন। অভিধান দেখতে পার।

শালিক। অধীনকে আর অধিক ছলনা কেন প্রভু? আমি যে তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করেছি।

ভজন। শালিক—তুমি যথার্থই বুদ্ধিমান! কুমার যখন রাজ-পুরী আঁধার করে চলে গেলেন, যখন তাঁর সরলতা-মাখা মুখখানি নয়নপথের বহির্ভূত হলো, তখন হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল! পাছে কুমার নিরুৎ-সাহ হন, সেই ভয়ে বাহ্যিক কোনরূপ দুঃখের ভাব প্রকাশ করলুম না। সেখান থেকে চলে আসছি সম্মুখে দেখি নরকের কীট তেজসিংহ! আমাকে দেখেই ব্যঙ্গপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ করে চলে গেল। তাই বলছিলুম "কাটা ঘায়ে লেবু"।

শালিক। উঃ কি পিশাচ! কুমারের নির্ব্বাসনের ঐ পাষণ্ডই মূল!

ভজন। চুপ কর, ভীমসিংহ এই দিকে আসছে। হাঁ তা দেখ, গোধূলি লগ্নেই বিবাহ প্রশস্ত। আর তোমার ভ্রাতষ্পুত্রী অল্পবয়স্কা, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাসী থাকতে পারবে না।

শালিক। আচ্ছা তাহলে ঐ কথাই রহিল।

(শালিকসিংহের প্রস্থান।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। কি ভজনরাম—কার বিবাহ ?

ভজন। আজ্ঞে ও একটা আইবুড়ো মেয়ের।

ভীম। আইবুড়ো মেয়ে নইলে কি বিবাহ হয় ?

ভজন। আজ্ঞে কি জানি মহারাজ, কালে কালে কতই হবে !

ভীম। সে যাহোক, দেখ ভজনরাম! স্বর্গীয় মহারাজ সমরসিংহ আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করতেন। আমারও ইচ্ছা ছিল, যতদিন না কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততদিন তার পিতৃরাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করবো, তৎপরে তাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবো। কিন্তু কুমার বড়ই উদ্ধতস্বভাব! আমাকে সেদিন বড়ই অপমানিত করেছে। সুতরাং তার শিক্ষার জন্য, তাকে কিছুদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করেছি। এখন ভাবছি, কার্য্যটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কি না ?

ভজন। আজ্ঞে ঠিক করেছেন। আপনার কার্য্য অন্যায়, একথা কে বলে ? কুমার বড়ই অল্পবুদ্ধি! তা নাহলে সেনাপতি মশাই স্বচক্ষে দেখেছেন বীরেন্দ্রসিংহ রাজদ্রোহী, আর কুমার বলে কি না নির্দ্দোষী !

ভীম। আচ্ছা, তুমি মহারাজ সমরসিংহের সভায় প্রায় সর্ব্বদাই থাকতে, কিন্তু আজকাল রাজসভায় তোমাকে বড় একটা দেখিনা কেন ?

ভজন। আজ্ঞে আজকাল বড় একটা প্রয়োজন হয় না আর

যে সভায় তেজসিংহের ন্যায় চন্দ্রমা বিরাজ কচ্ছেন, সেখানে ভজনরামের মতন জোনাকিপোকা কি কর্ব্বে বলুন।

ভীম। ভজন! তোমার মনে কি নেয়? কুমার কি আর ফিরবে? তার ত আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্চে না।

ভজন। আজ্ঞে ও দুর্ভাবনায় আপনি আর মাথা খারাপ কর্বেন না। তেজসিংহ মহাশয় সদাশয় ব্যক্তি, এতক্ষণ শতচর দিয়ে কুমারের কার্য্যকলাপের সন্ধান নিচ্চেন।

ভীম। আচ্ছা, বীরেন্দ্রসিংহের মুক্তির জন্য কুমারের ওরূপ আগ্রহ কেন?

ভজন। গ্রহ! নইলে ওরূপ কুকার্য্যে মতি গতি হবে কেন?

ভীম। তাহলে ভজনরাম, আমি চল্লুম, কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হতে হবে। তুমি সময়ান্তরে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো, অনেক কথা আছে।

(ভীমসিংহের প্রস্থান।)

ভজন। যাও—তেজসিংহের ক্রীড়া-পুত্তলিকা যাও। জানিনা কি গুণে ঐ নারকীকে উচ্চাসন প্রদান কচ্চে? কি গুণে ঐ বিষধরকে দুগ্ধ পান করাচ্চো? যাক্— এখন ভীমসিংহের উদ্দেশ্য কি? দূর হোক আমিও কম বোকা নই, ও হাঁদারামের আবার উদ্দেশ্য। মন্ত্রী জাম্বুবান যা বলবেন তাই। এখন কুমারের জন্য কা[illegible]

কি? কি আর করবো, তর্কে তর্কে ফিরবো। আর দু’একবার দেখা হলেই ভীমসিংহের পেটের কথা বার করে নিচ্চি।

(শালিকসিংহের পুনঃপ্রবেশ)

শালিক। কি ভায়া এত হাত পা নাড়চো কেন? দেয়লা কর্‌চো না নাটকের আখড়া দিচ্ছো?

ভজন। এক রকম বটে।

শালিক। কি প্রকার?

ভজন। চিত্ত-বিকার!

শালিক। অপরাধ? বিরহে নাকি?

ভজন। সে কথা আর তুলিস্‌নি দাদা। আমার পেট ফেঁপে উঠলো। একটু কাগজ কলম দে দাদা, শীগ্‌গির দে;

শালিক। কাগজ কলম কি হবে?

ভজন। দুটো কবিতা লিখে দিই, তুমি নিয়ে এক দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়ে পড়।

শালিক। কবিতা কি হবে?

ভজন। তুমি জাননা শালিক, জান না। কখন ত প্রেম করলে না, প্রেমের কদরও বুঝলে না। প্রেম বড়ই কবিতা-ভাবী আর কবিতা বড়ই বিরহনাশিনী। বড় গরম হলে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবী যেমন ঠাণ্ডা হয়, তেমনি বিরহে পেট ফেঁপে মানুষ যখন আই ঢাই করতে থাকে, সেই সময় দু’এক ছত্র কবিতা ঝাড়তে পারলেই

পেটটা একটু ঠাণ্ডা হয়। তাই বলি দূতি গো আজ আমার প্রাণ রাখ।

শালিক। আগে ত কখন তোমার বিরহ দেখিনি ?

ভজন। ছিল—ভায়া ছিল। ফল্গুনদীর মত সব অন্তঃশীলে ছিল। এখন অম্বলের ব্যায়রামটা বেড়ে, সব উথলে উঠে আমায় বে-সামাল করে ফেলেছে।

শালিক। যাহোক এখন যাবে—না এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢেউ গুণবে ?

ভজন। চল যাই। কি যে কর্‌বো না কর্‌বো কিছুই স্থির করতে পার্‌চি না।

(প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ কুটীরসম্মুখ।

ব্রহ্মচারী।

গীত

অনন্ত ব্যোমব্যাপী হিমগিরি শিখরে বিশ্বনাথ বিরাজে
শুভ্র অভ্র নিভ শ্বেত কলেবর বিভূতি ভূষিত সাজে।
জটাজুটে ফণী করিতেছে ধ্বনি সুরতরঙ্গিণী গরজে,
প্রলয় বিষাণ ভীম গরজন ববম্ ববম্ বম্ বাজে।
শোভে শূলপাণি বামে নগরাণী কাঞ্চন রজত মাঝে।

(লক্ষ্মীবাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। প্রণমি চরণে দেব!

ব্রহ্ম। মনোবাঞ্ছা হোক সম্পূরণ!
মাগো! একি বেশ হেরি তব আজ!
রাজরাণী হয়ে কেন মা কুটীরে বাস?

লক্ষ্মী। দয়াময়! নহি আর রাজরাণী,
রাজ্য সুখ গেছে ফুরাইয়ে,
অনাথিনী ভিখারিণী এবে।

ব্রহ্ম। শুন মাগো!
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় লঙ্ঘন।
আলোকের পর আঁধার সমান,
সুখ দুখ চক্র জেনো সদা ঘূর্ণমান!

বিহ্বলা তাহাতে কেন আজিগো জননি
লোক মুখে শুনি,
রাজদ্রোহ অপরাধে বিচারিত হয়ে,
পতি তোর প্রাণ দেছে জহ্লাদের করে ?

লক্ষী। বিচার ! কাহাকে বিচার কহ ?
ক্ষুদ্রকীট জিঘাংসা তৃষায়,
সর্পসম দংশিয়াছে পতিরে আমার।
যাঁরে হেরে রিপুদল কাঁপিত সভয়ে,
যাঁর তেজে দীপ্ত সদা রাঠোর বদন,
রাজভক্ত অগ্রগণ্য ছিল যেই জন,
সেই জন হলো রাজদ্রোহী !
অন্তর্য্যামী ! নাহি কিহে পরকাল ?
নাহি কিহে প্রতিশোধ এর ?

ব্রহ্ম। কে না জানে মালবারে,
বীরেন্দ্রের বীরত্ব-কাহিনী ?
সুযশে তাঁহার পূরিত সকল দেশ।
তবে কেন পূর্ব্বকথা স্মরি,
ব্যথা পাও বীরেন্দ্রমহিষী !

লক্ষী। দেব ! নহি আর বীরেন্দ্রমহিষী।
অতীতের গর্ভে ডুবে গেছে সে সুদিন !
শুন পূর্ব্বকথা দেব !
রাজেন্দ্র সমরসিংহ,
বড় স্নেহ করিতেন পতিরে আমার,
তিনিও ছিলেন সদা ছায়ার মতন।

আঁধার আকাশে ধ্রুবতারা প্রায়,
একমাত্র সংসার বন্ধন,
আছে মম দুহিতারতন,
বাক্যদত্তা যুবরাজ পাশে।
কিন্তু মম ভাগ্যদোষে,
হায় চির ভাগ্যহীনা আমি,
শত্রু শবে রচিয়া শয়ন,
মহারাজ মুদিলা নয়ন।
যুবরাজ বালক তখন,
শূন্য-সিংহাসন,
ছলে বলে সেনাপতি করিলা হরণ।

ব্রহ্ম। শুনি নাকি ভীমসিংহ তেজসিংহ করে,
ক্রীড়া-পুত্তলির প্রায় নাচিছে সতত?

লক্ষ্মী। তেজসিংহ! সে পামর স্বামীহন্তা মোর!
রাজদ্রোহী বলি বিচারের ছল করি,
পতিহত্যা করেছে আমার,
কিন্তু পত্নী তাঁর এখনও জীবিত!

ব্রহ্ম। রাখ মাতা বচন আমার,
ক্ষমা কর শত্রুরে তোমার,
দণ্ড হবে পরকালে তার।

লক্ষ্মী। পরকাল! পরকাল আছে কি কোথাও?
থাকিলে থাকিতে পারে;
কিন্তু—
পতিহন্তা অরাতিরে জীবিত নেহারি,

নিৰ্জ্জীব সমান বল কেমনে রহিব ?
ক্ষমা! ক্ষমা নাহি লক্ষ্মীর অন্তরে।
প্রাণনাথ মোর—
ওহো শতধা বিদরে হৃদি স্মরিতে সে কথা।
প্রাণনাথ মৃত্যুদিনে কহিলা আমায়,
ক্ষত্রিয়সন্তান মরণে না ডরে কভু।
কিন্তু বড় খেদ রহিল জীবনে ;
অসি করে সমর-প্রাঙ্গণে
হইল না বীরের মরণ।
তাহতে অধিক দুঃখ বাজিছে মরমে,
কেহ নাহি রহিল জগতে,
প্রতিহিংসা করিতে সাধন।
আঁখিজলে অভিষেক কর দুটী মোর,
কহিলেন সম্ভাষি দাসীরে,
রাঠোরনন্দিনি! রাঠোরঘরণি!
বাক্যদান কর মোর পাশে,
যতদিন রহিবে জীবিত,
বৈর-নির্য্যাতন আশা কভু না ছাড়িবে।
অরাতির প্রাণ নাশে সচেষ্ট রহিবে।
সেই হতে হৃদে মোর কালাগ্নি জ্বলিছে!
জ্বল—জ্বলরে অনল!
আবরি সকল দেশ আকাশ পাতাল,
উত্তুঙ্গ শিখরমালা মণ্ডিত পর্ব্বতে
বালুময় মরুভূমি ব্যাপি,

গ্রহ, রবি, ধূমকেতু উল্কাপাত ধরি
গ্রাসরে গ্রাসরে সব জিহ্বা লকলকি।
শুন শুন তরুলতা কুসুমমণ্ডলী,
শুনহে নক্ষত্ররাজি গগনবিহারী,
শুন শুন অন্তরীক্ষচারী,
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর সপ্তর্ষি মণ্ডলী,
শুন শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
তেজসিংহ রক্তে বহ্নি করিব নির্ব্বাণ,
মরুসম শুষ্ক হায় লক্ষ্মীর অন্তর!

(প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

উপবন।

মুরলা।

গীত।

হাসে তারামালা সুনীল গগনে চন্দ্রমা কিরণ মাখিয়ে,
প্রেম ভরে গায় নীরব ভাষায় কত কথা কয় হাসিয়ে।
কেন এত হাসি বলনা রূপসি,
কেন সারা নিশি রহলো জাগিয়ে,
কি ভাবে বিভোরা আবেশে অধীরা,
বলনা কিসের লাগিয়ে,
সাধ হয় মনে তোমাদের সনে যাইব বাতাসে ভাসিয়ে॥

মুরলা। প্রকৃতিপালিত এই রম্য উপবন,
চারিদিকে স্বভাবের শোভা,
পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে!
ফুলগুলি ফুটিছে হাসিছে,
সৌরভ ছড়ায়ে ঝরিয়া যাইছে,
কেহ নাহি করে নিরীক্ষণ,
কেহ নাহি সযতনে ধরে তায় হৃদে!
পরি নীলাম্বর,
সন্ধ্যাদেবী ধীরি ধীরি হন অগ্রসর!
গৃহমধ্যে বদ্ধ ছিনু নগরে যখন
অরণ্যে এমন শোভা ভাবিনি কখন!

এ সময় কোথা যুবরাজ ?
স্মরণ কি আছে তাঁর মুরলারে আর ?
কত দিন হেরি নাই তাঁরে !
কত দিন শুনি নাই সুধামাখা বাণী !
শৈশবের সব কথা,
স্বপ্ন সম মনে হয় আজ !
কত দিন যুবরাজ সনে,
ভ্রমিতাম প্রমোদকাননে.
কত দিন সযতনে কবরী মাঝারে,
ফুলহার দিতেন জড়ায়ে,
করে ধরে বলিতেন মোরে,
"বনদেবি ! দেখ কিবা সেজেছে তোমায়,
নীলাকাশে শোভে যেন তারকানিচয় !"

(পাগলিনীর প্রবেশ ।)

গীত ।

কি জানি সে কেমন মেয়ে
কেন গো শ্মশানে ফেরে এলোকেশী হয়ে ।
বিবসনে কেন থাকে কেন গায়ে ভস্ম মাখে
পদতলে পতি রাখে লাজের মাথা খেয়ে ।

মুরলা । কে তুমি গা ?
দেবী কি মানবী বুঝিতে না পারি,
অপরূপ করি যে দর্শন !
কৃষ্ণকায় রক্তবস্ত্র ঘূর্ণমান আঁখি,
করেতে ত্রিশূল দেখি অস্থিমালা গলে,

কি যেন উদাসভাব নেহারি নয়নে!
হেথা কেন আগমন তব?

পাগ। বীরেন্দ্রনন্দিনি!
দেখ চেয়ে আকাশের পানে।
পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে সুনীল গগনে,
কৃষ্ণবর্ণ মেঘ এক ধাইছে পশ্চাতে,
ঐ দেখ নিভিল জোছনা,
আঁধার হইল ধরা!

মুরলা। কি কহিছ বুঝিতে না পারি,
এ কি প্রহেলিকা?

পাগ। নহে প্রহেলিকা বালা!
অদৃষ্ট আকাশ তব,
ঘেরিছে নিবিড় মেঘে।
নিবিড় জলদজাল ঘোর অন্ধকার,
আঁধার হইল দশদিশি,
দৃষ্টি নাহি ধায় আর।
শুন প্রলয় কল্লোল।
স্বন স্বন রবে এবে আসিবে ঝটিকা,
নিভিবে জীবন দীপ।
পলাও পলাও বালা!
মুহূর্ত্তেক না কর বিলম্ব।

মুরলা। কি কহ জননি!

পাগ। পুন কহি পলাও পলাও বালা!
রাখ রাখ পাগলিনী বাণী। [প্রস্থান।

মুরলা। একি ! কোথা গেল !
এই ছিল কোথা বা লুকাল !
বুঝিতে না পারি দেবী কি মানবী
প্রেতিনী ডাঁকিনী কিবা !
বাক্য যেন অভিভূত করিছে হৃদয়
ভয়েতে হতেছি সারা।

(কুমারসিংহের প্রবেশ।)

একি কুমার !

কুমার। মনে কি এখনও আছে কুমারে তোমার ?
মুছে কি ফেলনি সেই শৈশবের স্মৃতি ?
জননী কোথায় তব ?

মুরলা। গিয়াছেন শঙ্করে পূজিতে।
জানি না কি এক ব্রত করেন পালন,
প্রতিনিশাদ্বি প্রহরে
শ্মশান মাঝারে হয় ব্রতের সাধন।

কুমার। পিতা মোর বাক্যদত্ত তব পিতৃপাশে
মুরলারে বধূরূপে করিতে গ্রহণ;
অঙ্গজ তাঁহার জেনো কর্ত্তব্য পালিবে।
বল তবে, বল একবার,
এক বিন্দু ভালবাসা করিবে লো দান,
ভুলিবে না কুমারে তোমার ?

মুরলা। ভুলিতে কি পারি আমি ?

কুমার। শান্ত হলো প্রাণ !
ঘোর তমাবৃত হৃদয়ের মাঝে,

স্মৃতিটুকু তব করিবে আলোক দান,
উত্তম আমার তাহে বাড়িবে দ্বিগুণ।
কিন্তু হায় কি কব তোমায়,
এই বুঝি শেষ দেখা,
বুঝি আর না হবে মিলন।

মুরলা। কুমার! কুমার!!

কুমার। মুরলা আমার!
নির্ব্বাসিত পিতৃরাজ্য হতে।
অপমান হইয়াছি রাজসভা মাঝে,
বৈরনির্য্যাতন আশে করিলো প্রয়াণ।
পারি যদি পিতৃরাজ্য করিতে উদ্ধার,
পারি যদি শাস্তি দিতে দাম্ভিক অরিরে,
দেখা হবে পুন—নহে এই শেষ।
একি?
প্রফুল্লকমলতুল্য আনতবদনে,
কেন লো কালিমা ছায়া?
কেন আঁখি ঝরে অবিরল?
কেন এত হতেছ ব্যাকুল?
ক্ষত্রিয়কুমারি! এ নহে কর্ত্তব্য তব।

মুরলা। তুমি বিনা কে আছে মোদের?

কুমার। হাসিমুখে দেহ লো বিদায়।
উদ্ধারিব পিতৃসিংহাসন,
প্রতিফল দিব তব পিতৃঘাতী শঠে।
কেন বৃথা আশঙ্কা উদয়?

ধর এই অঙ্গুরী আমার,
প্রণয়ের চিহ্ন সম ;
রেখ এটী সযতনে
বাঁচি যদি দেখা হবে পুন।

মুরলা। কত দিনে আসিবে ফিরিয়া ?

কুমার। বর্ষপরে পূর্ণিমাতে।
হইবে লো শুভ সম্মিলন।
সে পূর্ণিমা রাতে যদি না পাও দর্শন,
জানিও কুমার তব নাহি এ জগতে !
চল যাই কুটীর ভিতর,
দ্বিতীয়প্রহর নিশা হয়েছে অতীত,
মাতা তব নিশ্চয় আগতাপ্রায়,
লভি গিয়ে আশীর্ব্বাদ তাঁর।

মুরলা। পাগলিনি ! বাক্য তব ফলিল অক্ষরে !

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ কুটীর।

কুমারসিংহ ও লক্ষ্মীবাই।

কুমার। শুনিলে ত সকলি জননি!
সন্তান বিদায় মাগে পদে।

লক্ষ্মী। বৎস! তুমি বালক এখন,
সংসারের কুটিলতা নহ অবগত,
বুঝিতে না পারি,
কিরূপে সহিবে এই নির্ব্বাসনক্লেশ?
কিরূপে বধিবে সেই চতুর পামরে?

কুমার। স্থিরীকৃত নহেক উপায়।
করিয়াছি অদৃষ্টে নির্ভর,
ধর্ম্মে মানি সহায় আমার।
কিন্তু নহি অসহায়,
পিতৃভক্ত অনুচর যত,
হবে একত্রিত মিবার অরণ্যে।
যুক্তি করি সে সবার সনে,
যাহা হয় করিব বিধান।

লক্ষ্মী। এস বৎস!
সতী আমি, চিরদিন পূজিয়াছি পতি,
মনোরথ তব অবশ্য পূরিবে!
লোহবর্ম্মসম ধর সতীআশীর্ব্বাদ!

কুমার। আছে এক জিজ্ঞাস্য জননি!
যতদিন না হইবে শত্রু নিপাতন,
হবে নাকি ততদিন ব্রত উদযাপন?

লক্ষ্মী। কেন বৎস উদ্বিগ্ন হৃদয়?
স্বকার্য্য সাধন করি ফিরিবে যখন,
করে তব মুরলারে করি সমর্পণ
শান্তিক্রোড়ে করিব শয়ন।
ক্ষত্রিয়নন্দন তুমি!
কার্য্যকালে নারীমুখ হও বিস্মরণ।

[কুমারসিংহের প্রস্থান

(মুরলার প্রবেশ।)

একি মাগো! বদনে কালিমা কেন হেরি?
কেন আঁখি করে ছল ছল?
শূন্য প্রাণে কেন মা ভ্রমিছ?
সত্বরে কুমার আসিবে ফিরিয়া,
বিভা দিয়া তোর সাথে
রাজরাণী করিব জননি!

মুরলা। মাগো! সন্ধ্যাসমাগমে
উপবন মাঝে করিতে ভ্রমণ
করিয়াছি অপরূপ নারী দরশন!
কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবস্ত্রপরিহিত কায়,
বহ্নি যেন জ্বলিছে নয়নে,
করেতে ত্রিশূল যেন যোগিনীসমান!
মোরে হেরি কহিলা সঘনে.

"কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তব ঘেরিছে ললাটে
ঝটিকা আসিবে ত্বরা,
পলাও পলাও বালা,
রাথ রাথ পাগলিনী বাণী।"
বুঝিতে না পারি মাতা,
সত্য কিনা প্রলাপ বচন!
কেন মাতা হইলে গো বিষণ্ণ বদন?
ম্লানমুখে কি ভাব জননি!

লক্ষ্মী। মুরলা! নহে কভু প্রলাপ বচন,
সামান্যারমণী সে ত নয়।
একদিন আসি তব পিতার সকাশে,
কহিলা নির্ঘোষে,
"পলাও পলাও রাজা
নহে তব জীবন সংশয়।"
পিতা তব সগর্ব্বে কহিলা,
"ক্ষত্রিয়নন্দন,
প্রাণভয়ে কভু নাহি করে পলায়ন।"
কিছু দিন পরে ভাঙ্গিল কপাল মোর!
ভয়ে কাঁপে প্রাণ মোর, তোর কথা শুনি,
চল মাতা এই দণ্ডে করি পলায়ন।

মুরলা। কোথা যাব মাতা?

লক্ষ্মী। যথা আঁখি লয়ে যায়।
তিলার্দ্ধ না রব এই স্থানে,
বিলম্বে বিপদ হবে।

ভ্রমিব নিবিড়বনে সিংহব্যাঘ্র সনে,
বন্যপশু শ্রেষ্ঠতর মানব হইতে!
লিখিব বৃক্ষের গায়,
বন্যপশু শ্রেষ্ঠতর মানব হইতে!
পাখীগণে শিখাইব গান,
বন্যপশু শ্রেষ্ঠতর মানব হইতে।
অনন্ত আকাশ হতে,
প্রতিধ্বনি হবে ঘোর রবে,
বন্যপশু শ্রেষ্ঠতর মানব হইতে।
চল চল যাই পলাইয়ে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

———o———

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

ভীমসিংহ।

ভীম। চিতা চিন্তা উভয়ের মাঝে,
চিন্তা তুমিই প্রধানা!
চিতা দহে নির্জীবশরীর,
চিন্তা কিন্তু—
সজীবমান-দেহ করে ভস্মরাশি!
কি বৈভব লভিয়াছি সিংহাসনে বসি?
জীবনের শান্তিটুকু
চিরতরে দিছি বিসর্জ্জন,
আর নাহি পাব ফিরে তায়!
ভাবিলাম মনে,
পরিণয়পাশে বাঁধি মাধুরী কুমারে,
বসাইব রাজসিংহাসনে,
দুহিতা আমার হবে রাজরাণী;
সে আশা বিফল এতদিনে!

(মাধুরীর প্রবেশ।)

মাধুরী। পিতঃ!

ভীম। অসময়ে কেন মাতঃ তব আগমন?

মাধুরী। পিত! যেওনা তোরণদুর্গে
রাখ রাখ বচন আমার।
ভীম। অকস্মাৎ কেন এ নিষেধ বৎসে?
মাধুরী। যেতে আমি দিব না তোমায়,
ত্রাসে মম কাঁপিছে হৃদয়,
ত্যজিও না রাজপুরী পিত!
ভীম। অকারণ কেন মাগো হেন আকিঞ্চন?
মাধুরী। নহে অকারণ!
নিশাশেষে স্বপ্ন এক করেছি দর্শন।
যেন পূণ্যবতী স্বর্গীয়া জননী,
আসি মোর পাশে কহিলা করুণস্বরে,
"সমাগত প্রায়শ্চিত্ত কাল!"
এখনও দেখি যে পিত!
ম্লানমুখে সেই শুষ্কহাসি,
অশ্রুপূর্ণ সে দুটী নয়ন!
প্রভাত হইতে নাচিছে দক্ষিণ আঁখি,
অলক্ষণ হেরি চতুর্দ্দিকে;
মনে হয় ত্যজিলে তোমায়,
আর নাহি পাব ফিরে পুন।
ভীম। বৃথা এ আশঙ্কা তব বালা!
সত্য কভু হয় কি স্বপন?
দিবসের চিন্তারাজি স্বপনের ছলে,
প্রতিবিম্ব ফেলে স্বচ্ছ মানসদর্পণে
সত্য বলি হয় ভ্রম!

বহুদিন ধরি,
চিন্তারেখা হেরি তব অঙ্কিত ললাটে!
কেন এত চিন্তাস্রোত কিশোর বয়সে?

মাধুরী। পিত! মহীরুহ করিলে ছেদন,
পল্লব কি শুকায় না তার?
জলশূন্য হলে নদ,
শুকায় না শাখা নদী যত?
পিতা সদা মলিন বদন,
কোন প্রাণে দুহিতা তাঁহার,
হাসি মুখে দিবে দেখা মানব সমাজে?
পায়ে ধরি পিত!
বল বল কিবা তব অশান্তি কারণ?
অনুক্ষণ কেন তুমি চিন্তায় মগন?
কি গভীর দুখ ভার বহিছ হৃদয়ে?
শয়নে ভোজনে সুখী নহ কভু,
অনিদ্রায় কাটে কাল!
দীন হীন অনাথ ভিক্ষুক,
সুনিদ্রার নহে ত ভিখারী
কনকপালঙ্কোপরি
রাঠোরের রাজা কেন সে সুখে বঞ্চিত?

ভীম। মাধুরি! কেন হেন অসার বচন?

মাধুরী। নহে পিতা অসার বচন!
কহ দেব!
কেন এত গুপ্তচর আসে তব পাশে,

ছদ্মবেশী, নিশাদ্বিপ্রহরে
ঘোরতম হতে যারা লুকায় বদন ?
তেজসিংহ সনে কেন সদা গুপ্তকথা ?
জানি দেব! নহে রীতি বালিকার,
জানিবারে রাজনীতি কথা।
কিন্তু পিতা রেখ সদা মনে,
"ধর্ম্মপথ সতত সরল,
পাপপথে বিপদ সদাই।"
চল পিত!
রাজ্যভোগ ত্যজি যাই নিবিড় কাননে,
ভিক্ষান্নে পালিব জীবন,
ধর্ম্মপথে রহি সদা,
না পারি হেরিতে আর অশান্তি তোমার!

ভীম। "ধর্ম্মপথ সতত সরল।"

মাধুরী। পিত! "ধর্ম্মপথ সতত সরল।"
কর অনুতাপ,
অপসৃত হবে অশান্তিআঁধার,
বল বল যাবেনা তোরণদুর্গে আজ ?

ভীম। যাইব না।

মাধুরী। এস তবে বিশ্রামআগারে।

ভীম। কার্য্যান্তরে রহিব ব্যাপৃত,
দেখা হবে বিলম্বে ক্ষণেক,
"ধর্ম্মপথ সতত সরল।"

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

তেজসিংহ।

তেজ। বসন্তের আগমনে ফুল্ল এই ধরা,
হরষিত হেরি জীবকুল,
রাজাপ্রজা বিলাসে কাটায় কাল,
কণামাত্র হর্ষ নাই আমার অন্তরে!
তেজসিংহ নাহি জানে বিলাস কেমন?
মানবের প্রফুল্লআনন,
জিঘাংসা জাগায় মোর প্রাণে!
দয়া কিবা বুঝিতে না পারি!
ধর্ম্ম কথা আছে কি ভাষায়?
আমার পরমধর্ম্ম স্বকার্য্যসাধন।
সেনাপতি ভীমসিংহে
কে দেখালে এই সিংহাসন?
কে তার হৃদয়ক্ষেত্রে,
সিংহাসনআশাবীজ করিলা বপন?
কোন্ অলক্ষিত হস্ত
সমরসিংহের প্রাণ করিল হনন?
সবে জানে যুদ্ধজয়ে,
রণক্ষেত্রে পড়েছে রাঠোররাজ।
কেহ নাহি জানে,

তেজসিংহ হত্যাকারী তাঁর ?
পদতলে দলিয়াছি বীরেন্দ্ররাজেরে
কুমারের বন্ধু বলি।
ভীমসিংহ! ভেবেছ কি মনে,
তেজসিংহ এত শ্রম করে,
সিংহাসন তোরে দিবে বলি ?
ভেবেছ কি মনে,
তেজসিংহ রবে নতশির,
গৃহস্থের লোলজিহ্বসারমেয় সম,
হবে তুষ্ট তোমার উচ্ছিষ্ট লভি ?
তুইরে কণ্টক মোর।
কণ্টক সাহায্যে করি কণ্টক উদ্ধার,
ঘৃণায় ফেলিব দূরে।
আসে ওই কাপুরুষ জীব,
কিছুদিন আর করি ভৃত্যআচরণ।

(ভীমসিংহের প্রবেশ।)

ভীম। তেজসিংহ! নিভাও এ দীপাবলি,
সহেনা আলোক,
হৃদে মোর অনন্ত আঁধার।

তেজ। একি ভাব নেহারি রাজন!

ভীম। বালিকার পাশে,
লভিয়াছি দিব্য জ্ঞান আজ,
উন্মীলিত হয়েছে নয়ন।
তেজসিংহ।

"ধর্ম্মপথ সতত সরল
পাপপথে বিপদ সদাই।"
ডাকি আনি কুমারসিংহেরে,
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি তার পাশে,
বসাইব পিতৃসিংহাসনে।
পশিব হে বিজন বিপিনে,
প্রায়শ্চিত্ত করিতে বিধান।

তেজ। একি আজ্ঞা দেব!
কেন আজ এত অনুতাপ?
কি আশঙ্কা উদেছে হৃদয়ে?
বালিকার চপল কথায়,
কেন প্রভু হইলে চঞ্চল?

ভীম। তেজসিংহ! ভুলায়ো না আর,
বালিকার জ্ঞানগর্ভবাণী
অরুণ উদয়ে কুজ্ঝটিকা সম,
অপসৃত করিয়াছে হৃদয়আঁধার!
তুমি সব অনিষ্টের মূল,
পাপপথ তুমি মোরে দিয়াছ দেখায়ে!

তেজ। কিছু নাহি জানে দাস প্রভুভক্তি বিনা;
প্রভুর উন্নতি বিনা চিন্তা নাহি মোর,
কে জানিত মোর ভালে এই পুরস্কার!

ভীম। তেজসিংহ! হয়োনা কাতর,
কি বলিতে কি বলেছি ক্ষমা কর মোরে!

তেজ। দাস পদে আজ্ঞাবাহী দেব।

প্রভুর আদেশ যতনে পালন বিনা,
নাহি অন্য অভীষ্ট আমার।

ভীম। সুখী হনু তোমার বচনে ;
দুঃস্বপন হেরি নিশাকালে,
কাতরা তনয়া মোর,
তুষিতে তাহায় রব তার পাশে,
যাও হে তোরণদুর্গে প্রতিনিধি হয়ে।

তেজ। মহারাজ! একমাত্র ভিক্ষা আছে মম,
পদে তব ফুটিলে কণ্টক,
পারি আমি দন্তে উদ্ধারিতে ;
শুধু তব ইষ্টতরে,
অবহেলে পারি দিতে প্রাণ।
কিন্তু প্রভু!
কেমনে সহিব বল কলঙ্ক তোমার ?
কবে সবে বালিকার স্বপন কথায়,
রাজকার্য্যে করে হেলা ভীমসিংহ রাজা।
কবে সবে—ক্ষম অপরাধ,
রাঠোরের মহারাণা ভীরু কাপুরুষ!
ফেরে ঘোরে বালিকাবচনে!

ভীম। কি কহিলে তেজসিংহ!
ভীমসিংহ ভীরু কাপুরুষ!
যায় যদি প্রাণ এ কলঙ্ক কভু নাহি সব।
যাব আমি এই দণ্ডে তোরণদুর্গেতে
আয়োজন করহ সত্বর। [প্রস্থান।

তেজ। আরে মূর্খ! পাপপুণ্য হয়েছে বিচার?
ভেবেছিনু মনে,
আরও কিছুদিন তোরে রাখিব সংসারে,
কিন্তু আজ তব ফুরাইল দিন!
কাল প্রাতঃসূর্য্য জেনো
না হেরিবে জীবিত তোমায়।
ফিরিতে না হবে তোরে রাজপুরে আর!
[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পর্ব্বতের তলদেশ।

কুমারসিংহ, অমরসিংহ ও দেবীসিংহ।

অমর। কুমার! কেন সদা বিষণ্ণ বদন?
মুখকান্তি জ্যোতিহীন হেরি কি কারণ?
রাজভক্ত রাঠোরের দল,
প্রতিদিন আসিছে কাননে,
সৈন্যসংখ্যা করিতে বর্দ্ধন।
বৃদ্ধ দেবীসিংহ রয়েছেন সাথে,
সখা তব ভূষিতে তোমায়,
অকাতরে পারে দিতে হৃদয় শোণিত,
কি হেতু আকুল তবে?

দেবী। যুবরাজ !
পিতা তব জানিতেন্ এ বাহুর বল।
দেবীসিংহ জানে ভাল ক্ষত্রধর্ম্ম কিবা।
যাঁর নামে শত্রুর হৃদয়,
কাঁপিত সভয়ে সদা,
যাঁর নামে হয় পাপক্ষয়,
পুত্রে তাঁর বসাইব পিতৃসিংহাসনে,
এত নহে বিচিত্র বচন !
আজ্ঞা মাত্র চাই,
এখনি পশিব আমি নগর ভিতর,
দেখি কে রোধে বৃদ্ধের পথ ?
তেজসিংহ, ভীমসিংহ কত শক্তি ধরে !

অমর। একি ! কাঁপায়ে কানন, কাঁপায়ে গগন,
কোথা হতে উঠে ওই সঙ্গীতলহরী ?

কুমার। আসে সেই পাগলিনী,
যাও চলি রহ অন্তরালে।

[অমরসিংহ ও দেবীসিংহের প্রস্থান

(পর্ব্বতোপরি পাগলিনীর আবির্ভাব।)

গীত।

তোরে কি বলিব আর।
দখিয়ে না দেখ চেয়ে এ কোন বিচার।
আমি যে তোর পাগলি মেয়ে, মরি যে না খেতে পেয়ে,
মত্ত থাক মদ খেয়ে একি ব্যবহার।
গৃহ ছেড়ে পথে ঘুরি, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি,
দয়া মায়া কিছু নাহি শরীরে তোমার।

কুমার। প্রণমি চরণে দেবি!

পাগ। মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ।
কি অভীষ্ট তব বৎস পাগলিনী পাশে?
সমরসিংহের পুত্রে অদেয় কি আছে?

কুমার। দেবি! বড় কৃপা অধীনের প্রতি,
দয়া করে কহ মোরে অদৃষ্ট লিখন।

পাগ। অদৃষ্ট জানিতে বৎস, হয়োনা উৎসুক!
ভবিষ্যৎ গর্ভে যাহা রয়েছে নিহিত,
ঘোর অন্ধকারমাঝে আবরিত হয়ে,
মানবের লক্ষ্য তাহে নহে ত বিধেয়।
দৃঢ়রূপে আশাসূত্র ধরি,
করে জীব জীবন ধারণ;
কত আকিঞ্চন কতই উদ্যম,
শুধু আশা পূর্ণ তরে;
কিন্তু জীব—
অবগত হয় যদি অদৃষ্ট লিখন,
উদ্যম প্রকাশ কভু করিবে কি আর?
নির্জ্জীবের প্রায় রহিবে পড়িয়া,
মাংসপিণ্ড সম যেন উদ্যমবিহীন।

কুমার। দেবি! নহি কভু উদ্যম বিহীন,
পিতৃরাজ্য উদ্ধারিতে করেছি মনন,
সত্বর ভেটিব রণে।
হবে কি গো অভীষ্ট পূরণ?
অপমান কালি,
হবে কি মোচন মাত তস্কর রুধিরে?

পাগ। পরাজয় ভালে তব যদি লেখা রহে,
ছাড়ি রণ পলাবে কি গহনকাননে?

কুমার। পলায়ন! যুদ্ধ ছাড়ি?
ক্ষত্রিয়নন্দন মরণে না ডরে কভু।
হয় হোক পরাজয় ক্ষতি নাহি তায়;
নরকের কীটদ্বয়ে রণস্থল মাঝে,
একবার দূর হতে দেখাও জননি!
তারপর যদি তারা করে পলায়ন,
ক্ষোভ না রহিবে আর অন্তরে আমার।

পাগ। হইনু পরম প্রীতা বচনে তোমার;
নাহি হবে কেন?
রাজকুলে লভিয়া জনম,
কে কোথায় সহে অপমান,
বিতংসে কেশরী বদ্ধ রহে বা কোথায়?
সমরসিংহের তেজ ধমনীতে তব,
কেন হবে হীনজনসম আচরণ?

কুমার। বাচালতা ক্ষমা কর মাত!
হারায়ে 'ছিলাম জ্ঞান "পলায়ন" শুনি।

পাগ। অদৃষ্টলিখন এবে পারি বণিবারে;
তোমাসম দৃঢ়চিত্তজন,
নাহি হবে বিচলিত ভাগ্যলিপি শুনি।
শুন বৎস!
অদৃষ্টআকাশে তব খেলিছে জোছনা,
মধুর কিরণে তার স্নিগ্ধ জগজন,

নাহি কোন ভয় বিজয় তোমার ভালে!
একি! কুজ্ঝটিকা আসে কোথা হতে?
নিভে যে জোছনা!
না না ওই পুন শশাঙ্ক প্রকাশে।
একি! মেঘমালা ঘেরিল গগন!
নিভিল চাঁদিমা
অন্ধকারে ভরিল ভুবন!
অন্ধকার! অন্ধকার! দৃষ্টি নাহি ধায়
ক্ষীণজ্যোতি আঁখি তারা মোর!
এস বৎস এবে,
অটুট উদ্যমে কর স্বকার্য্য সাধন।

[কুমারসিংহের প্রস্থান।

। গীত।

কত ডাকছি মা বলে।
কত ডাকি কত কাঁদি সাড়া দাওনা কোন কালে॥
বুঝি তোর ঐ এলোচুল ঢেকেছে শ্রবণমূল,
শুনিতে হয়েছে ভুল তাই রয়েছ ভুলে॥
লইয়ে পাগল ভোলা পরিয়ে মুণ্ডের মালা
সুখে থাক নগবালা তবে যাইগো চলে॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অলিন্দ।

ভজনরাম ও কল্যাণী।

কল্যাণী। হ্যাঁগা, তুমি না কোথায় যাবে ?

ভজন। হয় সেতুবন্ধ রামেশ্বর, নয় মক্কায়।

কল্যাণী। মক্কায় কেন ?

ভজন। আর কেন ? তোমার জন্যে জোড়া কতক লক্কা পায়রা আনতে।

কল্যাণী। হ্যাঁগা তোমার একটু দুঃখ হয় না ? এই আমাদের ছেড়ে যাবে বলছ।

ভজন। সে কথা আর কেন তোল ? দুঃখ, শোক, হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, ওগুলি সব সম্প্রতি গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেছি, আর আমার ব্যবহার করবার যো নাই।

কল্যাণী। তুমি এখন অমন হয়েছ কেন ?

ভজন। কেমন হয়েছি ?

কল্যাণী। সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক, সর্ব্বদাই যেন মনে কি চিন্তা, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে ভালরূপ উত্তর দাও না, সকল কথাই যেন লুকাতে চেষ্টা কর।

ভজন। আর তুমি অমন হয়েছ কেন ?

কল্যাণী। আমি আবার কেমন হয়েছি ?

ভজন। সর্ব্বদাই যেন বিগলিতবেশা, বিচলিতকেশা,

চঞ্চলনয়না, অঞ্চলবদনা, পরিকরবদ্ধা, ক্ষীণতর মধ্যা—

কল্যাণী। মিন্‌সে পাগল হয়েছে!

ভজন। এইরে মজিয়েছে, একটা লোক বাকি ছিল তা এও আরম্ভ করলে।

কল্যাণী। তা কি করবো? তুমি যেমন মাথা নেই মুণ্ড নেই, যা মনে আসচে তাই বলছো।

ভজন। তবে আমিও বলি। দেখ্‌ দেখ্‌ পাগলী হাসছে দেখ্‌, পাগলী নিশ্বেস ফেলছে দেখ্‌, পাগলী অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌!

কল্যাণী। আচ্ছা তোমার কি সকল সময়েই ঠাট্টা?

ভজন। দেখ তোমার সব কথাই আমি বেদবাক্য বলে মনে করি, কিন্তু এইটে কেমন পৌরাণিক গোছ ঠেকছে। তোমায় কি আমি ঠাট্টা করতে পারি? তুমি আমার শ্যালককুলতিলকের সহোদরা, তোমার শ্বশুরভবন আমার বাসস্থান—

কল্যাণী। তুমি কি গো?

ভজন। তোমার কি মনে হয়?

কল্যাণী। তোমার ত ভাব বুঝতে পারলুম না।

ভজন। পারবে পারবে, কিছুকাল তপস্যা কর, আর কিছু কাল আমার ভাগরূপ সেবা কর, তবে তত্ত্ব নিরূপণ করতে পারবে।

কল্যাণী। কেন? আমি কি কখন তোমার সেবায় অবহেলা করেছি?

ভজন। করেছ বই কি।

কল্যাণী। ওমা! সেকি গো?

ভজন। কখন কি তুমি আমায় প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর বলেছ? মহারাজ সমরসিংহের সঙ্গে যখন আমি বিদেশ যাত্রা করতুম, তখন কি কখন আছাড় খেয়ে পড়েছ? বিরহতাপে তাপিতা হয়ে কখন কি উপবাস করেছ? কখন কি কোকিলের ডাকে মূর্চ্ছা গেছ, না জ্যোৎস্না লেগে তোমার গায়ে ফোস্কা পড়েছে?

কল্যাণী। মিন্‌সে নিশ্চয়ই খেপেছে, বুড়ো বয়সে আবার কচি খোকা হবার সাধ হয়েছে! আমি অতশত জানিনা; ওসব একেলে মেয়েরা খুব জানে। তাই দেখে শুনে একটী একেলে মেয়ে বে করো, যে তোমায় "প্রাণ-নাথ, প্রাণেশ্বর" বলে কাণে তালা ধরিয়ে দেবে।

ভজন। আহা যেন অমৃত বর্ষণ হচ্ছে! বল বল আর একবার বল, আমি শুনতে শুনতে পুষ্পকরথে চড়ি!

কল্যাণী। নাও এখন পাগ্‌লামো রাখ। হ্যাঁগা তুমি নাকি কুমারের সন্ধান করতে যাবে? তখন বল্‌লে কুমার চলে গিয়ে বুদ্ধিমানের কায করেছে, তবে আবার তার সন্ধানে যাচ্চো কেন? আহা বাছা যেখানে থাকুক প্রাণে বেঁচে থাকুক। এ শত্রু-পুরীতে কেন তাকে আনতে যাচ্চো?

ভজন। তুমি কতদিন জ্যোতিষ পড়েছ? পরের মনের ভাব যে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করছো!

কল্যাণী। ওই জন্যে বড় দুঃখ হয়।

ভজন। নাচার!

কল্যাণী। কোথায় একটা কাযের কথা হচ্চে, না অমনি তুমি বাজে বক্‌তে আরম্ভ করলে!

ভজন। তুমি বাজে বক্‌ছো না আমি?

কল্যাণী। কেন?

ভজন। কে তোমার কাছে হলপ করে বলেছে যে আমি রাজহস্তী নিয়ে যাচ্চি, কুমারকে তাতে চড়িয়ে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দেব?

কল্যাণী। তবে কি করতে যাচ্চো বলনা?

ভজন। ঐটুকু মাপ করতে হয়েছে।

কল্যাণী। সত্য সত্যই কি যাবে নাকি?

ভজন। বাসনা ত এইরূপ।

কল্যাণী। দেখ যদি বেশী দেরী কর, তাহলে আমার যেদিকে দুচক্ষু যাবে চলে যাব, তা বলে রাখছি কিন্তু।

ভজন। ও বাবা! জামিন চাই নাকি?

কল্যাণী। তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে, নাইবে এস।

ভজন। দেখ দু এক কথা আপোষে হয়ে গেল, কিছু মনে করো না।

কল্যাণী। আচ্ছা তুমি এখন এস।

[প্রস্থান।

ভজন। কথা গুলো বল্‌লে বড় মন্দ নয়, না স্ত্রীর কথা বলে অত মিষ্ট লাগলো? অনেকে যেমন মনে করেন, "আমি নিজেও যেমন বুদ্ধিমান আমার তিনিও,

তদ্রূপ সুজলাং সুফলাং। ও বড় বুদ্ধিমতী, ও যা বলে সব ঠিক, কেন না জগতে ও আমার আপনার লোক।” আমারও ত সেই গোছ নয়? যাই হোক এখন করি কি? দুনিয়ায় বিশ্বাস ত এক শালিকসিংকে; তা ও আবার আমার চেয়েও বুদ্ধিমান। দূর কর—এখন ত বেরিয়ে পড়ি, তা‌ৎপর যা হয় হবে। যেতেও ছাই পা সরে না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

—o—

কক্ষ।

লক্ষ্মীবাই।

লক্ষ্মী। তেজসিংহ! এতদূর ছিল মনে তোর?
কারারুদ্ধ করিলি মোদের!
কাপুরুষ! নিরাশ্রয়া অবলার প্রতি,
অত্যাচারে নহরে বিমুখ?
পিশাচ কবল হতে,
মুরলারে কিরূপে রক্ষিব?
ভাবিয়োনা তেজসিংহ!
দেহে মোর থাকিতে জীবন,
দুহিতার কেশাগ্র স্পর্শিবে?

বিন্দুমাত্র অত্যাচারে প্রয়াসী হইলে,
মিটাব রুধির তৃষা অরাতিশোণিতে!
নারকীয় চমূ যদি আসে হুহুঙ্কারে,
জল স্থল অন্তরীক্ষ হতে,
ধেয়ে আসে আছে যত পাপসহচর,
স্তরে স্তরে নীলবর্ণ ধূম,
ঘেরে যদি এ বিশ্বভুবন,
সব মিলে হয় যদি সহায় রে তোর,
তবু মোর কোপানল হতে,
কেহ তোরে রক্ষিতে নারিবে!
উল্কাপিণ্ড সম,
আঁখি মোর অনুক্ষণ ধাবে তোর পাছে,
ভস্ম হবি তাহাতে পামর।

(মুরলার প্রবেশ।)

মুরলা। মাত! চল ফিরে যাই গো কাননে।

লক্ষ্মী। আহা আধবিকশিতা কোমলযূথিকা,
নাহি জানে সংসারের কোন কুটিলতা,
জানে শুধু সারবস্তু মাতার চরণ,
জানে শুধু কুমারের ভালবাসা টুকু!
কুমারের নামে ছলে ভুলাইয়ে,
কারারুদ্ধ করেছে পামর,
এখনও না জানে তাহা।

মুরলা। মৌন কেন মাত!

চল ফিরে যাই গো কাননে,
নগরের কোলাহল পশিবে না তথা।

লক্ষ্মী। অবোধ বালিকা!
শঠের ছলনে ভুলি প্রতারিত মোরা,
কারারুদ্ধ হইয়াছি এবে!

মুরলা। কি কহ জননি!
পাবনা কি যেতে ফিরে কুটীরে মোদের?

লক্ষ্মী। (ছুরিকা বাহির করিয়া)
মাগো! ধর এই অমূল্য রতন,
সঙ্গোপনে সযতনে রেখ সদা হৃদে।
বিপদ সময় ক্ষত্রিয় বালার
এর সম বন্ধু নাহি কেহ।
মাতার আজ্ঞায় মান রক্ষা তরে,
কুমারে স্মরিয়া ধর এই ধন,
প্রাণসম দিবানিশি রক্ষিও যতনে।

(ছুরিকা প্রদান।)

মরলা। হৃদিপটে রবে গাঁথা মাতার আদেশ।

(মাধুরীর প্রবেশ।)

মাধুরী। মাত! পরিচিতা নহি তব সনে,
অপরাধ লয়োনা জননি!

লক্ষ্মী। কে তুমি মা?

মাধুরী। ভীমসিংহরাজার নন্দিনী
মাধুরী আমার নাম।

লোক মুখে শুনি,
বন্দী তুমি কন্যাসহ তেজসিংহ করে।
তাই মাতা এসেছি হেথায়,
লয়ে যেতে তোমাদের আমার আবাসে,
কাঁদে প্রাণ তোমাদের এ দশা নেহারি।

লক্ষ্মী। বৃথা কেন বাড়াও যাতনা?
কি বৈভব লভিবে গো
নিরাশ্রয়ে উপহাস করি?
বন্দী সেই বিহঙ্গিনী
কাতরে কাটায় কাল,
সে কি কভু ভাবে,
লৌহ কি সুবর্ণ তার পায়ের শৃঙ্খল?
কি কায মোদের বল প্রাসাদে তোমার?
চলে যাও ছলনার নহে এ সময়।

মাধুরী। নাহি জানি ছলনা কেমন।
অভাগিনী আমি!
বালিকাবয়সে,
ফুরায়েছে সুখসাধ মোর!
পিতা মোর অতি সদাশয়,
কৃতঘ্নের ছলে জীবন সংশয় তাঁর!
কার কাছে জুড়াইব প্রাণের এ জ্বালা?

লক্ষ্মী। আহা সত্য অভাগিনী।
হয়োও না রুষ্ট বাছা পরুষ বচনে,
আজ হতে কন্যা তুই মোর।

মাধুরী। বহুদিন নাহি জানি জননীর স্নেহ,
মা বলিয়ে ডাকা মোর শৈশবে ঘুচেছে!
পাইনু কি ফিরে পুন মাতারে আমার?
তবে এস মাগো কন্যার ভবনে,
এস দিদি মোর সাথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারাগার।

ভীমসিংহ ও জয়সেন।

জয়। মহারাজ!
পাংশুবর্ণ কেন আজ বদনমণ্ডল?

ভীম। জয়সেন!
গত নিশা গেছে মোর বড়ই ভীষণ!
হেরেছি কতই ঘোর বীভৎস দর্শন,
দুঃস্বপনে সারা নিশি কেটে গেছে মোর।

জয়। কি সে স্বপ্ন মহারাজ!
বিকল যাহাতে এত বীরের অন্তর?

ভীম। একদিন তেজসিংহ সনে,
ভ্রমি যেন আমি এক সাগরের কূলে!

মিষ্টভাষে চাটুকার তুষিতে আমায়,
প্রাণপণে করে হায় কতই যতন।
অকস্মাৎ সে কৃতঘ্ন হাসিতে হাসিতে
ঠেলি ফেলে দিল মোরে সাগরের জলে!
জয়সেন! জয়সেন!!
কি যাতনা হয় প্রাণে ডুবিলে সলিলে!
রুদ্ধ হলো শ্বাস মোর ফেটে গেল প্রাণ,
শত বজ্রধ্বনি হলো মস্তিষ্ক মাঝারে!

জয়। মহারাজ! অলীক সে নিশার স্বপন!

ভীম। শুন তার পর,
কে যেন আমায় কোথা লইয়া চলিল।
অন্ধকারময় পথ অতীব দুর্গম,
কণ্টক আকীর্ণ তায়।
বহুদূর এইরূপে হয়ে অগ্রসর,
পূতিগন্ধ পশিল নাশায়।
অন্ধকার অন্ধকার হেরি চারি ধারে।
নীলবর্ণ লেলীহান অনলের শিখা,
উঠে তথা নিরন্তর,
অন্ধকার বাড়ায় দ্বিগুণ!
কত জীব পুড়িছে অনলে,
ঘোর আর্ত্তনাদে ফাটায় গগন!
কে শুনিবে তাহাদের সে কাতর স্বর?
শূন্য আর্ত্তনাদ মহাশূন্যে পাইতেছে লয়!
আখি মেলি হেরি,

শুভ্রকেশ দীপ্তিমান রক্তাক্ত শরীর,
স্বর্গীয় সমরসিংহ সম্মুখে আমার!
জলদগম্ভীরস্বরে কহিলা সঘনে,
"কে আছ এখানে?
বাঁধ এই কৃতঘ্ন পামরে।
সিংহাসন মোর করেছে হরণ,
নন্দনে আমার করেছে বঞ্চিত,
দুহিতারে অর্পিয়াছে তেজসিংহ করে।
অনন্ত দাহনে দহ নারকীরে!"
আদেশ পাইয়া সব পিশাচের দল,
অট্ট অট্ট হাসি মোরে ফেলিল অনলে!
ওহো! জ্বলে গেল জ্বলে গেল প্রাণ!
চারিদিকে হেরি যে অনল!
কে আছ কোথায়?
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে!

জয়। মহারাজ! মহারাজ!!

ভীম। কে তুমি? সমরসিংহ!
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে!

জয়। মহারাজ! সামান্য স্বপনে
কেন আজ এত উচাটন?

ভীম। একে? জয়সেন?
জয়সেন! একবার ছেড়ে দাও মোরে,
কুমারের পায়ে ধরি যাচিব মার্জ্জনা।
কে যেন আমার কহে কর্ণমূলে,

আজ তোর শেষ দিন!
কে দেখিবে মাধুরীরে মোর?
আহা মাতৃহীনা সরলা বালিকা,
কোমল কলিকা জানে না সে আমা বই!
তেজসিংহ কর হতে কে রক্ষিবে তারে?
তপ্তবারি সেকে হায় শুকাবে কুসুম!

জয়। শান্ত হোন মহারাজ!

ভীম। শান্ত হব!
শান্তিসুখ আর কভু পাবনা জীবনে।
জয়সেন! বুঝিতে না পারি,
অকস্মাৎ তনু কেন হইছে অবশ!

(শয়ন।)

বুঝি এই অনন্ত শয়ন!
বুঝি আর ভাঙ্গিবে না ঘুম!

জয়। অশান্তি ত নাহি মানে রাজার বিরাম,
দরিদ্র কুটীর হতে ভূপতি প্রাসাদে
অবারিত গতি তার।

[জয়সেনের প্রস্থান।

(হত্যাকারীদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম। ঐ রে, ঐ খানে শুয়ে ঘুমুচ্চে!

২য়। এখনি সাবাড় করি, কি বলিস?

১ম। না না তাহলে জেগে উঠে বলবে, আমাদের সাহস নেই, লুকিয়ে মেরেছি।

২য়। আরে দূর মূখ্যু! ঘুম ভাঙলে ত বলবে? ঘুম ভাঙবে সেই যমের বাড়ীতে।

১ম। আচ্ছা সেখানেও ত বলবে?

২য়। সেখানে! সেখানে!

১ম। কি রে ভয় পেয়েছিস নাকি?

২য়। এখানে ভয় কি বল, নূতন রাজার আজ্ঞা। কিন্তু সেখানের কি বল দেখি? রাজার বাবাও ত সেখানে কিছু করতে পারবে না।

১ম। সে কিরে? আমি জানতুম তোর সাহস আছে।

২য়। মাইরি ভাই, আমার কেমন একটু দয়া হচ্চে।

১ম। দয়া ত হচ্চে, কিন্তু কাজটা সাবাড় হলে, সেই মোহরগুলোর কথা একবার ভাব দেখি?

২য়। বড্ড মনে করে দিয়েছিস দাদা, আমি ভুলে গিয়েলুম। দে নিকেশ করে।

১ম। কিরে এখন তোর দয়া কোথায় গেল?

২য়। তেজসিংহের সিন্দুকের ভেতর। ও কথা আর তুলিসনি ভাই! মনটা যে কেন এমন হয়, তার ভাব বুঝতে পারলুম না। চুরি কর প্রাণটা একটু খারাপ হবে, ডাকাতি কর মনটা কেমন করবে, কাকেও খুন করতে যাও, হাতের ছুরিখানা একটু কাঁপবে—

১ম। তুই থাম, তোর কথা শুনে আমারও মনটা কেমন হচ্ছে।

২য়। ওরে নড়চেরে!

ভীম। জয়সেন! এ কি! কে তোমরা?

১ম। আমরা বিদ্যেধরি।

ভীম। কেন কর উপহাস?
কণ্ঠস্বর বজ্রধ্বনিসম,
চক্ষে যেন চপলা চমকে,
উগ্রভাব মাখান বদনে,
কে তোমরা কহ প্রকাশিয়া।

১ম। আমরা—আমরা—বল না রে।

২য়। তুই কেন বল না?

ভীম। প্রাণ নিতে এসেছ কি মোর?

১ম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

ভীম। বুঝিয়াছি. কি কাজ গোপনে?
কিন্তু ভাই!
যে কথা তোমার সরে না বদনে,
পারিবে কি সেই কার্য্য করিতে সাধন?

১ম। আমরা কথার জবাব দিতে আসিনি, শীঘ্র তয়ের হও।

ভীম। আছে যত অলঙ্কার আমার নিকট,
সব লহ রক্ষা কর জীবন আমার।

২য়। প্রাণ রক্ষা করিলে তোমার,
তেজসিংহ বধিবে দুজনে,
নিজ প্রাণ ভালবাসি তব প্রাণ হতে।

ভীম। চক্ষে তব করুণা নেহারি,
কণ্ঠস্বর কেন তবে কর্কশ এমন?
কেন হেন নিঠুর বচন?

২য়। কণ্ঠস্বর মোর অন্তের আদেশ,
চক্ষু কিন্তু জেনো আপনার।

ভীম। তবে অস্ত্র এক দাও মোর করে,
হত্যাপাপে লিপ্ত নাহি হবে,
দেখাইব ক্ষত্রিয় মরণ।

২য়। হাঁ। এর কম আর ছাড়বে কেন?

১ম। গোপাল আবদার ধরেছে রে। দে সাবাড় করে।

(হত্যাকারীদ্বয়ের ছুরিকাঘাত ও প্রস্থান।)

ভীম। মাধুরী! মাধুরী!!

(মৃত্যু।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

প্রমোদ-কানন ।

মাধুরী ।

গীত ।

আমি মরি মরি তবু মরিতে না পারি,
আছি জীবনে মরণে মিশিযে ।
তুমি স্বপনে পরাণে দেখা দিয়ে শুধু,
জাগরণে যাও মিলায়ে ॥
স্মৃতি টুকু শুধু মোরে দিয়ে যাও,
মরি তাই লয়ে কাঁদিয়ে ।
নিমেষের তরে কেন এস তবে,
জ্ঞান যদি যাবে ছলিয়ে ॥
আমি দিবস যামিনী রহি যে বসিয়ে,
আশা পথ শুধু চাহিয়ে ।
নিরাশার বারি নয়নের কোণে,
নিশি শেষে পড়ে ঝরিয়ে ।
আমি স্বপনে তোমার দেখা পাই বলে
তাই মরণে রেখেছি বুঝায়ে ॥

মাধুরী । এই সেই স্থান !
পাখী উড়ে গেছে,
প'ড়ে আছে স্বুবর্ণপিঞ্জর !

যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সেই দিক কুমার মাখান!
গৃহের মাঝারে দেখি ধনু তরবারি,
কিরীট কুণ্ডল আর অক্ষয় কবচ,
সব প'ড়ে আছে,
গেছে শুধু যেই জন করিত আদর!
এই সেই নবীন নিকুঞ্জ!
কতদিন এই স্থানে কুমারের সনে,
কহিতাম কত কথা হৃদয় খুলিয়ে,
কতই আদর তিনি করিতেন মোরে,
সে আদরে গলে যেত প্রাণ,
স্বর্গসুখ হ'ত ধরামাঝে!
বহুদিন নাহি জানি পিতার সংবাদ,
কথা ঠেলি গিয়াছেন তোরণ দুর্গেতে,
কে আনিয়ে দিবে তাঁর কুশল বারতা?

(সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

হাসিয়ে হাসিয়ে সুখেতে ভাসিয়ে
কুঞ্জকাননে যাইব লো।
প্রেমের সোহাগে নবঅনুরাগে
ফুল তুলে গলে পরিব লো॥
আঁচলে ঢাকিয়ে কুসুমনিচয়ে
ভ্রমরকুলেরে কাঁদাব লো।
সরোবরকলে বসি কতুহলে
পাখীসনে গান গাহিব লো॥

মাধুরী। সখি! কারে ভুষিবারে
তুলিতেছ সঙ্গীত-লহরী?
মরুভূমি মাঝে,
কি ফল হইবে বল জলকণা দানে?

১মা সখী। কথাতে তোর অবাক হ'নু,
পাই না যে লো কূল কিনারা,
কেন বদনশশী মলিন এত,
কি ভাবে আজ ভাববিভোরা?
ভাবনা কি লো আসবে নাগর,
ধরবে গলা করবে সোহাগ,
খেলবে প্রাণে সুখের উজান,
দেখবো কত প্রেমঅনুরাগ।

মাধুরী। সখি! কেন আর অনলের মাঝে,
ঢালিছ ঘৃতের ধারা?
রঙ্গ আজি ব্যঙ্গ বলি মনে হয় মোর!

সখীগণ। ১ গীত।

করি মানা আঁচলে বদন ঢেকোনা।
বড় আশে বঁধু আসে কঠিন হয়োনা॥
আধ ভয়ে আধ আশায় যতনে পরাণ রাখিয়াছে পায়,
নিরাশার খর বিষে তারে দহোনা,
সাধ করে আপন প্রাণে আগুন জেলোনা॥

[সখীগণের প্রস্থান।

মাধুরী। রাজার নন্দিনী আমি,
চারিদিকে অতুল বৈভব,

যে দিকে নেহারি সবে নতশির,
ইঙ্গিতে আমার.
শত শত দাস দাসী ফেরে
তবু কেন শান্তি নাহি প্রাণে ?

(তেজসিংহের প্রবেশ।)

তেজ। আধ বিকশিত কুসুমকলিকা
মলিন কেন বা আজ ?

মাধুরী। একি ! তুমি কেন অন্তঃপুরমাঝে ?

তেজ। আঁখিঅভিরাম কোমল কুসুম,
সুবাসে মাতায় যবে প্রাণ,
অলি কভু দূরে কি থাকিতে পারে ?

মাধুরী। কি কহিছ বুঝিতে না পারি,
বুঝিবার সাধ নাহি মোর,
চলে যাও স্থানান্তরে।

তেজ। স্থানান্তর মোর তব হৃদয়ের মাঝে।

মাধুরী। সাবধান তেজসিংহ !

তেজ। হইয়াছি পূর্ব্বে সাবধান,
তা না হলে আসি কি লো অন্তঃপুরমাঝে !
কতদিন আকাশেতে শশধরসম,
দূর হতে হেরিয়াছি ও চারুবয়ান,
সুধাঅভিলাষী চকোর যেমতি।
এবে শশী উদয় ভূতলে,
প্রাণভরি পিয়ে সুধা,
মিটাব লো প্রণয়পিপাসা।

মাধুরী। পিতা মোর নাহি রাজপুরে
অবলা রমণী প্রতি কাপুরুষসম
অত্যাচারে হও অগ্রসর!
ভাব একবার কত স্নেহ কত দয়া,
পাইয়াছ পিতার নিকট,
পুত্রসম এতদিন হয়েছ পালিত,
ভ্রাতা তুমি,
ভগ্নীপ্রতি কেন আজ হেন আচরণ?

তেজ। মাধুরি! বড় পাপী পিতা তব।

মাধুরী। না না! সদাশয় তিনি।
তুমি সব অনিষ্টের মূল,
ভৃত্যবেশে দুর্গমধ্যে করে আগমন,
সর্ব্বনাশ করেছ সাধন।
কালসর্পসম তুমি দংশেছ তাঁহায়।

তেজ। জান তুমি রহিয়াছ কাহার সম্মুখে?

মাধুরী। জানি!
পিতার নফর মোর রয়েছে সম্মুখে।
অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ তনু,
উচ্ছিষ্ট ভোজন করি বর্দ্ধিত যেজন,
নরকের কীটসম আচরণ যার,
সেইজন রহিয়াছে সম্মুখে আমার,
পদাঘাতে হবে বিতাড়িত!

তেজ। এখনও সময় আছে,
বিবাহ করিতে মোরে আছ কি প্রস্তুত?

মাধুরী। বিবাহ দূরের কথা,
ভৃত্যাসনে ভীমসিংহসুতা
পারে না করিতে কভু মুখের আলাপ।

তেজ। পিতার তোমার তবে মরণ নিশ্চয়।

মাধুরী। না না রক্ষা কর পিতারে আমার।
বড় অভাগিনী আমি,
আর দুখ দিওনা আমায়।
রাজার নন্দিনী পায়ে ধরে কাঁদে,
ভিক্ষা দেহ পিতার জীবন।

তেজ। করিবে কি তেজসিংহে পতিত্বে বরণ?

মাধুরী। কখন না কখন না জানিহ নিশ্চয়,
পিত! পিত! কোথা তুমি আছ এসময়?

তেজ। বৃথা এ রোদন,
কে শুনিবে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর?
জনক তোমার নাহি এই ধরাধামে।

মাধুরী। এঁ্যা! পিতা মম বিগতজীবন!
তেজসিংহ! বল বল মিথ্যা এ বচন।
মাতৃহীনা শৈশব হইতে
পিতৃস্নেহে পাশরিয়া ছিনু সব দুখ।
কে আজ নিদয় হয়ে
হরিলরে দুখিনীরতন?
যাঁর স্নেহে গরবিনী আমি,
যাঁর স্নেহে ছিলনা তুলনা,

কোন রাহু গ্রাসিল সে মধ্যাহ্ন-তপন ?
ছার প্রাণে কিবা প্রয়োজন !

তেজ। রাজার নন্দিনী ছিলে,
রাজার ঘরণী হলে,
বসিবে লো সিংহাসনে তেজসিংহ-বামে।

মাধুরী। পিতৃঘাতী কৃতঘ্ন-পামর !
উপহাস করিছ আমায় ?
বজ্র বজ্র কোথা তুমি আছ এ সময় ?
তুমিও কি ঘৃণাভরে ত্যজ এ পামরে ?

তেজ। বড় ঘৃণা শিখেছ মাধুরি !
দর্প তব চূর্ণিব এবার।
দেখি রক্ষা পাও আজ কোন দৈববলে ?

মাধুরী। রাখ এই প্রার্থনা আমার,
খণ্ড খণ্ড কর দেহ মোর,
পিতৃহীনা অনাথা বালিকা,
পিতা বলি ডাকিছে তোমায়।
কোথা মাগো দুর্গতিনাশিনি !
বরাভয়করা ভক্তমনোরমা
তনয়ার রাখ মান।
বিপদবারিণি শক্তিসনাতনি !
রমণীর মান কে রক্ষিবে তোমা বই ?

তেজ। দেখি আজ কে দেবতা রক্ষা করে তোরে ?

(মাধুরীর বস্ত্রাঞ্চল ধারণ, মাধুরীর ছুরিকা নিষ্কাষণ ও
তেজসিংহের পশ্চাদ্গমন।)

মাধুরী। সাবধান!
পদমাত্র আর যদি হও অগ্রসর,
পিতৃঘাতী রক্তে ধরা করিব রঞ্জিত!

তেজ। ভাল, রহ আজ।
দেখি কত দিন কাটে এই ভাবে।

[প্রস্থান।

মাধুরী। নাহি ডরি তোরে,
নারায়ণ সহায় আমার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

গণৎকারবেশী ভজনরাম।

ভজন। একি বাবা! এতদিন পরে কি প্রাণে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হলো নাকি? না হলে ব্রাহ্মণীর চন্দ্রানন চক্ষের অন্তরাল করে সহসা বিরহবেদনায় ব্যাকুল হব কেন? শুধু বিরহবেদনা হলেও বা বাঁচোয়া ছিল, এর উপর আবার গর্ভবেদনাও আছেন। অষ্ট প্রহর অতীত হলো এখনও জঠরানলে আহুতি দেওয়া হয়নি। এদিকে রাজ্যে নূতন রাজার করুণায় আত্মারাম ত খাঁচাছাড়া হবার দাখিলে পড়েছে।

(শালিকসিংহের প্রবেশ।)

শালিক। ভায়া যে? কাল রজনী কোথায় যাপন করা হলো?

ভজন। আহিরীদের গো-গৃহে। আর তুমি?

শালিক। কাহারদের পূতিকামঞ্চের তলদেশে।

ভজন। যা শিখিয়ে দিয়েছি মনে আছে ত?

শালিক। বিলক্ষণ ভোলবার যো কি? তুমি গ্রহাচার্য্য আর আমি তোমার শিষ্য। ভায়াকে আমার গণৎকারের মত দেখাচ্চে বটে; কিন্তু আমাকে যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।

ভজন। তার মধ্যে কথা আছে, তুমি নূতন ব্রতী—এখনও পরিপক্কতা জন্মেনি। আচ্ছা এখন চল, পথে তোমার পরীক্ষা হবে। দেখ শালিক যদি কোন-রূপে জঠরদেবের হোমটা ভাল করে সাধন কর্‌তে পার, তা'হলে তোমাকে একদম কাকাতুয়া করে দেব।

শালিক। তার জন্য চিন্তা নেই, কিন্তু এখন যাওয়া যায় কোন দিকে?

ভজন। ঐ বিষয়ে আমারও একটু সন্দেহ আছে।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

শালিক। ওই গো! কে বাবা হুম্মন চেহারা?

প্রহরী। কে তোমরা?

শালিক। আমরা পরীর বাচ্ছা, ঝড়ে ডানা ভেঙ্গে পৃথিবীতে পড়ে গেছি!

প্রহরী। আহা পরীর মত চেহারাই বটে! এখন নগর ছেড়ে যাচ্চো কোথা ?

শালিক। বুঝতেই ত পেরেছ। আমাদের পরীরাণী ডিম পাড়বেন তাই কুটো আনতে যাচ্চি।

প্রহরী। কুটো আনাচ্চি এই, আমার নাম শালগ্রামসিং, আমার কাছে উড়ে যাবে ?

শালিক। পূর্ব্বেই ত বলেছি ডানা ভেঙ্গে গেছে, উড়িবার যো নাই।

প্রহরী। ঢের হয়েছে, নিশ্চয়ই তোমরা শত্রুপক্ষীয় লোক।

ভজন। কে আছ এখানে, বাঁধ বেটাকে। এ নিশ্চয়ই কুমারসিংহের চর। তা নাহলে আমরা যাচ্চি মহারাজ তেজসিংহের কল্যাণে জলেশ্বরের মন্দিরে স্বস্ত্যয়ণ করতে, আর আমাদের বলে কি না শত্রু-পক্ষীয় লোক!

প্রহরী। আজ্ঞে আজ্ঞে পেন্নাম হই ঠাকুর! তা যান, তা যান, আমি মনে করেছিলুম মহারাজের নিষেধ সত্ত্বেও আপনারা নগর ছেড়ে যাচ্চেন।

ভজন। তা বললে ছাড়ছিনা সোণার চাঁদ! তোমায় এখনি রাজার কাছে নিয়ে যাব।

প্রহরী। আজ্ঞে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সমস্ত রাত্রি তাঁর সঙ্গে নগরের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে শরীর বড় ক্লান্ত হয়েছে, নিকটে গেলেই হয়ত একটা সূক্ষ্ম কাজের ব্যবস্থা করবেন।

শালিক। ও লোকটা কি দমবাজ! আচ্ছা বল দেখি রাজা কাল কার সন্ধানে বেড়াচ্ছিলেন?

প্রহরী। আজ্ঞে ভোজনসিং আর শ্যালরাম নাকি দুজন লোক কোথায় পালিয়েছে, তাই তিনি স্বয়ং সন্ধানে বেড়িয়েছেন।

ভজন। তার পর?

প্রহরী। তার পর দেখেন নগরের অনেক গৃহই শূন্য, আর যাদের সন্ধানে বেড়িয়েছিলেন, তাদের দেখা ত পেলেনই না।

ভজন। আচ্ছা তুমি কি আহাম্মুখ হে?

প্রহরী। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি?

শালিক। যেমনি আকার তেমনি প্রকার দেখতে পাই।

প্রহরী। আজ্ঞে যথার্থ আজ্ঞাই করেছেন।

ভজন। বলি ভোজনসিংএর কথা আমাকে এতদিন বলনি কেন?

প্রহরী। আপনার সঙ্গে কি তার দেখা হয়েছিল?

ভজন। তা নাই বা হলো, তোমার বলতে আপত্তি কি ছিল? আর তোমাদেরই বা দোষ কি? রাজপুরীতে কাল সমস্তদিন আমি গৃহদেবতার শান্তি করলুম, একবার আমাকে বলতে নেই?

প্রহরী। আজ্ঞে, আজ্ঞে আমায় যদি সন্ধানটা বলে দেন, তা হলে আমার কিছু লাভ হয়। আমি হুজুরেরই আশ্রিত।

ভজন। তা তোমায় আর বলবো না? দেখ তুমি শীঘ্র

সটান দক্ষিণদিকে চলে যাও। ক্রোশ কতক গেলেই একটা গ্রাম দেখতে পাবে। সেইখানে রামরূপ তেওয়ারীর বাটীতে তারা অজ্ঞাতবাস করচে। সেইখানে গেলেই সন্ধান পাবে। কিন্তু একলা যেও না, একটা পলটন সঙ্গে নিও। সে দুবেটা ভারি হাতিয়ার বাজ!

প্রহরী। আজ্ঞে ঠাকুর পেন্নাম হই, আমি এখনি যাচ্চি।

(প্রস্থানোদ্যত।)

শালিক। কিহে নগদ লাভ হয়েছে বলে যে আমোদে আট-খানা হয়ে চলে যাচ্চো?

প্রহরী। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

ভজন। বলি তাদের ত চেন না?

প্রহরী। আজ্ঞে না।

ভজন। তবে ধরবে কেমন করে?

প্রহরী। আজ্ঞে তাইত বটে।

ভজন। তাইত বটে কি?

প্রহরী। যদি কৃপা করে চেহারাটা বলে দেন।

ভজন। দেখ যখন তোমাকে কৃপা করেছি, তখন আর খামতি রাখছি না, একেবারে ষোলআনা কৃপাই করবো। চেহারা বলে দিই শোন। এই যে ভোজনসিং বলচো, তার রং খুব ধপধপে সাদা, মাথায় সমস্তটা টাক, গোঁফ কামান, আর সামনের দাঁত দুটো ভাঙ্গা।

শালিক। আর দেখ শ্যালরামের আজানুলম্বিত চক্ষু, আকর্ণ-

পূরিত নাসিকা, কণ্ঠপূর্ণ কেশ, বর্ণ গৌর আর দেহ বড়ই কৃশ।

প্রহরী। আজ্ঞে ঐ শ্যালরামের বর্ণিমেটা ত কিছু বুঝতে পারলুম না। ভদ্রসন্তান হলেও কপালদোষে মূর্খ হয়েছি।

শালিক। আচ্ছা তার জন্য ভাবনা নেই, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজানুলম্বিত চক্ষু কিনা ডান চোখে ছানি পড়া, আকর্ণপূরিত নাসিকা অর্থাৎ গন্দাখ্যাদা, কণ্ঠপূর্ণ কেশ কি না গলায় কেশে বাঁধা কারণ গড়গণ্ড আছে, গৌরবর্ণ কিনা গেরে মাটিতে কাপড় ছোপান, আর দেহ কৃশ অর্থাৎ কেশো রুগী।

প্রহরী। তবে আর কি কেল্লা মার দিয়া।

ভজন। আর দেখছে সব প্রহরীদেরই এই রকম বলে দিও।

প্রহরী। যে আজ্ঞা তবে আসি।

[প্রস্থান।

ভজন। বলি কি বোঝ ?

শালিক। কিছু বুঝছি না।

ভজন। আর এখানে একদণ্ড থাকাও বিধেয় নয়। এ লোকটার নিকট অনেক সন্ধান পাওয়া গেল। ওকে দক্ষিণদিকে যেতে বলেছি আমরা উত্তরদিকে যাই চল।

শালিক। যা ভাল হয় কর বাবা ; আমি ত আচোভো মেরে গেছি। লোকটার কথা শুনে আমারত নাড়ী ছেড়ে গেছে। কেবল পাছে ভয় পেয়েছি মনে

করে, সেইজন্য ওর সঙ্গে রসাভাস করছিলুম। নইলে ভেতরে ভেতরে আমার কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হয়েছিল।

ভজন। আমি যখন সঙ্গে আছি তখন তোমার ভয় কি?

শালিক। আরে ঐ জন্যেই ত বেশী ভয়। আমি নিজের তরে একতিলও ভাবিনা। আমার দ্বারা যুবরাজের কোন বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। তুমি কোন গতিকে তাঁর কাছে যেতে পারলে রাজ্যের অনেক গূঢ় রহস্য বলতে পারবে। কিন্তু তেজ-সিংহ ত একা আমায় পেলে সন্তুষ্ট হবে না, সে যে আমাদের এই যুগলমূর্ত্তি কোন দ্বীপে স্থাপনা করতে প্রয়াসী।

ভজন। তোমার সাধুসঙ্কল্পে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

শালিক। এর চেয়েও আর মঙ্গল হয়? কেমন সংসারাশ্রম ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে চল্লুম, হয় ত পথে যেতে যেতে তেজসিংহের কৃপায় মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত হতে পারে।

ভজন। এখন আর বিলম্ব করো না চলে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

মুরলা।

গীত।

ডাকিছে কোকিলা সুখে পিকবালা
নীরব নিকুঞ্জ ডাকিছেরে।
কি মধুর তানে উল্লাসিত প্রাণে
বসন্ত পবনে গাহিছেরে॥
যেন কত কথা আসি পড়ে মনে,
কি বিষাদ ব্যথা ঢেলে দেয় প্রাণে,
স্মৃতির মাঝারে নিবিড় আঁধারে,
আশার চপলা খেলিছেরে॥

মুরলা। কতদিন তাঁকে দেখিনি, কতদিন তাঁর মিষ্ট কথা শুনিনি। আচ্ছা কেন তাঁকে সর্ব্বদাই দেখতে ইচ্ছা করে? কেন প্রাণের ভিতর এমন হাহুতাশ করে? আগেত এমন ছিল না। তিনি কোথায় আছেন? কেমন আছেন? আহা নাজানি কত কষ্টই পাচ্চেন! কে তাঁকে যত্ন করবে? কে তাঁর সেবা করবে? এখনও কি তাঁর দুখিনী মুরলাকে মনে আছে? আহা একবার যদি তাঁকে এখন দেখতে পাই, তাঁর পায়ে ধরে প্রাণ খুলে কাঁদি, আর তাঁকে কোথাও যেতে দিই না। পাখীগুলি কি সুখী!

যখন যেখানে ইচ্ছা উড়ে চলে যায়। আমি যদি পাখী হতুম উড়ে গিয়ে একবার তাঁকে দেখে আসতুম!

(মাধুরীর প্রবেশ।)

দিদি দিদি একি! তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ কেন? কাঁদচ কেন? কি হয়েছে দিদি?

মাধুরী। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তেজসিংহ বাবাকে খুন করেছে!

মুরলা। এঁ্যা বল কি? ও কি পিশাচ!

মাধুরী। শৈশবে জননীকে হারিয়েছি, পিতার স্নেহে পিতার যত্নে সে কথা ভুলে গিছলুম। এখন আর আমার কে আছে বোন? কার মুখ চেয়ে এ পৃথিবীতে থাকবো?

মুরলা। ছি ভাই ও কথা বলতে নেই।

মাধুরী। আজ আমি পিতৃমাতৃহীনা! কপালে আরও কি আছে কে জানে? পাপিষ্ঠ কাল আমার প্রতি অত্যাচারে সাহসী হয়েছিল, ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন। কিন্তু কতকাল এরূপে কাটাব? আমার চেয়ে হতভাগিনী আর কে আছে?

মুরলা। তোমাকে কিছুদিনের মত আশ্রয় দিতে পারে এমন কি কোন আত্মীয় নেই?

মাধুরী। আছেন, একজন আছেন, কিন্তু তিনি কোথায় তা জানিনা। এ জনমে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কি না তাও জানি না। ভগিনী কখন কি তুমি

কারেও ভালবেসেছ? আপনহারা হয়ে কারুর করে কি প্রাণ মন সমর্পণ করেছ? চুপ করে রইলে যে? তবে কি তুমিও মজেছ? একথা তবে এতদিন বলনি কেন? দুজনে গলা ধরাধরি করে প্রাণভরে কাঁদতুম। তুমি যাঁকে ভালবাস, তিনিও কি তোমায় ভালবাসেন?

মুরলা। বাসেন।

মাধুরী। তবে কেন তিনি তোমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন না?

মুরলা। তিনি কোথায় জানিনা। আজ ছয়মাস তিনি কোথায় চলে গেছেন।

মাধুরী। এঁ্যা ছয় মাস! তিনি আবার কবে আসবেন?

মুরলা। বৎসরান্তে পূর্ণিমা রজনীতে দেখা হবে বলে গেছেন, সেই আশায় আজওত বেঁচে আছি।

মাধুরী। কেন তিনি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে গেলেন?

মুরলা। তাঁর পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে তিনি দৃঢ়ব্রত ধারণ করেছেন।

মাধুরী। (স্বগত) এঁ্যা কি শুনি, কি শুনি! ভগবান রক্ষা কর! (প্রকাশ্যে) তাঁর নাম কি?

মুরলা। কুমারসিংহ।

মাধুরী। ওহো!

মুরলা। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

মাধুরি। কিছু না।

মুরলা। তবে তুমি অমন করছো কেন?

মাধুরী। আমার বড় শিরঃপীড়া, আমায় ক্ষমা কর, আমি একটু নির্জ্জনে থাকবো।

[মুরলার প্রস্থান।

সব ফুরিয়ে গেল! এতদিনের এত সাধের আশা আজ অতলজলে ভেসে গেল! মুরলা! কেন তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলে? কেন আমার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করলে? আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি? না না তোমার দোষ কি? তুমি সরল প্রাণে তাঁকে ভালবেসেছ, ভালবাসার প্রতিদান পেয়েছ। তুমি ভাগ্যবতী! অভাগিনী আমি কেন তোমার সুখের পথে অন্তরায় হব? আর কেন এ বেশভূষা? আর কেন এ রাজপুরীতে বসে? আজ হৃদয়বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, অনন্তসাগরে ঝাঁপ দেব। ভাগ্যবতি! সুখে থাক, আজ জন্মের মত বিদায় হলেম। কুমার! কুমার!! একবার দেখে যাও, আমার বুক ফেটে যাচ্চে!

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

তেজসিংহ।

তেজ। আশা মম পূর্ণ এতদিনে!
দরিদ্রসন্তান এবে রাঠোরের রাজা!
ঘৃণাভরে কুঞ্চিত বদন,
মূর্খলোক মুখে গায় তেজসিংহজয়,
সবে মোরে ঘৃণা করে অন্তরে অন্তরে।
বুঝিতে না পারি,
কিবা আসে যায় লোকের ঘৃণায়?
চিরদিন অসি মোর হয়েছে সহায়,
অসিকরে সদা আমি স্বকার্য্য সাধিব,
পদাঘাত করি ঘৃণাতে সবার।
লোকে জানে সুষমার রূপে মুগ্ধ হয়ে,
বদ্ধ আছি প্রণয়বন্ধনে।
মূর্খ লোক না জানে কারণ;
তেজসিংহ না জানে প্রণয়
রূপে কভু মুগ্ধ নয় তেজসিংহমন!
প্রেম! শিশুদের স্বপ্নমাত্র গণি।
নির্ব্বাসিত হয়েছে কুমার,
শত চর ফেরে সদা সন্ধানে তাহার,
ছিন্নমুণ্ড অবশ্য আনিবে।

শূন্য সিংহাসনে,
কে বসিবে তেজসিংহ বিনা,
সমরসিংহের জামাতা যেজন ?

(সুষমার প্রবেশ।)

অসময়ে কি কারণ হেথা আগমন ?

সুষমা। ভিক্ষা এক আছে মম মহারাজ পাশে।

তেজ। নহি দাতাকর্ণ,
মিছে কেন কর জ্বালাতন ?

সুষমা। রাজা তুমি অবণীর পতি,
লক্ষ প্রজাসুখ নির্ভরে তোমাতে,
অপব্যয় হবেনা সময়,
তিলমাত্র আমারে দানিলে।

তেজ। কিবা কার্য্য মোর পাশে প্রকাশ সত্বরে।

সুষমা। বীর সদাশয় তুমি,
বিচক্ষণ বলি তোমা জানে সর্ব্বজন,
ভ্রাতা মম অবোধ অজ্ঞান,
ক্ষমা কর তারে।

তেজ। মহাবীর বলি সে যে বিদিত জগতে,
বড় ঘৃণা করে মোরে,
অসিকরে চাহে নিতে সিংহাসন মোর।

সুষমা। বালকের অপরাধ ক্ষমহে রাজন,
তুমি না ক্ষমিলে বল কে তারে ক্ষমিবে ?
এ জগতে কে আছে তাহার ?

তেজ। তেজসিংহ,
পরামর্শ নাহি করে রমণীর সনে।

সুষমা। কি সাধ্য আমার দানিতে মন্ত্রণা?
ভিক্ষা মাত্র চাই,
কভু কিছু করিনি কামনা
দাসী আমি করোনা বঞ্চনা,
কুমারের প্রাণ ভিক্ষা দাও।

তেজ। দাসী যদি রহ সদা দাসীর মতন,
কি সাহসে আস মোর পাশে,
রাজকার্য্যে জন্মাতে ব্যাঘাত?
চলে যাও সম্মুখ হইতে।

সুষমা। ওগো জান না জান না,
কি বেদনা সহোদরাপ্রাণে?
কত জ্বালা সহি নিশিদিন '
তাই প্রভু পায়ে ধরে কাঁদি,
ভিক্ষা দাও ভগিনীরে ভ্রাতার জীবন।

তেজ। আরে, আরে!
কণ্টক হইতে এস তেজসিংহপথে!
পতঙ্গের প্রায় প্রদীপ্ত অনলে
অবহেলে এস দিতে ঝাঁপ!
তুই মোর হৃদয়অঙ্গার,
এইরূপে নিক্ষেপিব দূরে।

[পদাঘাত ও প্রস্থান।

সুষমা। পদাঘাত করিলে আমায়!
কর তাহে ক্ষতি নাই মোর,
পদাঘাত সোহাগ তোমার।
বড় পাপী আমি
তা না হলে প্রাণের পতিরে,
পাপপথ হতে কেন ফিরাতে নারিব?
নারায়ণ! মতি গতি ফিরাও পতির,
রক্ষা কর দাদার জীবন।
একদিকে ভ্রাতা, পতি অন্যদিকে,
উভয়-সঙ্কট মোর!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যস্থিত পথ।

বালকবেশে মাধুরী।

গীত।

আকুল পরাণে এ ঘোর কাননে কোথা যাইতেছি জানিনা।
যাহার কারণ ভুলিনু আপন সেও কভু মোর হলোনা॥
আঁধার হৃদয়ে আশার আলো যাও ছিল হায় তাও নিভে গেল,
নিরাশা বহিল সব ফুরাইল তবু মন মানা মানে না।॥

মাধুরী। পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ
ঝাঁপ দিছি অনন্তসাগরে।
বুঝিতে না পারি কোন আকর্ষণে
চলিতেছি কুমারের পাশে?
কুমার! কুমার! দেখ এসে,
কত সয় রমণীর প্রাণে!
উৎপাটন করিয়াছি প্রণয় তোমার,
তার সনে উৎপাটিত হয়েছে হৃদয়,
মনে হয় হারাইব জ্ঞান!
একি! কেবা আসে এ ঘোরবিপিনে?
তেজসিংহচর বলি হতেছে সংশয়,
অন্তরালে রহি ক্ষণকাল!

[অন্তরালে গমন।

(হত্যাকারীদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম। বরাৎ দাদা, বরাৎ! ভীমসিংহের বেলায় আধঘন্টার ভেতর দশহাজার মেরে দেওয়া গেল, ঘরে বসে দুদিন খেলেও ত হ'ত? লোভ সামলাতে পারা গেল না। লাক টাকার নাম শুনেই একেবারে লাফিয়ে ওঠা গেল!

২য়। বাবা! টাকার নেশা বড় নেশা, এর আর খোঁয়ারীটা নেই। তা নাহলে আমাদের ত "অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণঃ" গোছ ছিল, দশটা টাকা পেলে বেঁচে যেতুম, একেবারে দশহাজার মারলুম তবু আকাঙ্খা মিটলো

না? লোকে যত বড় মানুষ হয় তাদের লোভও তত বাড়তে থাকে।

১ম। এবার যদি থানকে থান মারতে পারি, তাহলে ভাই একটা বে করে ফেলছি। সকলের দেখে শুনে আমারও দুদিন একটু "প্রেয়সি, প্রিয়তমে" করবার সাধ হয়েছে।

২য়। তোর প্রাণে হঠাৎ একেবারে প্রেমের চারা গজিয়ে উঠলো কেন রে?

১ম। বড় গজান নয়, একেবারে ফলে ফুলে সুশোভিত! কি করি বল? এতটুকু এতটুকু ছেলে, গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়, যাই বাপ-মা টাকার লোভে গলায় একটা গেঁথে দিলে, আর অমনি নাটুকেপ্রেম একেবারে উথলে উঠলো! একেবারে "প্রেয়সি, প্রিয়তমের" ছড়াছড়ি, চিঠিবাজির হুড়োহুড়ি, ভালবাসার বেজায় বাড়াবাড়ি!

২য়। ও কথা পরে হবে এখন। আচ্ছা যুবরাজেরই বা আক্কেলটা কি? আমরা এই যে দিন নেই রাত নেই বন জঙ্গলে তাঁকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাকি একবার আমাদের দেখাটা দিতে নেই! কলিকাল কি না, হায়রে সেকাল!

১ম। বল বল তোর বুদ্ধির দৌড়টা একবার শুনি। মূখ্যু কি না! কি আমাদের যুবরাজের বড়কুটুম্ব এসেছেন যে তিনি খাতির করে এগিয়ে দেখা করতে আসবেন। যদি ঘুণাক্ষরেও আমাদের

মতলব কেউ টের পায় ত কাঁদের ওপর আর বড় একটা বন জঙ্গল থাকবে না, সাফ ক্ষেউরি করে দেবে।

২য়। ঢের ঢের বন দেখেছি ভাই, এমন বন ত কখন দেখিনি, যেন নিরেট অন্ধকার।

১ম। ওরে যুবরাজ—যুবরাজ !

২য়। তাইত রে, গা আড়াল হ—গা আড়াল হ।

[অন্তরালে গমন।

(কুমারসিংহের প্রবেশ।)

কুমার। পলে পলে দিন বহে যায়,
নির্জ্জীবের প্রায় রহি অনুক্ষণ,
বুঝিতে না পারি,
কতদিনে হবে স্বকার্য্য সাধন ?
রাজার নন্দন ভ্রমি বনে বনে,
সিংহাসনে বসেছে শৃগাল,
এ যাতনা সহি কোন প্রাণে ?
ভীমসিংহ !
করেছ জীবন দান নিজ বন্ধু করে,
পরকালে তব হইবে বিচার।
কিন্তু তেজসিংহ এখনও জীবিত,
এখনও যে সিংহাসন পরহস্তগত !
যতদিন তেজসিংহ রহিবে এ ভবে
অশান্তি না ঘুচিবে আমার !
কতদিন দেখি নাই মুরলারে মোর

অভাগারে আজিও কি মনে আছে তার?
কবে তারে ধরিব হৃদয়ে,
ভুলিব সকল জ্বালা,
স্বর্গসুখ হইবে ধরায়!

(হত্যাকারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

যাই অমরের পাশে
বহুক্ষণ রয়েছি একাকী।

মাধুরী। (নেপথ্যে) কুমার! কুমার! হও সাবধান
দেখ চেয়ে কে তব পশ্চাতে।

কুমার। কে তোরা পামর?

(হত্যাকারী দ্বয়ের পলায়ন, কুমারের পশ্চাদ্ধাবন ও কিয়ৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন।)

তেজসিংহ! বজ্রপশু নহেত কুমার
অবাধে লইবে তার প্রাণ!
হত্যাকারীদ্বয় এবে মুদেছে নয়ন।
কিন্তু কে ঐ মধুর ভাষে
সাবধান করিল আমায়?
একি দৈববাণী!
যেন মোর পরিচিত স্বর!

(মাধুরীর পুনঃ প্রবেশ।)

কে তুমি বালক?
যেন কোথা আমি হেরেছি তোমায়!
যেন কত কথা পড়ে মনে মোর,
তুমি কি মানব?

কিম্বা তুমি মোর অন্তরের স্মৃতি
ধরিয়া মনুষ্যদেহ,
আসিলে সম্মুখে আজি ছলিতে আমায়?

মাধুরী। রাজকন্যা পাঠায়েছে মোরে
তোমার সকাশে।
তেজসিংহকরে
পিতা তার বিগত জীবন।
আহা বড় অভাগিনী
নিশিদিন কাঁদিছে কেবল,
ক্ষমা কর পিতারে তাহার।

কুমার। ক্ষমিলাম তাঁরে।
কিন্তু কে তুমি বালক?
চুরি করে এনেছ কি মাধুরীর ছবি?

মাধুরী। স্মরণ কি আছে তব মাধুরীরে আর?

কুমার। মনে নাই!
চিরঋণপাশে বাঁধা আছি তার পাশে,
ভুলিব না কভু এ জীবনে।

মাধুরী। অন্য ভিক্ষা মম
ভৃত্যসম তব পাশে রাখিও আমায়।

কুমার। এ কেমন কহিছ বালক?
সুললিত অবয়ব তব,
অরণ্যনিবাস ক্লেশ সহিবে কেমনে?

মাধুরী। সহিব অবাধে।

যুদ্ধে যাবে যবে রহিব পশ্চাতে,
বিপদে পড়িলে তব রক্ষিব জীবন।

কুমার। যুদ্ধের বিলম্ব আছে।

মাধুরী। করোনা বিলম্ব;
প্রাণের মুরলা তব
মাতৃসনে বন্দী আছে তেজসিংহকরে।

কুমার। বালক! বালক!
উপহাস করোনা আমায়।

মাধুরী। সত্য কহি, নহে উপহাস।
রাজবালা বলেছে আমায়
মুরলা সতত কাঁদে তোমার লাগিয়ে।

কুমার। মুরলা! মুরলা!
আছ তুমি সর্পের বিবরে,
হেথা আমি স্বচ্ছন্দহৃদয়!
সাবধান তেজসিংহ!
এবে তোর ফুরাইল দিন,
বন্দী কর মুরলারে মোর?
দেখিব পিশাচ এবে কে রক্ষিবে তোরে?

মাধুরী। দেখ অভাগিনী—কি গভীর প্রেম!

কুমার। এসহে বালক বন্ধু তুমি মোর,
করিব এখনি আমি যুদ্ধ আয়োজন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ।

তেজসিংহ।

তেজ। পলায়ন করিয়াছে ভীমসিংহসুতা?
অশ্বারোহী নারিল ধরিতে!
উদ্দেশ্য আমার হইবে বিফল
স্বপনে ভাবিনি কভু;
হেরি এই জীবনে প্রথম।
ছি ছি বালিকার পাশে হ'নু পরাজিত!
ঘৃণায় মরিয়া যাই।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ! রাজ্যের অনেক প্রজা পলায়ন করে যুবরাজের আশ্রয় গ্রহণ করচে।

তেজ। পলায়ন! রাজ্য ছাড়ি!
কুমারের সৈন্যসংখ্যা করিতে বর্দ্ধন!
মূর্খলোক ভাবিয়াছে মনে,
কুমার সকাশে গেলে পাবে পরিত্রাণ!
এই দণ্ডে যাও মন্ত্রীপাশে,
জানাও আদেশ,
রাজ্যছাড়ি যারা সব গেছে পলাইয়ে
সন্তান সন্ততি কিম্বা আত্মীয় স্বজন,

যে কেহ বা আছে গৃহে তার,
হত্যা কর কুকুরের মত,
অনল প্রদান কর গৃহেতে তাদের।
যেন কেহ তাহাদের দুর্দ্দশা নেহারি
স্বপনেও নাহি ভাবে পলায়ন কথা।

দূত। যে আদেশ।

[প্রস্থান।

তেজ। যেই জন
সমরসিংহের প্রাণ করেছে হনন,
ভীমসিংহে পাঠাইলা শমন ভবন,
দরিদ্র সন্তান যেই,
অসিকরে বুদ্ধিবলে লভে সিংহাসন,
রণসাধ তার সনে ?
ভাল মিটাব সমরতৃষ্ণা তোর,
করিব কুমারনাম বিলুপ্ত জগতে।

(মুরলার প্রবেশ।)

মুরলা। সুষমা রয়েছ হেথা—একি !

[প্রস্থানোদ্যত।

তেজ। কোথা যাও মুরলা সুন্দরি !

[দ্বার অবরোধ।

মুরলা। কে তুমি ?
তেজ। তেজসিংহবীর আমি রাঠোরের রাজা।
মুরলা। তুমি তেজসিংহ !
নাহি রব একতিল পিতৃঘাতী পাশে।

ছাড় দ্বার,
এই দণ্ডে যাই চলি সম্মুখ হইতে।

তেজ। যেতে আমি দিব না তোমায়,
হৃদয়ে ধরিব তোরে স্নিগ্ধ হবে প্রাণ।

মুরলা। একি কথা কহিস পামর!

তেজ। দুর্গাধিপ বীরেন্দ্র-দুহিতা
হবে আমার বনিতা,
সিংহাসনে বসাব তোমায়।

মুরলা। পদাঘাত করি সিংহাসনে।

তেজ। পদাঘাতে নাহি কোন ফল,
স্বইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিবা
করিতে হইবে মোরে পতিত্বে বরণ।

মুরলা। পিতৃহত্যা করি তব পূরেনি বাসনা?
দুহিতার শিরে তাই
স্বহস্তে দিতেছ তুলে কলঙ্কপসরা?
তেজসিংহ! জেনো মনে,
চন্দ্র সূর্য্য এখনও উদিছে,
এখনও বহিছে বায়ু,
ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে এ জগতে
দেবকুল নহে ত নিদ্রিত!

তেজ। ধর্ম্ম যদি থাকে এ জগতে,
ডরে কভু না আসিবে তেজসিংহপাশে!

মুরলা। ওগো হ'য়োনা নিদয়!
আমি আর নহি ত আমার,

চলে গেছে চুরি করে প্রাণ,
দেহমাত্র আছে পড়ে মোর,
প্রাণহীন অচেতন জড়পিণ্ডসম।

তেজ। কহিছ কি কুমারের কথা?
ছাড় তার আশা,
হিংস্র পশুসম
বনমাঝে নিবসে সেজন।

মুরলা। তবে কেন নাহি কর দয়া?
রাজার নন্দন কত ক্লেশ সহে
রাজা তুমি ভাবিতে উচিত।

তেজ। শত চর ফেরে সদা সন্ধানে তাহার,
আছে কি না আছে বেঁচে কে জানে বারতা?

মুরলা। ওগো বলোনা অমন
বলে গেছে দেখা হবে পুন।
একে একে গণিতেছি দিন
প্রণয়ের নিদর্শন তার
সযতনে ধরে হৃদে।

তেজ। ছেড়ে দিই, দাও যদি অঙ্গুরী তোমার।

মুরলা। এ অঙ্গুরী কেমনে অর্পিব?
যতদিন দেহে রবে প্রাণ
হস্ত হতে হবে না বিচ্ছিন্ন।

তেজ। তবে এস হৃদয়ে আমার।

মুরলা। খণ্ড খণ্ড করে ফেল মোরে,

ক্ষুদ্র প্রাণ এখনি বেরুবে,
জানু পাতি করিগো কামনা।

তেজ। কি কাজ আমার তব লইয়ে জীবন,
যার দরশন আশে রাখিয়াছ প্রাণ,
কাল আমি দেখাব তাহারে।

মুরলা। জয় হোক, জয় হোক মহারাজ!
কে বলে নিঠুর তুমি অতি সদাশয়,
শান্তিবারি নিক্ষেপিলে জ্বলন্তঅনলে,
চিরঋণী রব তব পাশ।

তেজ। কালি প্রাতে কুমারের ছিন্নমুণ্ড আনি
উপহার প্রেরিব তোমায়।

মুরলা। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে,
ধরি পায় হবে না কি দয়া?

তেজ। দয়া নাই আমার অন্তরে
অঙ্গুরী প্রদান মোরে
নহে অনিবার্য্য মরণ তাহার।

মুরলা। অঙ্গুরী দানিলে বল বাচিবে কুমার?

তেজ। বাঁচিবে।

মুরলা। ধর তবে অমূল্যরতন,
যেই ধন দিবানিশি ধরিয়াছি বুকে,
সাক্ষী মোর দেবতামণ্ডলী
কুমারের তরে তাহা করি বিসর্জ্জন।

[অঙ্গুরী প্রদান।

পাষাণ হইয়ে,
তব করে সঁপিলাম প্রাণ,
রাজা তুমি করোনা ছলনা।

[মুরলার প্রস্থান।

তেজ। অবোধ বালক!
দ্বন্দ্ব চাহ তেজসিংহ সনে!
হলাহল এবে তোর ঢালিব হৃদয়ে,
বল বীর্য্য লুপ্ত হবে সব।
ঘোষণা নগরে এবে করিব প্রচার,
বারেন্দ্র-দুহিতা হবে আমার মহিষী,
প্রণয়ের চিহ্নসম অঙ্গুরী সুন্দর
তেজসিংহে করিয়াছে দান।
জনশ্রুতি শুনিবে কুমার,
শেলসম বাজিবে হৃদয়ে!
যোগী হয়ে পলাইবে গহনকাননে।
জানিবে সকলে
তেজসিংহ সনে বাদ মরণ নিশ্চয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

কুমারসিংহ, অমরসিংহ ও দেবীসিংহ।

কুমার। সামন্ত-প্রধান!
বৃথা আর বিলম্বে কি ফল?
অদ্য নিশা হোক অবসান
কালি প্রাতে আক্রমিব পুরী।
প্রতি পল শেল সম বাজিছে হৃদয়ে,
যেদিকে নেহারি,
সবে যেন করে তিরস্কার,
নির্ব্বাক্ ভাষায় কত কথা বলে মোরে।

দেবী। বৎস! হয়োনা অধীর,
যুদ্ধব্যবসায়ে শুক্ল মোর শির।
ধর এই বৃদ্ধের বচন,
দিবাত্রয় করহ বিলম্ব।

অমর। করদ নৃপতি যত সসৈন্যে আসিছে
কুমারেরে বসাইতে পিতৃসিংহাসনে।

কুমার। সখা! সহেনা বিলম্ব,
যতদিন বনে ছিনু ছিলনা এমন।

কিন্তু হেরি ঐ নগর সুন্দর
ধৈরজ ধরিতে নারি।
তেজসিংহ রহিয়াছে অতীব নিকটে,
কোষবদ্ধ তরবারি কেমনে বহিব?
প্রাণের মুরলা মোর পিশাচের করে,
কেমনে নিশ্চিন্ত রব?

অমর। যবে ঘোর ঘনঘটা সনে
চপলা খেলিয়ে যায়,
স্বন্ স্বন্ ছোটে সমীরণ
উপাড়িয়া বৃক্ষরাজি যত,
হিমাচল কাঁপে কিহে তায়?
তবে কেন তুমি সখা অধীর হৃদয়?

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। যুবরাজ! শিবিকারোহণে এক রমণী আপনার দর্শনপ্রার্থী।

কুমার। রমণী!
এ নিশীথে রমণী কে এল?

দেবী। হবে না ত শত্রুপক্ষ চর?

কুমার। এ শিবিরে শিবিকার নাহিক নিষেধ,
অন্তরালে রহ ক্ষণকাল।

[অমরসিংহ, দেবীসিংহ ও দূতের প্রস্থান।

বুঝিতে না পারি
কে রমণী মাগে দরশন?

(সুষমার প্রবেশ।)

কুমার। বোন্! বোন্! ভাবি নাই কভু,
এ হেন সময় পাব তব দরশন,
বল বোন কেমনে আসিলে ?

সুষমা। লুকায়ে এসেছি।
কতদিন হেরিনি তোমায়,
কি জানাব কি যাতনা প্রাণেতে আমার ?
মুরলা তোমার আছে মম পাশে,
যথাসাধ্য রেখেছি যতনে
তব তরে অভাগিনী কাঁদে নিশিদিন।

কুমার। বল বোন্ আছে ত কুশলে ?
কতদিনে উদ্ধারিব তায় ?
তুমি না থাকিলে সে কি রাখিত জীবন ?

সুষমা। বলেছ কি মুরলারে, যদি রহ বেঁচে,
আগামী পূর্ণিমা-রাতে দিবে দরশন ?

কুমার। বলিয়াছি।

সুষমা। সে পূর্ণিমা হইল আগতপ্রায়।
ভেবেছ কি মনে,
কিরূপে দর্শন দিবে মুরলারে তব ?
অদর্শনে মুরলা ভাবিবে
তুমি আর নাহি এ জগতে,
নিশ্চয় মরিবে বালা।

কুমার। সুষমা! সুষমা! কি হবে উপায় ?

কেমনে রক্ষিব বল মুরলারে মোর ?
অকূল সাগরমাঝে নাহি হেরি কূল।

সুষমা। ধর এই নিদর্শন,
যাহারে দেখাবে, কেহ না রোধিবে পথ।
ছদ্মবেশে যেও সেই প্রমোদকাননে
মুরলা রহিবে তথা।

কুমার। কিরূপে জানাব বল কৃতজ্ঞতা মোর ?

সুষমা। ভিক্ষা এক আছে তব পাশে,
কিন্তু ভয় হয় মনে,
পাছে তুমি কর প্রত্যাখ্যান।

কুমার। সহোদর আমি তোর,
কি ভয় আমার পাশে ?
অদেয় আমার কিবা আছে ভগিনীরে ?

সুষমা। তবে মোরে ভিক্ষা দেহ পতির জীবন।

কুমার। বজ্রসম বচন তোমার,
ক্ষমা কর বোন,
ভিক্ষা তব রাখিতে নারিব।

সুষমা। দাদা ! দাদা ! লহ রাজ্য সিংহাসন,
নির্ব্বাসিত করহ মোদের,
ইচ্ছা যদি হয় লও মোর প্রাণ,
ভিক্ষা দাও পতির জীবন।

কুমার। অসম্ভব ! অসম্ভব কথা !
সে প্রার্থনা বৃথা !

তেজসিংহ হতো যদি সহোদর মোর,
তবু নাহি পাইত মার্জ্জনা।
অসিকরে বিদারিব হৃৎপিণ্ড তার,
পদাঘাতে চূর্ণিব মস্তক,
উত্তপ্ত শোণিত তার মাখিব হৃদয়ে,
তবে—তবে মোর জুড়াবে জীবন।
কেন তুমি পামরের নারকীয় নামে
কলুষিত করিছ রসনা?

সুষমা। আসি নাই তব পাশে
স্বামীনিন্দা করিতে শ্রবণ।
পতি বিনা রমণীর কিবা আছে গতি?
পতিই জগতে সার সুখমোক্ষদাতা।

কুমার। মনে কর নাহি তোর পতি
অনাথিনী বিধবা সুষমা।

সুষমা। তবে আর কেন বৃথা ধরি এ জীবন?
বিদায় লইয়ে যাই জন্মের মতন,
হেরিবে না কভু আর এ পোড়া বদন।

কুমার। সুষমা! সুষমা!
কভু তোরে বলেছি কি কুবচন?
তেজসিংহে কেমনে ক্ষমিব বল?
কেন তবে ভিক্ষা মাগ তাহার জীবন?

সুষমা। জানিবারে অনাথিনী ভগিনীর প্রতি,
আছে তব কত স্নেহ কত ভালবাসা?
এবে জানিয়াছি তাহা,

দাওগো বিদায়

অন্য ভিক্ষা নাহি দুখিনীর।

কুমার। ভাবি নাই কভু,

তেজসিংহে ক্ষমিব জীবনে।

কিন্তু—

ভগিনীর আখিনীর নাপারি সহিতে,

ক্ষমিলাম তারে!

শুন বোন প্রতিজ্ঞা আমার,

অসি মোর

কলুষিত নাহি হবে শোণিতে তাহার।

ঈশ্বর ক্ষমুন তারে!

সুষমা। ঈশ্বর ক্ষমুন তাঁরে!

পূর্ণ হোক বাসনা তোমার,

আসি ভাই রজনী বিগতাপ্রায়।

কুমা। এস বোন্—দেখা হবে পুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

লক্ষ্মীবাই।

লক্ষ্মী। চল চল নগর বাহিরে,
চল চল পাপরাজ্য ছাড়ি,
দূরে রাখি নরকের কীটে,
নিশ্বাসে যাহার কলুষিত ধরা
চল চল বিলম্ব সহেনা।
নির্জ্জীবের প্রায় রয়েছে কুমার,
হয়েছে কি উৎসাহবিহীন ?
কেন তবে অযথা বিলম্ব করে ?
নখাঘাতে মুণ্ড তার ফেলুক ছিঁড়িয়া,
পদাঘাতে চূর্ণিত করুক শির,
রক্তে তার ভাসুক মেদিনী,
সেই রক্ত বুকে মেখে জুড়াব এ জ্বালা।
ছলে ভুলাইয়ে অবোধ বালারে,
হরিয়াছে প্রেমনিদর্শন,
না জানি কি বিপদ ঘটায় !
দুহিতা এখনও আছে পিশাচের করে,
শুধু আমি ভাঙ্গিয়ে শৃঙ্খল,
যাই কুমারের পাশে,

ঢালিতে আমার তেজ হৃদয়ে তাহার।
ওহো জ্বলে যায় প্রাণ!
কবে হায় হবে প্রতিশোধ?
শূলপাণি! কবে মোর পূরিবে কামনা?

(পাগলিনীর প্রবেশ।)

গীত।

পাগলে পাগল বলা বিষম দায়।
পাগল সাজে জগৎমাঝে কতই প্রাণী আসে যায়॥
কি জানি কোন ছলে কত কি কথা বলে,
দেখিনি কোন কালে কোথা চলে যায়॥
না ভাবে নিজ জন না করে আলাপন,
কভু হাসে কভু কাঁদে কভু নাচে গায়॥

পাগ। দেখ মা বর্ষাকালে মেঘে আকাশ ছেয়ে থাকে। যেন অন্ধকার হয়ে থাকে। এখন শরৎকাল পড়েছে, চারদিক থেকে আলো যেন উথলে পড়ছে।

লক্ষ্মী। তবে নাহি কি বিলম্ব আর বৈরনির্যাতনে?
পূরিবে কি বাসনা আমার?

পাগ। মা! আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখ। কেমন নীল আকাশ, তার উপর চাঁদ যেন হেসে হেসে খেলা করছে! তারার মালা গলায় দিয়ে চাঁদটা যেন কোথায় ভেসে যাচ্চে! নীল পর্দাখানা ভেদ করে আর একটু উঁচু দিকে চেয়ে দেখ।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কেও—কেও—প্রাণনাথ?
কতদিন হেরিনি তোমায়,
কতদিন রয়েছ একাকী,
দাসী তব আজও ধরাতলে!
প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর!
করি ত্বরা শত্রু নিপাতন
যাব তব পদসেবা আশে।
চল চল ত্বরা বিলম্ব সহেনা,
প্রাণনাথ আছেন একাকী
করি তাঁর আদেশ পালন।
শুন শুন পৈশাচিক নারকীয় চমূ,
নির্দ্দয়তা নির্ম্মমতা যেবা যার আছে,
দয়া করে ঋণ দাও দিনেকের তরে,
যাব আমি প্রতিহিংসা করিতে সাধন।
কোথা গো মা ভীমরূপা চামুণ্ডারূপিণী,
মুক্তকেশা অসিধরা নৃমুণ্ডমালিনী,
উলাঙ্গিনী ছিন্নমস্তা অসুরনাশিনী,
ভয়ঙ্করা কালরূপা প্রলয়কারিনী,
ডাকগো মা ভূত প্রেত ডাকিনী হাঁকিনী,
তাথৈ তাথৈ নৃত্যে কাঁপুক মেদিনী,
এস গো মা রণবেশে শক্তিসনাতনী,
বিন্দুমাত্র তেজ তব করহ প্রদান,
যাব আমি প্রতিহিংসা করিতে সাধন,
চল চল বিলম্ব সহেনা। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির।

(মাধরীর উরুদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক কুমার নিদ্রিত।)

মাধুরীর গীত।

কিবা শোভা মনলোভা মুখচাঁদে ঝরে,
যত দেখি চেয়ে থাকি নয়ন না ফিরে।
মিটেনা মনের আশা, বাড়ে প্রাণে ভালবাসা,
হেরিয়ে আকুল করে মানস-চকোরে।
সাধ হয় মেলে আঁখি, চিরকাল চেয়ে থাকি,
যতনে লুকায়ে রাখি হৃদয়-অম্বরে।

মাধুরী। আহা কি সুন্দর, কি সুন্দর! এ মুখের কি তুলনা আছে? কই এখনও ত ভুলতে পারলুম না! ভুলবো? কাকে ভুলবো? কুমারকে? আমি সব ভুলতে পারি, জগৎসংসার ভুলতে পারি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলতে পারি, কিন্তু কুমারকে ভুলতে পারবো না। কুমার! কুমার! তোমার পায়ে ধরি আমার মনটী ফিরে দাও! মুরলা! তুই ত দুখিনী নস। যার এ বস্তু আছে তার আবার দুঃখ কি? কিন্তু মুরলা আজ আমি তোর চেয়েও সুখী, কুমার আজ আমার ক্রোড়ে নিদ্রিত। বেশী নয় একটী দিন যদি কুমার আমাকে মাধুরী জেনে এই রকম

করে ঘুমোয়—একি! পাগল হব নাকি? মাধুরি! মাধুরি! সাবধান! এ কথা কেউ জানেনা আমি কাকেও বলিনি। যে ক'দিন বাঁচবো এই তুষের আগুন বুকে পুরে রাখবো, তার পর মলেই সব ফুরিয়ে যাবে!

কুমার। মুরলা! মুরলা!

মাধুরী। স্বপ্নেও মুরলা! তোমার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত? কেন তবে আমার সর্ব্বনাশ করলে? তোমার মনোমোহন ছবি আমার সামনে ধরে কেন আমায় উন্মাদিনী করলে? কেন এ বালিকার হৃদয়ে আগুন জেলে দিলে? নির্দ্দয়! তোমার একটু দয়া হয় না? না না আমি কি বলছি? তোমার দোষ কি? দোষ আমার। কেন আমার বামন হয়ে চন্দ্রমা ধারণের সাধ হ'লো? ছি ছি আমি চোরের মত পরের ধনে লোভ করি কেন? মুরলা! ক্ষমা কর, আর তোমার সুখের পথের কণ্টক হব না। শীঘ্রই মাধুরীর নাম জগৎ হতে বিলুপ্ত হবে।

(অমরসিংহের প্রবেশ।)

অমর। বালক! জাগাও কুমারে,
গুরুতর রাজকার্য্য বিলম্ব না সহে।

মাধুরী। যুবরাজ! যুবরাজ! মেলহ নয়ন।

কুমার। একে? অমর!
অসময় কেন সখা তব আগমন?

অমর। বালকে তোমার কহ যেতে স্থানান্তরে।

[মাধুরীর প্রস্থান

কুমার। কি তব সংবাদ সখা!

অমর। কুমার! দৃঢ় কর অন্তর আপন,
অশুভ বারতা মোর।

কুমার। অশুভ বারতা!
কেন তবে অযথা বিলম্ব কর?

অমর। গুপ্তবেশে রাজ্যমধ্যে করিতে ভ্রমণ,
লোকমুখে জনশ্রুতি করিনু শ্রবণ,
যুদ্ধশেষে তেজসিংহ সনে,
পরিণীতা হবে নাকি মুরলা তোমার?

কুমার। সাবধান করিতেছি তোমা,
উপহাস মুরলার নামে,
জেন মনে অসহ্য আমার।

অমর। নহে উপহাস,
জনশ্রুতি স্বকর্ণে শুনেছি,
কুমারের প্রণয়িণী প্রেমনিদর্শন,
তেজসিংহকরে নাকি করেছে অর্পণ!

কুমার। অসম্ভব, অসম্ভব কথা,
মিথ্যা জনশ্রুতি তুমি করেছ শ্রবণ।
নিভে যদি দিনকর রুদ্ধ হয় বায়ু,
গ্রহ তারা সব যদি হয়ে যায় লয়,
চন্দ্র যদি উদেন ধরায়,
তবু জেনো এ সংবাদ সত্য কভু নয়।

অমর। জানি নাকি,
মূর্খ বা অলস লোক অবলম্ব বিনা,
জনশ্রুতি লয়ে করে ঘোর কোলাহল?
কিন্তু—
কুমার। কিন্তু কিবা?
বল বল কাঁপিছে হৃদয়।
অমর। ফিরিয়া শিবিরে,
হেরিলাম তেজসিংহদূতে।
কি বলিব সরেনা বচন,
ঘৃণাভরে তেজসিংহ,
কুমারে দিয়াছে ফিরে অঙ্গুরী তাহার।
কুমার। বজ্র! বজ্র! কোথা তুমি এসময়?
এত কি কঠিন মোর শির?
ডরে তাই আছ লুকাইয়ে?
অমর। কুমার হ'য়োনা অধীর এত।
কুমার। সখা! বল বল করিতেছ উপহাস,
বল বল মিথ্যা তব বাণী।
কত যত্নে কত আশা করে,
বেঁধেছি বালির বাধ,
নিদয় হইয়ে তারে দিওনা ভাঙ্গিয়ে,
হৃদয় ভাঙ্গিবে মোর।
অমর। বুদ্ধিমান তুমি হে কুমার—
কুমার। তাই বলি মিথ্যা এ বারতা।
তেজসিংহ নরকের কীট,

অসাধ্য তাহার আছে কিবা ?
মিথ্যাভাবে জনশ্রুতি করেছে প্রচার,
মিথ্যা নিদর্শন পাঠায়েছে তব পাশে।

অমর। তাই যেন হয়।
কিন্তু মাতৃদত্ত অঙ্গুরী তোমার,
কতদিন হেরিয়াছি করে,
এই সেই অঙ্গুরী নিশ্চয়!

[অঙ্গুরী প্রদান

কুমার। দূর হও সম্মুখ হইতে!
অঙ্গুরী কি অনলনির্ম্মিত ?
পুড়িল নয়ন পুড়িল জীবন মোর!
জ্বলে যায় জ্বলে যায় প্রাণ,
অগ্নি অগ্নি চারিদিকে,
কোথা গেলে এ জ্বালা জুড়াব ?
দাবানল জ্বাল বনস্থলী,
কঠিন পর্ব্বতমালা উগার অনল,
সাগর ভিতর জ্বলুক বাড়বানল,
নরকের নীলবর্ণ অনন্ত অনল,
ধেয়ে এসে মেল তার সনে,
দেখি কত তাপ আছে সবাকার—
ডুবে যদি জ্বালা মোর নিভাইতে পারি,
বিষে যদি হয় বিষক্ষয়!
রমণী সৌন্দর্য্যে আর মজিও না কেহ,
তুষানল সম তব পুড়াবে হৃদয়।

প্রেমের শপথে তার করোনা বিশ্বাস,
হাসি হাসি ফাঁসি তব পরাবে গলায়।
শুনিও না তার কভু সুধাময়ী বাণী,
সুধারূপে হলাহল ঢালিবে শ্রবণে।
মূর্ত্তিমতী পাপ সহচরী,
পিশাচিনী যদি কেহ চাহ দেখিবারে,
চেয়ে দেখ রমণীর প্রতি।
ফণীসম চিকণ আকার,
সাপিনীর সম বক্রগতি তার,
বক্ষে যদি রাখ তারে,
উগারিয়া কালকূট তখনি দংশিবে।
মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, চাতুরী, ছলনা,
অবিশ্বাস, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, বিলাস,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ—নারকীর রিপু,
সকল সমষ্টি যদি চাহ দেখিবারে,
দেখ চেয়ে রমণীর প্রতি।
কে জানিত আগে,
মুখে মধু তার অন্তরে গরল?
কে জানিত প্রেমের শপথ তার,
পদ্মপত্রে বারিসম চঞ্চল এমন?
কে জানিত সৌন্দর্য্য তাহার,
বিষময়ী এত?
ছিল যত ভালবাসা হৃদয়ে আমার,
অন্তরের অন্তঃস্থলে ছিল যত প্রেম,

অতীতের দূর স্মৃতিসম,
ফুৎকারে উড়ায়ে দিই,
যাক শূন্যে মিলাইয়ে!
ঘৃণা—নিদারুণ পৈশাচিক ঘৃণা
কর তার স্থান অধিকার।
নরকের তমাবৃত প্রান্তভাগ হতে,
প্রবৃত্তিনিচয় এস হৃদয়ে আমার।
সাক্ষী মোর অনন্ত গগন,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, ধীর সমীরণ,
যে যথায় আছ জীব জীবিত কি মৃত,
স্বরগ ভিতরে কিম্বা নরক মাঝারে,
শুন শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
মুরলাপ্রণয় মোর হৃদয় হইতে,
উৎপাটিত হলো আজ জনমের মত,
কভু আর না চাহিব রমণীর পানে!

[বেগে প্রস্থান।

অমর। কোথা যাও কি কর কুমার?

[পশ্চাদ্ধাবন।

চতুর্থ দৃশ্য।

—o—

গ্রাম্য-পথ।

ভজনরাম।

ভজন। সমস্ত রাজপুতানা ত ফেঁড়ে ফেললুম। শরীর ত চর্ম্মচটিকার ভাব ধারণ করেছে। কিন্তু ফল কি হলো? হয়েছে বই কি। কুমারের সন্ধান ত হলো। সে কি নিশ্চিন্ত থাকবার ছেলে? আমরা মরছি তাঁকে সারা দেশটা খুঁজে, আর তিনি মঞ্চে মঞ্চে নগরপ্রান্তে শিবির গেড়ে বসেছেন। এখন এই বিশক্রোশ রাস্তা মেরে দিতে পারলে হয়। সঙ্গে ত কপর্দ্দক মাত্রও নাই। ঐ যে ভায়া আমার কতকগুলি অঙ্গনাকে পাক্‌ড়াও করেছেন দেখছি।

(কতিপয় গ্রাম্যস্ত্রীলোকসহ শালিকের প্রবেশ।)

শালিক। ইনিই আমার গুরুদেব, একজন সিদ্ধব্যক্তি।

১মা স্ত্রী। পেন্নাম হই। ঠাকুর আমার কি হবে? আমার মনের কালি কি যাবে?

ভজন। দেখ মা! তোমার মনে বড় কষ্ট। তুমি সকলের ভালর চেষ্টায় থাক, কিন্তু কারুর কাছে যশ পাও না। তোমার আপনার লোকই শত্রু। যাই হোক তুমি বড় পুণ্যবতী, তোমার তীর্থে মৃত্যু হবে।

১মা স্ত্রী। ওমা! সত্যিই ত, ঠিক ঠাক বলচে। দেখনা তুলসে ছোঁড়ার মা মরে গেল, বোনপো বলে কাছে

আন্‌লুম, মানুষ করলুম, বিয়ে দিলুম, বউ ডাগর হলো, এখন আমাকেই আলাদা করে দিলে! বললে কি না তুমি আমার কি করেছ? এর বেলা লোকে দেখতে পায় না, ভগবান চখের মাতা খায়। হ্যাঁগা বাবাঠাকুর সত্যিই কি আমার তিথ্যি হবে?

শালিক। গুরুদেব মিথ্যা কথার মানুষ নন।

২য়া স্ত্রী। আচ্ছা আমি কি মনে করে এসেছি, যদি বলতে পারেন তবেই জানবো।

ভজন। "অস্তি গোদাবরী তীরে জন্তুলা নাম রাক্ষসী
তস্যা স্মরণ মাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিনী ভবেৎ।"

২য়া স্ত্রী। ওমা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী! ঠিক ত আমার বকনাটী গাবিন হয় নি, আর তার নামও বিশেলক্ষী। হ্যাঁগা ঠাকুরমশাই কি করলে গরুটী আমার গাবিন হয়?

ভজন। (স্বগত) ও বাবা তাও কি আমাকে বাতলাতে হবে?

শালিক। আচ্ছা সে ব্যবস্থা পরে হবে। এখন তোমার আর কিছু জানবার আছে?

২য়া স্ত্রী। বাবাঠাকুর কি আমায় চরণে রাখবেন? আমার মনের কালি কি দূর করবেন?

ভজন। তার জন্য চিন্তা কি? দেখি তোমার হাত দেখি। এই যে অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী রেখা, মধ্যে অনামিকা তথা। মৎস্য পুচ্ছ উর্দ্ধরেখা সমস্তই শুভচিহ্ন। তবে এই এতে ওতে তাতে করে যা কিছু ডামাডোল্ ঘটাচ্ছে।

ঘটাক, ঘটিয়ে কিছু করতে পারবে না। যখন কুলের গরুর উপর দিয়ে কালনিমে নক্ষত্র ছুটে যায়, তখন তুমি একটা বেলতলায় দাঁড়িয়ে ছিলে সেই জন্য যা কিছু হচ্ছে। তোমার পেট ফাঁপে, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠে?

২য়া স্ত্রী। হেউ—সে কথা আর কি বলবো? হেউ—বড় অম্বলের ব্যায়রাম—হেউ—যদি কিছু ওষুধ দেন—হেউ—হেউ।

ভজন। তা তুমি ব্রাহ্মণকে কিছু দান করলেই সব দোষ খণ্ডন হবে।

২য়া স্ত্রী। তা বাবা কি দিতে হবে? দেখ আমি বড় সৎ-গোয়ালার মেয়ে। লকিন্দর ঘোষকে চেন?

শালিক। লকিন্দরকে আর জানি না? অমন লোক কি কলিতে জন্মায়?

২য়া স্ত্রী। হ্যাঁ বাবা তুমি ঠিক বলেছ। আমি তারই মেয়ে, আমি বড় ভাল মানুষ। তবে যে পাড়ার আট গতর-খাগীদের সঙ্গে বনে না, সে আমি হক কথা বলি বলে। আর আমার ভাজের কথা যে বলছ, সে কোথাকার একটা মড়ুই পোড়ানীর মেয়ে এসেছে। মাগীর একবার দেখা পাই ত তার জোড়া বেটার মাথা খাই। হ্যাঁ বাবা কি বলছিলুম? হ্যাঁ—তা দেখ, ছুঁড়ীইত ফুসলে ফাসলে দাদাকে কি খাওয়ালে একেবারে পর করে দিলে! নইলে আমার অন্ন খায় কে? তা'হলে আমি তোমাকে তসর কিনে দিতুম।

ভজন। আমাদের সে সব কিছুই চাই না।

২য়া স্ত্রী। তা বাবা এই পাঁচসিকে খানি আছে, যদি অনুগ্যেয়ো করে নেন।

শালিক। (স্বগত) মন্দ কি? "গৃহদগ্ধং কাষ্ঠং।" (প্রকাশ্যে) তা—তা—দাও।

৩য় স্ত্রী। বাবা আমার বড় ভূতের ভয়, রাত্তির বেলা গা ছম্ ছম্ করতে থাকে। যদি কিছু একটা মন্তর তন্তর শিখিয়ে দাও। আমার এই দুটী টাকা আছে।

ভজন। "গৃহাৎ গৃহান্তরং গর্গ, সিয়সীমান্তরং ভৃগুঃ
শরক্ষেপাৎ ভরদ্বাজো, বশিষ্ঠনগরাদ্বহি॥"

কেমন মনে থাকবে ত?

শালিক। আমারই মনে থাকবে না—তা ওর। শুন আমি একটা সহজ মন্ত্র শিখিয়ে দিই।

"ভূতঃ ভূতঃ মহাভূতঃ প্রেত্তিনী ডাকিনী তথা,
রাম নাম স্মরণেন ব্রহ্মদৈত্য পলায়তে।"

৩য়া স্ত্রী। কি বল্লে, ভূতোর মা পেত্নী হয়ে রামময়ের শ্যাওড়া গাছে বেহ্মদত্তি নিয়ে ঘর করচে? তা এই মন্তরই ভাল।

শালিক। হাঁ্যা বেশ মন্ত্র। এই মন্ত্র বলে আমি একবার এক-জনের ভূত ছাড়িয়েছিলুম। তা তোমরা তখন রাজপুত্রের কথা কি বলাবলি করছিলে গা?

২য়া স্ত্রী। সে কথা আর বলবো কি? আহা হা কি রূপ গো কি রূপ? যেন সাক্ষেৎ মা কাত্তিক! হাবার

মা বলছিল ওরা সব উপদেবতা। মানুষের রূপ ধরে, লোকের সব দোষগুণ দেখে বেড়ায়!

ভজন। তোমরা কেউ তাঁকে দেখেছ?

১মা স্ত্রী। না বাপু অধম্ম নষ্ট করবো কেন? আমি তাঁকে দেখিনি। ভয় হলো, গাটাও কেমন ছম্ ছম্ করতে লাগল। যদি উপদেবতা ঘাড়ে চেপে বসে?

৩য়া স্ত্রী। রাম! রাম! দেকেচ—দেকেচ, পোড়ারমুখো ছোঁড়ারা ভূত মানে না, একদিন ঘাড়ে চড়ে মুকটা বেঁকিয়ে ধরে ত টেরটা পান।

ভজন। থাক ও সব কথা যাক। সে রাজপুত্র কোথা গেল?

২য়া স্ত্রী। সে সব কথা নরলোকে কি জানবে বল? তবে সবাই বলছিল যে দত্তিপুরে যুদ্ধ বেঁধেছে, তাই তিনি গেছেন।

১মা স্ত্রী। সে কি মনিষ্যি? কায়েতপিসি বলছিল যে যেমন একটা কুটো নিয়ে মন্তর নাকি বল্লে, অমনি ঢাল তরোয়াল নিয়ে পাঁচশো কি নাক লোক হাজির হলো।

ভজন। বটে, বটে! তা তোমরা এখন যাও। সন্ধ্যা হয়ে এল; আজ আমার কাছে যে মন্ত্র শুনেছ, আজ সব আসে পাশে ঘুরবে!

শালিক। ভায়া যষ্টি হস্তে "কৃতান্তমিব দ্বিতীয়ং" গোচ্ এক সুঠাম চেহারার আমদানী হয় যে। কিছু বেগোছ রকম দেখছি। এই বেলা পাতলা হবার চেষ্টা দেখ।

ভজন। তাইত। তা দেখ তোমরা এখন এস, মন্ত্র বলে আমার শরীরটে কেমন করচে।

সকলে। রাম! রাম! রাম!

[গ্রাম্যস্ত্রীলোকগণের প্রস্থান।

শালিক। ভ্যালা গেরো যা'হোক।

ভজন। এস এখন পথের সম্বল হয়েছে, এই কয় ক্রোশ রাস্তা মেরে দিতে পারলে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রমোদ-কানন

মুরলা।

গীত।

কোথা সে পূর্ণিমা নিশি চাঁদের কিরণ।
চারি দিক মেঘে ঢাকা আঁধারে মগন॥
আকাশে ডুবেছে চাঁদ, গণিতেছি পরমাদ,
হৃদয়ের চাঁদ বুঝি ডুবিল এখন।
আশার চপলা লতা চমকি দিতেছে ব্যথা,
তাই বুঝি ঘনঘটা করে গরজন॥

মুরলা। আজ ত সেই পূর্ণিমা! যে পূর্ণিমার আশায় আমি এক বৎসর একটী একটী করে দিন গুণেছি, যে পূর্ণিমার আশায় আমি আজও বেঁচে আছি, আজ

আজই পূর্ণিমা। কই এখনও ত তিনি এলেন না? শুনেছি তিনি নিকটেই আছেন। তবে কি হত-ভাগিনীকে মনে নাই? পূর্ণিমার রাত্রে এত দুর্য্যোগ কেন? ঝড়ে যেন আকাশ কাঁপছে, বিদ্যুতে চোখ ঝলসে যাচ্চে, কি ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন! অন্যদিন হ'লে আমার কত ভয় করতো! আজ আমার ভয় নাই; আজ আমার মনের ভিতরও এমনি ঝড় বইছে। জগৎ কি আমার হৃদয়ের প্রতিকৃতি ধারণ করেছে? সুষমা বলেছে তিনি আজ আসবেন। কেন তবে এলেন না? তবে কি অভাগিনীর কপাল ভেঙ্গেছে? আর কোন্ আশে প্রাণ রাখবো? কুমার! তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় নিলাম। যে মুরলাকে একদিন প্রাণের চেয়েও ভালবাসতে তার কথা একবার মনে স্থান দিও। ওদিকে কি শব্দ হলো? দেখি একবার খুঁজে দেখি।

[প্রস্থান।

(কুমারসিংহের প্রবেশ।)

কুমার। কই কোথায়—কোথায় মুরলা?
সুষমা বলেছে মুরলা রহিবে হেথা?
তবে কেন না দেখি তাহায়?
বুঝিয়াছি আর কেন আসিবে হেথায়?
এ পূর্ণিমারাতে,
আর তার কিবা প্রয়োজন?
উহু তৃষা, বড় তৃষা অন্তরে আমার!

রক্ত—রক্ত

মুরলার রক্তপানে মিটিবে এ তৃষা!
কত রক্ত আছে সেই ক্ষুদ্র অবয়বে?
পাইত মুরলা যদি সহস্র জীবন,
তবে বুঝি রক্তে তার মিটিত পিপাসা,
তবে বুঝি জুড়াত এ জ্বালা!
কাজ নাই ক্ষুদ্র প্রাণ করিয়ে সংহার,
মরিলে জুড়ায়ে যাবে,
থাক বেঁচে,
পাপের কণ্টক নিয়ত ফুটুক হৃদে,
তৃষানলে দগ্ধ হোক প্রাণ।

(মুরলার পুনঃ প্রবেশ।)

মুরলা। কুমার! কুমার!

কুমার। রহ ক্ষণকাল।
জননী কোথায় তব?

মুরলা। পলায়ন করেছেন শত্রুপুরী হতে।

কুমার। হুঁ।

মুরলা। কি কহিছ?

কুমার। বীরেন্দ্র-দুহিতা!
মাতা তব গেছেন পলায়ে,
কন্যারে রাখিয়া বুঝি জামাতাভবনে?

মুরলা। কেন কহ প্রলাপ বচন?
বিকৃত কি মস্তিষ্ক তোমার?

কুমার। নহে ত আমার।
যদি তব থাকেছে হৃদয়
ভাব একবার শৈশবের স্মৃতি।
কত খেলা খেলেছি দুজনে,
কত প্রেম কত ভালবাসা,
বহিত পরাণে,
মুগ্ধ হয়ে ছিনু এতদিন ;
ভাবিতাম মনে এই কি স্বরগসুখ ?
ভাবিনি কখন
সাধে মোর ঘটিবে বিপদ !
ইন্দ্রজাল এবে গিয়াছে টুটিয়া
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে,
হলাহলে জর জর তনু।

মুরলা। কেন আজ কঠিন বচন ?
কেন আজ এত অনাদর ?

কুমার। ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনু প্রকাশে গগনে,
কমণীয় কান্তি হেরি মুগ্ধ জগজন,
স্থায়িত্বে তাহার যদি সম্ভবে বিশ্বাস,
সুন্দরী নারীর সত্যে বিশ্বাস করোনা।
বক্রগতি কালসর্প, চিকণ আকার
ভাবিও সরলতায়, নাহি হবে দোষ,
সুবেশধারিণী নারী সর্পের অধম,
বিশ্বাস করোনা কভু রমণীশপথে।
সলিলে অঙ্কিত রেখা জান ক্ষণস্থায়ী,

চপলা চঞ্চলা বড় সর্ব্বলোকে কয়,
ইচ্ছা হয় বিশ্বাসিও স্থায়িত্বে তাদের,
করোনা বিশ্বাস কভু যুবতী নারীরে।

জগৎমাঝারে যাহা অপ্রকৃত আছে,
চপল চঞ্চল যত অস্থায়ী মায়াবী,
কর একত্রিত—লেখ তদুপরি—
"রমণীর শপথ পালন।"

মুরলা। করেছি কি না করেছি শপথ পালন,
কে জানিবে অন্তর্য্যামী নারায়ণ বিনা?

কুমার। ঈশ্বর পবিত্রনাম না কর গ্রহণ
কলঙ্কিত রসনায় তব।
দেখ চেয়ে কে তোর সম্মুখে?
প্রাণ দিতে যেই জন না হত কাতর,
হৃদয় যাহার ছিল বদ্ধ তব পাশে,
চরণে দলিলি যার প্রেম ভালবাসা,
অবহেলে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িলি যাহার,
সেই আজ সম্মুখেতে তোর।

মুরলা। কুমার—

কুমার। পিতৃহত্যা যেই তোর করেছে সাধন,
মরুভূমিসম যার প্রাণ,
নরকের কীটসম আচরণ যার,
তার পায় কুলমান দিলি বিসর্জ্জন!
তবু তোর হলোনা মরণ?

মুরলা। নাহি জানি কোন দোষে দোষী দাসী পদে?

দোষী যদি হই ক্ষম অপরাধ।
কেন আজ এত তিরস্কার?
অভাগিনী স্বপনেও নহে দ্বিচারিণী।

কুমার। "নহে দ্বিচারিণী।"
ভাল, অঙ্গুরী কোথায় মোর?
নিরুত্তর কেন?
মাতৃদত্ত অঙ্গুরী আমার,
কত যত্নে দিয়েছিনু তোরে,
প্রেমনিদর্শন বলে কাহারে দানিলি?

মুরলা। কুমার—

কুমার। পুন কহি কোথায় অঙ্গুরী?

মুরলা। তব তরে, ক্ষমা কর মোরে,
তোমার মঙ্গল তরে, অর্পিয়াছি—

কুমার। কোথায় অঙ্গুরী মোর?

মুরলা। অভাগিনী আমি।

কুমার। অভাগিনি! সেই সনে জনমের মত,
হারায়েছ কুমারের প্রেম,
ফিরিবেনা কভু এ জীবনে!

[কুমারের প্রস্থান।

মুরলা। ভগবন্! এই ছিল মনে!
দেখি তবে কিরূপে মরণ হয়।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

তেজসিংহ।

তেজ। হা! হা! জ্বলেছে আগুন,
পুড়ে মর, পুড়ে মর তাহাতে কুমার।
চাহ রণ তেজসিংহ সনে?
বিনা রণে জিনিব এবার।
শক্তি তব অপহৃত এবে,
কালি প্রাতে প্রাণ দিবে তেজসিংহকরে।
দূত মুখে পেয়েছি সংবাদ,
মুরলারে ত্যজেছে কুমার,
পরিণয়পাশে তারে বাঁধিব নিশ্চয়।
চক্ষুশূল সুষমা আমার,
তারে হেরে পূর্ব্বকথা জেগে উঠে মনে,
দিব দূর করে—মুরলা হইবে রাণী।
এ জগতে ডরি শুধু বীরেন্দ্র-পত্নীরে,
রাক্ষসীর সম তার উজ্জ্বল নয়ন,
ভীষণ ভৈরবীভাব মাখান বদনে,
কিবা তেজ নিহিত নয়নে,
অভিভূত করে যেন হৃদি!
বন্দী ছিল—ছিল ভাল,
পলায়ন করিয়াছে দুহিতারে ফেলি!

কে জানে কখন
বাঘিনীর সম আসি বিদারিবে হৃদি !

(পাগলিনীর প্রবেশ।)

পাগ। তেজসিংহ !
বহু যত্নে শূন্যে পুরী করিছ নির্ম্মাণ।
ওই দেখ,
ভাঙ্গিল বালির বাঁধ পড়িল প্রাসাদ !

তেজ। কে তুমি ? কেমনে এলে ?
নিদ্রিত কি প্রহরী যতেক ?

পাগ। আমি পাগলিনী,
এই রূপে ঘুরি ফিরি প্রলাপ বকিয়া।

তেজ। হেথা তব কিবা প্রয়োজন ?
দূর হও সম্মুখ হইতে।

পাগ। তেজসিংহ ! এখনও সময় আছে,
পার যদি কর অনুতাপ,
জেনো মনে ফুরায়েছে দিন।

তেজ। তবে রুদ্ধ করি অপ্রিয় রসনা।

[তরবারি নিষ্কাশন।

পাগ। হস্তচ্যুত হোক তরবারি।

(তরবারি পতন।)

কোথা এবে বলবীর্য্য তব ?
মূর্ত্তিমান পাপঅবতার !
ধরিত্রী কাতরা এবে তব পাপভরে।
নির্ম্মমতা নিষ্ঠুরতা পরস্ব হরণ,

ভেবে দেখ কত হত্যা করেছ সাধন,
দেবকুল তাও সহি' ছিল এতদিন,
রমণীপীড়ন কিন্তু অসহ্য সবার।
কুমারীসতীত্ব নাশে হয়েছ উন্মত,
সাধ্বী সতী পতিপ্রাণা কামিনীর বুকে,
অবহেলে করিয়াছ পদাঘাত।
সে আঘাত বাজিয়াছে আদ্যাশক্তিবুকে!
রুষ্টা ত্রিলোচনা,
কার সাধ্য রক্ষা করে তোরে?
নিরাশা বহুক প্রাণে শক্তির আজ্ঞায়,
ঘোর তমাবৃত দেখ এই ধরা,
বদন ব্যাদান করি অনন্ত নরক
গ্রাসিতে আসিছে তোরে!

(প্রথম প্রেতাত্মার আবির্ভাব।)

ওই দেখ প্রেতাত্মা সমরসিংহ
জ্বলন্ত নয়নে চাহে তোর পানে!

(দ্বিতীয় প্রেতাত্মার আবির্ভাব।)

পুন ওই বীরেন্দ্র প্রেতাত্মা
দহিতে আসিছে তোরে অনন্ত দাহনে!

(তৃতীয় প্রেতাত্মার আবির্ভাব।)

দেখ চেয়ে ভীমসিংহ আত্মা পুন,
ভ্রুকুটী করিয়ে চায়,
কহে সবে নিরাশা বহুক তোর প্রাণে!

(প্রেতাত্মাগণের তিরোভাব।)

চামুণ্ডার তেজ ধরি বীরেন্দ্রবিধবা,
আসিতেছে ধেয়ে,
রক্ষা আর নাহি তোর!

[প্রস্থান।

তেজ। কোথা গেল! কোথায় লুকাল!
স্বপ্ন কিবা ইন্দ্রজাল বুঝিতে না পারি।
কোথা আমি?—মর্ত্তে না নরকে?
ভয়—ভয়—বড় ভয় অন্তরে আমার।
উলাঙ্গিনী কে রমণী আসিছে হেথায়?
কালরূপা গলে মুণ্ডমালা,
লটপট কেশপাশ দোলে,
ধক্ ধক্ ললাটে আগুন,
স্বন্ স্বন্ ভীমা অসি ঘোরে,
সঙ্গে কত বিকটবদনা,
তাথৈ তাথৈ নৃত্যে কাঁপায় মেদিনী!
শূলকরে কত জীব আসিছে ছুটিয়া,
দীর্ঘ দন্ত কি ভীষণ ঘূর্ণমান আঁখি,
রুক্ষকেশ উড়িছে পবনে,
অট্ট অট্ট হাসি কট্ মট্ চায়,
শোণিত শুকায় মোর!
ওহো কে ওই পশ্চাতে?
ধবল তুষার জিনি অঙ্গের বরণ,
বাঘছাল পরিধান হাড়মালা গলে,

নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন শূল লয়ে করে,
ফুফুৎকারে ফণীমালা জটার ভিতর,
ববোম ববোম রোল উঠিছে গগনে
একি প্রলয় নিস্বন ?
ওই ওই ধেয়ে এল নরকের দূত,
অন্ধকারে অন্ধ হলো আঁখি,
একি অগ্নিকুণ্ডমাঝে ফেলিল আমায় !
ওহো জ্বলে গেল, জ্বলে গেল প্রাণ !
একি কুম্ভীপাক ?
ক্ষুরধারসম চক্র সঘনে ঘুরিছে
ছিন্নভিন্ন হল দেহ মোর।
তদুপরি কি ভীষণ কীটের দংশন !
বড় তৃষা, বড় তৃষা জল দাও মোরে।
পুরীষমিশ্রিত রক্ত কেমনে পিয়িব ?
শুষ্ক বুক ফেটে যায় মোর !
জল—জল—
একবিন্দু জল মোরে করহ প্রদান !

* * * * *

নিদ্রিত কি ছিনু এতক্ষণ ?
এ কি স্বপনের খেলা ?
হস্তচ্যুত কেন তরবারি ?
ঘর্ম্মে কেন সিক্ত দেহ মোর ?
হৃদি কেন করে গুরু গুরু ?
করি পলায়ন।

কে আছে হেথায় ?
পলায়ন নিজ পাশ হতে
শুনে হাসি পায় !
হয়ে ছিল ভয়।
ভয় ! এতদূর সাহস তোমার,
প্রাণে নাহি হলো ভয়,
আসিবারে তেজসিংহপাশে ?
তেজসিংহ ভালবাসে তেজসিংহ বীরে
না না বড় ঘৃণা করে,
অন্তর সদাই বলে মহাপাপী তুই।
সাবধান অন্তর আমার,
কাপুরুষসম যদি কর আচরণ,
নিজকরে উপাড়িয়া ফেলিব অনলে !
হিতাহিত জ্ঞান,
হিতাহিত জ্ঞান নাহি এ জগতে,
কাপুরুষ জনে মানে অস্তিত্ব তাহার,
বীর করে পদাঘাত হিতাহিত জ্ঞানে।

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা। মহারাজ শুকতারা উদেছে গগনে,
প্রভাতের নাহিক বিলম্ব,
তাই এনু দিতে সমাচার !

তেজ। সেনাপতি উৎসাহে মাতাও সৈন্যগণে
রাজপুতবীর্য্য আজ দেখাও সবারে।
বালকের সনে রণ কিবা আছে ভয় ?

ছিনু সবে নিদ্রিত শান্তির কোলে,
অশান্তি এনেছে আজ দরিদ্র ভিক্ষুক!
সুন্দরী যুবতী আছে গৃহেতে সবার,
কোন প্রাণে শক্রকরে তুলে দিবে ডালি?
স্রোতস্বতী ধায় যবে সাগর উদ্দেশে,
তৃণ গুল্ম কভু পারে কি রোধিতে তায়?
কশাঘাতে দাও দূর করে,
যত সব কাপুরুষ জীবে,
চলে যাক মিবারঅরণ্যে।
ঘোষণা আমার,
সৈন্যমধ্যে করহ প্রচার,
পৃষ্ঠপ্রদর্শন রণে যেজন করিবে
তেজসিংহ স্বহস্তে বধিবে তারে।
সুসজ্জিতা করহ বাহিনী,
শীঘ্র যাব সাজিয়ে সমরসাজে।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

দুর্গের সম্মুখ।

দেবীসিংহ ও অমরসিংহ।

দেবী। রণ প্রায় হলো অবসান,
সম্মুখে তোরণ ঐ দেখিবারে পাই,
সাবধানে যুঝিও অমর।
তেজসিংহ নহে সাধারণ বীর,
কুমারের প্রাণনাশ সঙ্কল্প তাহার,
প্রাণদানে মোরা আজ রক্ষিব কুমারে।

অমর। কুমার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভগিনার পাশে
তেজসিংহে কভু না বধিবে,
এই হেতু ভাবনা আমার।

দেবী। দেখ চেয়ে ঘোর রণ বেঁধেছে ওদিকে,
অসুরবিক্রমে হের যুঝিছে কুমার,
চল চল মোরা কেন নিশ্চেষ্ট রহিব?

[উভয়ের প্রস্থান।

(তেজসিংহের প্রবেশ।)

তেজ। হব কিবা পরাজিত বালকের রণে?
কি বিক্রমে যুঝিছে কুমার,
দৈববলে যেন বলীয়ান্!

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা। মহারাজ!
মনুষ্যের সাধ্য যাহা করেছি সাধন।

দেব কৃপা আজ কিন্তু যুবরাজ প্রতি।
অসম্ভব রণ দেব—গৃহদ্বারে অরি,
কর প্রভু পলায়ন, রক্ষা কর প্রাণ।

তেজ। পুনরায় ও কথা কহিলে,
খণ্ড খণ্ড করিব রসনা।
যাও দুর্গমধ্যে নগরের মাঝে,
প্রাণপণে যুঝিও এবার,
তেজসিংহ নিজে আজ রক্ষিবে তোরণ।

[সেনাপতির প্রস্থান।

(দেবীসিংহের প্রবেশ।)

দেবী। তেজসিংহ! প্রবেশিব নগর ভিতর,
সাধ্য হয় রোধ মোর পথ।

তেজ। বৃদ্ধ! কর পলায়ন,
কেন বৃথা হারাবে জীবন?

দেবী। অসিতে উত্তর মোর।

(উভয়ের যুদ্ধ, দেবীসিংহের পতন ও মৃত্যু।)

তেজ। দেখি যদি কুমারে বধিতে পারি।

[প্রস্থান।

(অমরসিংহের প্রবেশ।)

অমর। ধন্য বীর তেজসিংহ.
এখনও রক্ষিছ দ্বার!
একি! দেবীসিংহ মুদেছ নয়ন!
কুমার দক্ষিণ হস্ত হারাইলে আজ!
দেখি—কুমার কোথায়?

[প্রস্থান।

(তেজসিংহ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

তেজ। কে আছ কোথায়?
অশ্ব এক আনি দেহ মোরে!
এক অশ্ব—
এক অশ্ব বিনা রাজ্য যায় মোর!
কুমার ভ্রমেতে বধিলাম কত বীরে
তবুও ত কুমার মলোনা!
রক্তবীজ সম যেন যুঝিছে কুমার,
যথা চাহি কুমার তথায়!

[সকলের দুর্গমধ্যে প্রবেশ ও দ্বাররোধ।

(কুমারসিংহ, অমরসিংহ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

কুমার। পুত্র আজ পিতৃরাজ্যে করিবে প্রবেশ,
কার সাধ্য রোধে তার পথ?

(দুর্গ আক্রমণ, দুর্গদ্বার ভঙ্গ করন, দুর্গ অধিকার ও পলায়মান তেজসিংহের পশ্চাৎ কুমারসিংহের প্রবেশ।)

ঘৃণিত কুক্কুর!
এতদিনে পেয়েছি রে তোরে।

(উভয়ের যুদ্ধ ও কুমারের তরবারি ভগ্ন হওন।)

তেজ। এত দিনে কণ্টক ঘুচিল মোর!

(অসি উত্তোলন, মাধুরীর বেগে প্রবেশ, আঘাত বক্ষে ধারণ ও পতন, কুমারের মাধুরীকে ধারণ।)

কুমার। এ কি এ বালক!

(অমরসিংহের প্রবেশ ও তেজসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

কুমার। বালক! বালক!
নিজ প্রাণ দিয়া মোর রক্ষিলে জীবন!

মাধুরী। প্রিয়তর তব প্রাণ নিজ প্রাণ হতে।

কুমার। কে তুমি বালক কহ প্রকাশিয়া,
পারি যদি শুধিতে এ কণামাত্র ঋণ।

মাধুরী। বড় খেদ রহিল জীবনে,
চিনিতে নারিলে মোরে।
অভাগিনী আমি!

কুমার। অভাগিনী তুমি!
ওহো অন্ধ আমি, চিনি নাই এত দিন।
মাধুরি!
বোন! বোন!

মাধুরী। নাহি কর ভগ্নী সম্বোধন।
নিকট মরণ,
টুটিয়াছে সরমবন্ধন।
এতদিন যে যাতনা সহিয়াছি প্রাণে,
জানে নাই জগজন,
আজ তার হলো অবসান!
শুনহে কুমার!
ঘৃণাভরে করিও না পদাঘাত,
মাধুরীর প্রাণনাথ তুমি!

কুমার। মাধুরি! মাধুরি!

মাধুরী। পুন কহি শুন,
মাধুরীর প্রাণনাথ তুমি।

কারে জানাইব,
কত ভালবেসেছি তোমারে?
পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকা,
ছিল বেঁচে কুমারের ভালবাসা আশে,
কে জানিত আগে তার বিকায়েছে মন?

কুমার। ওহো, ঘৃতাহুতি পড়িল অনলে!

মাধুরী। আইলাম তব পাশে সেবিতে চরণ,
শুধু প্রাণভরে দেখিবার আশে।
হিতে হলো বিপরীত না গেল পিয়াসা,
নির্ব্বাপিত হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল।
অভাগিনী আমি!
হেন ভাগ্য কি করেছি,
পতি পাব তোমারে কুমার?

কুমার। মাধুরি! আমি তব মৃত্যুর কারণ,
ক্ষমা কর মোরে।
কালকূটে জর্জ্জরিত তনু
সুধাভ্রমে হলাহল করিয়াছি পান।
ভাবি মনে তাই,
তোমা সম প্রণয়িনী ধরিলে হৃদয়ে
বুঝি মোর জুড়াইত প্রাণ।

মাধুরী। কেন কহ হেন বাণী।
মুরলারে সন্দেহ করোনা,
অন্তহীন প্রণয় তাহার।
বিপরীত অন্য কিছু শুনে থাক যদি

সব জেনো তেজসিংহছল।
সুখী হয়ো মুরলার সনে,
নাহি মোর অন্য আকিঞ্চন।
পতি ক্রোড়ে ত্যজি প্রাণ হাসিতে হাসিতে,
কেবা আজ সুখী মোর সম?
করি আশীর্ব্বাদ মুরলারে তব,
পারে সে মরিতে যেন কুমারের কোলে।
প্রার্থনীয় কিবা আর রমণীজীবনে?
যাই—যাই—আমি,
ওই—পিতা—ডাকি—ছেন—মোরে,
কুমার—কু—মা—র।

(মৃত্যু।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্যের প্রান্তভাগ।

ভজনরাম ও শালিকসিংহ।

শালিক। বেটা গেল কোথা ?

ভজন। বলতে পারলুম না বাপু। গণৎকার সেজেছিলুম মাত্র, সত্য গণৎকার ত নই। এতদিন কুমারের বৈরাগ্য হয়েছিল, জামাইবাবু রাজত্ব রক্ষা করেছিলেন, এখন দেখছি জামাইবাবুর সংসারে বৈরাগ্য হয়েছে।

শালিক। একজন প্রহরী বল্‌লে এইদিক পানেই এসেছে।

ভজন। নইলে কি হাওয়া খেতে এদিকে এসেছি ? কুমার ভগিনীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে ওঁকে প্রাণে মারবেন না। বল্‌লুম বাপু প্রাণে না মার একটা লোহার ঘরে জামাই আদরে রেখে দাও, দিব্বি তোয়াজে থাকবেন। বসুমতী শীতলা হবেন, আর আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে দুদিন আড় হতে পার।

শালিক। আমাদের যে এখন ঘুরে ঘুরে প্রাণ যায়।

ভজন। তোমাদের গ্রহ ; নইলে এখন যে যার বাড়ীতে বসে রাজা উজির মারচেন, আর আমরা দায়গ্রস্ত হয়ে

পথে পথে "হা তেজসিংহ! তুমি কোথায় একবার দেখা দিয়ে আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল কর" বলে ঘুরে বেড়াব কেন? এতদিন বিরহের পর ব্রাহ্মণীর চন্দ্রানন দেখে যে দুদিন মিলনসুখ অনুভব করবো, তাও ছাই অদৃষ্টে নাই!

শালিক। তোমার বিরহউচ্ছ্বাস পরে হবে এখন। আমার ত বিশ্বাস ও অল্পে ছাড়চে না।

ভজন। তবে কি মিছামিছি ঘুরে মরছি। রাজত্বটাকে পেঁচোর মত পেয়ে বসেছিল, অমনি অমনিই কি ছাড়বে? কুমারের প্রাণের দিকে ওঁর কৃপাকটাক্ষ একটু অধিক পরিমাণে পড়েছে।

শালিক। এখন কি করলে কুমারের প্রাণ রক্ষা হয়?

ভজন। ও বেটাকে একটা থলেয় পূরে সিন্ধুনদ পার করে দিতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।

শালিক। বেটাকে এখন পাই কোথা?

ভজন। পেলেই বা কি করতে পারবো গো? সেত আর তোমার আমার মত নির্জ্জীবসিং নয়, আর বিড়াল-শাবকও নয় যে ধরবে আর থলেয় পূরবে।

শালিক। এখন উপায়?

ভজন। নিরুপায়। আমাদের কার্য্য বৃদ্ধি হলো আর কি? তেজসিংহ, তেজসিংহ করে কৃষ্ণবিরহবিধুরা গোপাঙ্গনাদের মত ঘুরে বেড়াতে হবে। কোথায় কেলেসোণা ননী চুরি করলেন, কোথায় বসন হরণ করলেন, এই প্রকার সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্যের তত্ত্ব

রাখতে হবে আর কুমারকে সাবধান করে দিতে হবে।

শালিক। দেখতে দেখতে কোন দিন না আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেন।

ভজন। বিচিত্র নয়। কে এই দিকে আসছে না? সখীরে—আমায় ধর, বোধ হয় মনচোরা নাগর উঁকিঝুঁকি মারচেন।

শালিক। তাই ত অমাবস্যার চাঁদ বন অন্ধকার করে উদয় হচ্চেন যে! একি বেটা পাগল হয়েছে নাকি? ও কি তীব্র দৃষ্টি! যেন পিশাচ পৃথিবী দগ্ধ করছে!

ভজন। ওরূপ আর হেরবো না সখি! এখন এস অন্তরালে গিয়ে মান করে বসে থাকি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(তেজসিংহের প্রবেশ।)

তেজ। কোথা যাব? কোথায় লুকাব? আজ কদিন বনে বনে ঘুরছি, কিছু খেতে পাই নি, একটা যবও দাঁতে কাটিনি। প্রাণের ভয় করি না, কিন্তু ধরে নিয়ে গিয়ে যে কুকুরের মত হত্যা করবে তা সহ্য হবে না। কুমার যে নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে বসে থাকবে তা দেখতে পারবো না। ও কিও? পদশব্দ না? না কিছু নয়—পাতার শব্দ। একটু বাতাস নড়লে ভয় হয়। যদি কুমারকে মেরে মরতে পারি, তা হলে আর কোন খেদ থাকে না। কে আসছে

না? তাইত বটে, একটু লুকিয়ে থাকি। বড় ক্ষুধা! যে হোক আজ ওর রক্ত খাব!

[প্রস্থান।

(কুমারসিংহের প্রবেশ।)

কুমার। বনে বনে করি বিচরণ,
কত ক্লেশ সহি নিশিদিন,
রক্তস্রোতে ভাসায়ে মেদিনী
লভিলাম পিতৃসিংহাসন।
কিন্তু হায় জীবনের শান্তিটুকু,
চিরতরে দিয়াছি বিদায়!
বাহ্যিক সুখের ছায়া প্রদানি রাজারে,
রেখেছ কি শান্তিসুখ দীন দুঃখী তরে?
একি লীলা তব লীলাময়!
বড় সাধ ছিল মনে মুরলার সনে,
ছি ছি পুন ওই নাম!
করি সদা এতই যতন,
তবু কেন ভুলিতে না পারি?
হৃদয়মাঝারে কে যেন বলিছে,
জীবনে মরণে জেনো মুরলা তোমার।
মৃত্যুকালে বলেছে মাধুরী
অন্তহীন প্রণয় তাহার!
অকারণ তবে করেছি কি প্রত্যাখ্যান?
না না স্বচক্ষে দেখেছি আমি সে অঙ্গুরী,
ঘৃণাভরে তেজসিংহ করেছে প্রেরণ।

পুনঃপুন জিজ্ঞাসিছি তারে,
"কোথায় অঙ্গুরী বল কেমনে হারালে?"
বাক্য না সরিল তার,
অধোমুখে নির্ব্বাক রহিল!
এর চেয়ে কি আছে প্রমাণ?
হৃদে মোর কালাগ্নি জ্বলিছে,
স্মৃতি তার ঘৃতাহুতি দেয় সে অনলে।
ভস্ম কেন নাহি হয় প্রাণ?
ডেকে এনে তেজসিংহে দিই সিংহাসন.
সুখী হোক ভগিনী আমার।
চলে যাই গহনকাননে,
রহিব নির্জ্জনে;
মনুষ্যবদন আর কভু না হেরিব।
ঈশ আরাধনে কাটাইব কাল,
রাজ্যসুখে মোর জন্মেছে বিকার।

(তেজসিংহের প্রবেশ।)

ভজন। (নেপথ্যে) কুমার! কুমার! দেখ চেয়ে
তেজসিংহ পশ্চাতে তোমার।

কুমার। একি! তেজসিংহ!

(ভজনরাম ও শালিকসিংহের পুনঃপ্রবেশ।)

ভজন। শালিক! দেখছ কি? শীঘ্র অমরসিংহকে সংবাদ
দাও।

[শালিকের প্রস্থান।

তেজ। দৈববলে জিনেছ সমর,
কিন্তু জেনো মনে,
তেজসিংহ এখনও জীবিত।
দুজনার নাহি স্থান এই ধরাধামে,
তেজসিংহ অথবা কুমার,
একজন অবশ্য মরিবে।
ধর অস্ত্র বিলম্ব সহেনা।

কুমার। কি কাজ আহবে?
এস ভাই দিব ফিরে সিংহাসন মোর,
সুষমার অশ্রু আর না পারি সহিতে।
চলে যাব নিবিড় অরণ্যে
রাজ্যসুখ নাহি চায় প্রাণ।

তেজ। পদাঘাত করি আমি ভিক্ষাতে তোমার
আশঙ্কা কি হয়েছে উদয়?
ভয় যদি হয় চলে যাও স্থানান্তরে,
তেজসিংহ নাহি লয় ভয়ার্ত্তের প্রাণ।

কুমার। নাহি জানি ভয় সে কেমন?
হয়েছি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সুষমার পাশে,
বধিব না তব প্রাণ,
তা নাহলে কুমারে ভয়ার্ত্ত বলি
এখনও জীবিত থাক·

তেজ। যদি নাহি কর রণ,
বক্ষে করি পদাঘাত কাঁড়ি লব অসি,

লিখিব ললাটে—
সমরসিংহের পুত্র ভীরু—কাপুরুষ!

ভজন। কুমার!
অসহ্য এ বাক্যবাণ বৃদ্ধের হৃদয়ে!

কুমার। সাবধান, তেজসিংহ!
জেনো মনে সীমা আছে ধৈর্য্যের সবার।

তেজ। করিবে কি না করিবে রণ?

কুমার। করিব না।

তেজ। তবে শোন বলি,
তেজসিংহ পিতৃহন্তা তোর।
কেহ নাহি জানে এ জগতে,
মোর অলক্ষিত হস্ত,
সমরসিংহের প্রাণ করেছে সংহার,
আজ আমি বধিব পুত্রেরে।

কুমার। কি কহিলি?

তেজ। তেজসিংহ পিতৃহন্তা তোর!

কুমার। শেলসম বচনরে তোর,
বড় ব্যথা বাজিল মরমে,
পিতৃহন্তা অরাতি জীবিত
তাই বুঝি শান্তি নাহি প্রাণে?
দেবকুল হও সবে সহায় আমার,
পুত্র আজ পিতৃহন্তা প্রতিবিধিংসিবে।

কৃতঘ্ন পিশাচ!
সাধ্য হয় রক্ষা কর জীবন আপন।

(উভয়ের যুদ্ধ, তেজসিংহের পতন ও তাহার বক্ষোপরি কুমারের পদ প্রদান।

পিত! পিত! দেখ চেয়ে স্বরগ হইতে,
কিরূপে অঙ্গজ তব প্রতিহিংসা সাধে!

তেজ। পুন দেখ চেয়ে
কিরূপে দুহিতা তব হইল বিধবা!

কুমার। সত্য কথা, ছিনু ভুলে এতক্ষণ!
পিতৃহত্যা কথা শুনি ছিল নাক জ্ঞান।
পিত! পিত! ক্ষমা কর অবোধ সন্তানে.
হয়েছি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সুষমার পাশে,
এ পামরে কভু না বধিব।

(বক্ষ হইতে পদ উত্তোলন ও তেজসিংহের উত্থান।)

ভজন। কুমার! কুমার!!

কুমার। ক্ষমা কর মোরে।
শোন তেজসিংহ!
নির্ব্বাসিত করিনু তোমায়.
নরককালিমামাখা কুৎসিত বদন,
রাজ্যে মোর দেখাও না আর।
অসি তব লইনু কাড়িয়ে,
লিখে দিই ললাটে তোমার,
কাপুরুষ হত্যাকারী চোর।

তেজ। তার চেয়ে লও মোর প্রাণ,
ছিন্নমুণ্ড দিও ভগিনীরে!

কুমার। তুইরে অবধ্য মোর।

(লক্ষ্মীবাইএর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। নহে কিন্তু মোর,

ধূ ধূ করি হৃদে সদা কালাগ্নি জ্বলিছে,

পতিহন্তা রক্তে শুধু নিভিবে এ জ্বালা!

(তেজসিংহের বক্ষে ছুরিকাঘাত ও তাহার মৃত্যু।)

ভজন। বসুন্ধরা শান্ত এতদিনে!

লক্ষ্মী। হা! হা! হা! রক্ত—রক্ত চতুর্দ্দিকে!

পতিহন্তা রক্তে আজ সিক্তা বসুন্ধরা!

হা! হা! হা! কি সুখের দিন!

পূরেছে কামনা,

ব্রত মোর হ'লো উদ্যাপন!

ওকি! ওকি!

প্রাণনাথ হাসিমুখে বাহু প্রসারিয়া,

ডাকিছ দাসীরে তব চরণ সেবিতে?

কোন প্রাণে ছিনু ভুলে এতদিন?

যাই, যাই প্রভু!

লহ সাথে দাসীরে তোমার।

[পতন ও মৃত্যু।

কুমার। কি ভীষণ বৈরনির্য্যাতন!

কিরূপে যাইব আমি সুষমার পাশে?

কোন প্রাণে দিব তারে দারুণ বারতা?

ভজন। ভাবিলে কি হবে বৎস! চল রাজপুরে,

সৎকার করিতে হবে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

মুরলা।

মুরলা। ওই বাবা এসেছেন, ওই মা এসেছেন! মা! মা! কাঁদচো কেন মা? আমায় ডাকচো কেন মা? যাব—যাব—আর এখানে থাকবোনা মা! আমায় কোলে তুলে নেনা মা! এই মার কোলে উঠিছি, বাবা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্চেন। একি! অন্ধকার হ'লো কেন? কিছু দেখা যাচ্চে না। ওকি! বাবা মা কোথায় গেলেন? কেন গেলেন? ওঃ বুঝেছি, তাঁরাও আমাকে পরিত্যাগ করলেন-একজনের মত তাঁরাও আমাকে ঘৃণা করেন। ওই মাধুরী এসেছে, আলো হাতে করে সুষমাকে ডাকছে। আহা! কত ফুল নিয়ে খেলা করছে। মাধুরি! আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও, আমিও তোমার সঙ্গে খেলা করবো। চলে যাও কেন? চলে যাও কেন? দাঁড়াও না। শুনলে না? চলে গেলে। একলা থাকবো? কে ওই আসছে? রূপের ছটা দশদিকে উথলে পড়ছে। কুমার! কুমার! এত দিনের পর কি দুঃখিনী মুরলাকে মনে পড়েছে? এস—এস প্রাণনাথ! এবার তোমাকে

বুকে পূরে রাখবো আর কোথাও যেতে দিব না! কেন? কেন? অমন করে চাইছ কেন? আমি কি দোষ করেছি? দোষ করে থাকি ক্ষমা কর। তবু দয়া হলো না? ওকি! চলে যাও যে। ওগো তোমার পায়ে পড়ি যেওনা, একলা আমার বড় ভয় করবে। শুনলে না, শুনলে না! চলে গেলে! আবার অন্ধকার হলো! ঐ একটা সাপ ছুটে আসছে, আমায় গ্রাস করতে আসছে! কোথা যাব? কোথা যাব? এত সাপ নয়, এযে সাপের চেয়েও ভয়ানক! এযে তেজসিংহ। কুমার! কুমার! কোথায় আছ? যাই যে! ওহো গেলুম—গেলুম!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্মশান।

(প্রজ্বলিত চিতামধ্যে তেজসিংহের মৃতদেহ শয়ান।)

কুমারসিংহ ও সুষমা।

কুমার। সুষমা! সুষমা!
রাখ—রাখ বচন আমার,
যেওনা যেওনা চলি দাদারে ফেলিয়ে।
যা হবার হইয়াছে,
ব্রহ্মচর্য্য করহ পালন।

সুষমা। সে কি কথা ভাই?
পতি বিনা রমণীর কি আছে জগতে?
পতি বিনা সতী কভু ধরে কি জীবন?
সহকারচ্যুতা লতা বাঁচে কি কখন?
প্রাণ মোর নাহি এ জগতে,
দেহ মাত্র আছে পড়ে মোর!

কুমার। সুষমা! সুষমা!
একবৃন্তে দুটীফুল ফুটেছি দুজনে,
একটী শুকালে অপর বাঁচিবে কেন?
বিষাদে ঝরিয়া যাবে।
কে আছে আমার?
কার মুখ চেয়ে রাখিব এ প্রাণ?

সুষমা। অভাগিনী আমি!
একাকিনী শূন্য ধরামাঝে
কোন প্রাণে রহিব বলনা?
পতি মোর গেছে স্বর্গপুরে,
কত ক্লেশ হতেছে তাঁহার,
দাসী বিনা কেবা আর সেবিবে চরণ?
ঐ দেখ বিষণ্ণ নয়ন, মলিন বদন
ডাকিছেন পতি মোর।
যাই—যাই প্রভু রহ ক্ষণকাল!
পতিব্রতা জননী মোদের
পতিসনে চিতানলে ত্যজেছেন প্রাণ।
মাতৃপ্রদর্শিত পথে কেন না যাইব?

ছার প্রাণ কেন বা রাখিব ?
বল ভাই কোন প্রাণে
সমরসিংহের কুলে লেপিব কালিমা ?
বাঞ্ছনীয় নহে কি এ হতে
পতিসনে চিতানলে ত্যজিতে জীবন ?
রাখিতে অক্ষয় কীর্ত্তি ভুবন মাঝারে ?
বীর তুমি, কর সদা বীর আচরণ।
পিতৃরাজ্য করহ পালন,
জগতের মঙ্গল সাধন কর।
চিরসুখী হয়ো তুমি মুরলার সনে।

কুমার। সুষমা ! তুলিওনা তার কথা।
টুটেছে স্বপন,
সুখসাধ ভেঙ্গেছে আমার,
এ জীবনে শান্তি নাহি পাব।

সুষমা। শুনেছি মুরলা পাশে
অঙ্গুরী কারণ ভাই ত্যজিয়াছ তারে।
সে অবধি নিরবধি মেগেছি দর্শন,
ব্যস্ত তুমি রাজ্য লয়ে
কোন মতে যাও নাই অন্তঃপুর মাঝে।
শোন বলি এবে,
বিনা দোষে মুরলার প্রাণে,
দিয়াছ বিষম ব্যথা।
তোমার মঙ্গল ভেবে সরলা কলিকা
হস্তচ্যুত করেছে অঙ্গুরী।

ক্রোধে অন্ধ হয়ে,
কোন কথা শোন নাই তার,
অভাগিনী উন্মাদিনী তব তরে!

কুমার। সুষমা! সুষমা! একি সত্য কথা?

সুষমা। সব সত্য।
যাও ত্বরা মুরলার পাশে,
তোষ তারে সুবচনে।
তোমারে হেরিলে,
ভগ্নহৃদি আবার জুড়িবে।
তবে যাই আমি,
হাসি মুখে দাও গো বিদায়।

কুমার। কি বলিব হতভাগ্য আমি।

সুষমা। কোথা ওলো সহচরীগণ!
মাঙ্গলিক ধ্বনি কর চতুর্দ্দিকে।
আজি মোর বিবাহ-বাসর,
প্রাণনাথ সনে
পুষ্পশয্যা করি আজ আনন্দে ঘুমাব।

(চিতামধ্যে ঝম্প প্রদান।)

কুমার। সুষমা! সুষমা!
কোথা গেলে তুমি?
একবার দেখা দাও মোরে,
মধুর বচনে তোষ মোরে একবার।
শূন্য—শূন্য—সব শূন্য,
জ্বলে শুধু বহ্নিদেব

লকলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা,
সুষমার ক্ষুদ্র দেহ ভস্ম করিবারে!
যাই—যাই এবে মুরলার পাশে,
পায়ে ধরে দেখি তার পাই যদি ক্ষমা।
মুরলা! মুরলা!

[বেগে প্রস্থান।

(পাগলিনীর প্রবেশ।)

গীত।

(মনরে) দিন ফুরাল কি করলে বল যাবার দিন যে নিকট হলো।
(তোমার) ভবের আশা, সুখ ভরসা, একে একে সব ফুরাল॥
(যারে) যতন করে মাখম সরে খাওয়াইলে চিরকাল,
অন্তিমে হায় তারাই তোমার মুখে আগুন জ্বেলে দিল॥
কেবা তোমার তুমি বা কার মুদলে আঁখি সকল গেল,
মিছে কেবল করিছ গোল ঘুমের ঘোর তোর না ভাঙ্গিল।

চতুর্থ দৃশ্য

অলিন্দ।

কুমারসিংহ ও অমরসিংহ।

অমর। কুমার!
রহ ক্ষণকাল—ধৈর্য্যধর প্রাণে।
উন্মাদিনী মুরলা তোমার!
ভেঙ্গেছে হৃদয় তার,
বড় ব্যথা বেজেছে মরমে!
কত দিন বলেছি তোমায়,
একবার যেতে অন্তঃপুরে—
রাখিলে না আমার বচন।
অকস্মাৎ হেরিলে তোমায়,
উদ্বেলিত হবে তার হৃদি,
ক্ষুদ্র প্রাণ সে উচ্ছ্বাস ধরিবে কেমনে?
তাই বলি—রহ ক্ষণকাল,
অগ্রে আমি পাঠাই সংবাদ।

কুমার। ত্বরা—ত্বরা তুমি পাঠাও বারতা,
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অকারণ কোমল কুসুমে,
করেছি কুঠারাঘাত,
বজ্রসম বেজেছে মরমে।
অবোধ বালিকা নাহি জানে আমা বই,

কেহ তার নাহি এ জগতে,
কোন প্রাণে পদতলে দলিনু তাহায়?
কালসর্প আমি!
কতই সোহাগভরে ধরিল হৃদয়ে,
অবহেলে তারে আমি করিনু দংশন!
হৃদয়ের রত্ন আমি ফেলেছি পঙ্কেতে,
এ জীবনে আর কিরে পা'ব ফিরে তায়?
অমর! অমর! বল বল,
বাঁচিবে কি মুরলা আমার?
পাইব কি মার্জ্জনা তাহার?
হৃদে ধরে পুন তারে জুড়াবে কি প্রাণ?

অমর। সখা! হয়োনা অধীর।
তব দরশনে জেনো মুরলার প্রাণে,
সঞ্জীবনী সুধারস হবে বরষণ,
শুষ্কলতা মঞ্জরিবে নব বারিপাতে।
নবীন পল্লব লভি গরবিনী হয়ে
বেড়িবে সোহাগে কত সহকারমূলে।

কুমার। আহা—তাই যেন হয়!
জন্মাবধি সুখসাধ কখন জানিনা,
ভগবান করোনা বঞ্চনা।
ক্ষীণ আশাসূত্র ধরি রাখিনু জীবন,
নির্দ্দয় হইয়ে তায় বিচ্ছিন্ন করোনা।
চল ভাই—যাই অন্তঃপুরে,
প্রাণে মোর বিলম্ব সহেনা। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ।

মুরলা ও কল্যাণী।

কল্যাণী। মা! তুমি অমন করচো কেন? তোমার ভয় নেই, শীঘ্রই তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

মুরলা। ভাল হয়ে উঠবো! ভাল হয়ে উঠবো! ভাল হয়ে আমার কি হবে? ওই দেখ মা এসেছেন—বাবা এসেছেন, যাই মা যাই! ওই দেখ মাধুবী এসেছে, সুষমা এসেছে!

কল্যাণী। চুপ কর মা চুপ কর—ও সব কথা কি বলতে আছে?

মুরলা। চুপ করবো! না আর আমাকে চুপ করতে বলোনা! আর ত আমি কথা কইতে পাব না! চুপ করে থেকেই আমার এই সর্ব্বনাশ হয়েছে! সকলে আমাকে ডাকচে কিন্তু আমি যেতে পারচি না, যেতে ইচ্ছা করচে না। তাঁকে ছেড়ে ত আমি যেতে পারবো না! কোথা যাব? কোথা যাব? ওই কুমার এসেছে। কুমার! কুমার! আমাকে ক্ষমা কর।

কল্যাণী। মা, সত্য সত্যই কুমার আসবেন।

মুরলা। এঁ্যা, কুমার আসবেন! না না তিনি আমাকে ঘৃণা করেন, তিনি আসবেন না।

কল্যাণী। হ্যাঁ মা, এই একটু আগে খপর পাঠিয়েছেন।

মুরলা। না না, ওই আবার অন্ধকার হলো! ও কে! তেজসিংহ যে! আমায় বিদ্রূপ করচো? আমায় অঙ্গুরী দেখাচ্চো? আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি? নিয়োনা, আংটী নিয়ো না। ঐটী বুকে করেই আমি বেঁচে আছি। তুমি আমাকে মেরে ফেল, তার চেয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেল!

কল্যাণী। মা! কুমার তাঁর ভ্রম বুঝতে পেরেছেন, তিনি এখনি আসবেন।

মুরলা। কুমার! কুমার! কুমার নামটী কি মধুর!

কল্যাণী। ওই দেখ মা তিনি এসেছেন।

(কুমারসিংহের প্রবেশ ও মুরলাকে ধারণ।)

(পশ্চাতে অমরসিংহের প্রবেশ।)

কুমার। মুরলা! মুরলা! আমাকে ক্ষমা কর, বল এ পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করবে।

মুরলা। কে তুমি? তুমি আবার কি চাও? আর ত আমার আংটী নেই!

কুমার। অমর কি দেখতে আনলে ভাই। মুরলা! এ পাষণ্ডকে কি চিনতে পার না? ভগবন্! কি করলে?

কল্যাণী। মা! মা! এই যে তোমার কুমার এসেছেন।

মুরল। না, না, না—তিনি আমায় জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন।

কুমার। নারায়ণ! আর কেন? আমায় মৃত্যু দাও। অমর!

আজ আমার প্রাণ সংহার করে যথার্থ বন্ধুর কার্য্য কর।

অমর। কুমার! কুমার!

কুমার। আহাহা আমার সাধের কুসুম শুকিয়ে গেল!

কল্যাণী। মা! তোমার কুমার এসেছেন, তুমি চিনতে পারচো না?

মুরলা! কই, কুমার কই? একবার তাঁকে এনে দাও, আমি তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো।

কুমার। মুরলা! মুরলা! এই যে আমি।

মুরলা। এঁ্যা তুমি! (কুমারকে ধারণ) এতদিনের পর কি হতভাগিনীকে মনে পড়লো? কুমার! বল, বল— তুমি আমার হবে? বল—সত্য সত্যই কি তুমি এসেছ, না আমি স্বপ্ন দেখছি?

(পাগলিনীর প্রবেশ।)

পাগ। স্বপ্ন কেন দেখবি মা? সত্য সত্যই কুমার এসে মুরলাকে হৃদয়ে ধারণ করেছে। আর কোন পিশাচের সাধ্য নাই যে কুমারের বক্ষ হতে মুরলাকে বিচ্যুত করে। সাধ্বি! অনেক সয়েছ, গ্রহ বৈগুণ্য-বশতঃ অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, কিন্তু তবুও প্রলোভনের বশীভূত হয়ে ধর্ম্মপথচ্যুতা হওনি! এততেও যদি তোমাদের দুঃখের নিশি প্রভাত না হয়, যদি তোমরা বিমল সুখের অরুণকিরণে প্রফুল্ল না হও, যদি শেষে ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের

পরাজয় না হয়, তা'হলে যে সৃষ্টি বিলুপ্ত হবে, তা'হলে যে আমার শমনভয়বারিণী শ্যামা মার দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হবে। এস বৎসে! মায়ের প্রসাদ এই সিন্দুরবিন্দু ধারণ কর, তোমার মনের বিকার দূর হবে। বৎস! তুমিও ধারণ কর, চিরসুখী হবে।

(উভয়ের ললাটে সিন্দুরবিন্দু প্রদান ও উভয়ের পাগলিনীকে প্রণাম।)

চল কুমার, তোমাকে সস্ত্রীক পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত দেখে পাগলিনী নয়ন সার্থক করবে।

[পাগলিনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পাগলিনীর গীত।

অবোধ মানবকুল ভেবনা কখন মনে।
থাকিলে ধরম পথে কষ্ট পায় জীবগণে॥
আগুনে পড়িলে সোণা,
খাদটক যায় জানা,
দেহ আত্মা নহে এক বুঝে দেখ মনে মনে।
সত্যো ধর্ম্ম স্ততো জয়,
অধর্ম্ম কভু না সয়,
আপাত মধুর পাপ টানে মন প্রলোভনে।
মরীচিকা বারিদানে তোষে কি তৃষিত জনে॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

(সিংহাসনোপরি কুমারসিংহ ও মুরলা গলাধরাধরি করিয়া উপবিষ্ট ।)

সখীগণের গীত ।

আয় আয় আয় কে আসিবি আয়,
চির সুখময় মোদের আলয়,
শোকের তাপের নাহি কোন ভয়,
শান্তি নিকেতন দেখ আজি হায় ।
সুষমা ঝরিছে, মলয়া বহিছে,
প্রেমভরে পিক সদাই গাহিছে,
সুখ পরিমল ভাসিয়া যাইছে,
কুসুমের হার পরিয়ে গলায় ।
একবার ভাল করে চাও ছবি এঁকে নাও,
এমনি করে সুখে ভাসিয়ে বেড়াও,
ধর আশীষ বচন ভাবুক সুজন
দুখ পরে যেন সবে সুখ পায় ।

যবনিকা পতন ।